বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার নীতিসমূহ

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিস্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

প্রধান লেখক: ড. র‍্যান্ডাল ডি. ম্যাকেলওয়াইন (Dr. Randall D. McElwain)

কপিরাইট © ২০২৪ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ এবং সম্পাদনা করেছেন ডঃ অরুণ কুমার সরকার।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom -এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

কোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫

১. বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার ভূমিকা ৭

২. পর্যবেক্ষণ: একটি পদের প্রতি দৃষ্টিপাত ১৭

৩. পর্যবেক্ষণ: বৃহত্তর বিভাগগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত ৩৩

৪. ব্যাখ্যা: ভূমিকা ৫১

৫. ব্যাখ্যা: প্রেক্ষাপট ৫৯

৬. ব্যাখ্যা: সাহিত্যিক রূপ ৬৯

৭. ব্যাখ্যা: সাধারণ নীতি ১০৫

৮. প্রয়োগ ১১৫

৯. অংশভিত্তিক অধ্যয়ন অনুশীলন ১২৫

১০. বাইবেল স্টাডির সহায়িকাসমূহ ১৩৭

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ ১৪১

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৪৩

কোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই কোর্সটি বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রাথমিক নীতিগুলির পরিচয় করিয়ে দেয়। এই কোর্সের বেশিরভাগ পাঠই হাওয়ার্ড এবং উইলিয়াম হেনড্রিকস (Howard and William Hendricks)-এর লেখা *Living by the Book* নামের একটি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তিশীল। আপনার কাছে যদি এই বইটি ব্যবহারের সুযোগ থাকে, আপনি এই কোর্সের শেখানো নীতিগুলি অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন অনুশীলনী পাবেন, পাশাপাশি প্রতিটি নীতির জন্য অতিরিক্ত আলোচনাও পাবেন। তবে এই কোর্সের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজনীয় নয়। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এই পাঠগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

শিক্ষার্থীদের ক্লাসের আসার আগে প্রতিটি পাঠ পড়া উচিত। আপনার প্রতিটি ক্লাস সেশন ৯০-১২০ মিনিটের জন্য পরিকল্পনা করা উচিত, সেইসাথে ক্লাসের বাইরে অ্যাসাইনমেন্টগুলি করার জন্য অতিরিক্ত সময় যোগ করবেন। কারণ এই কোর্সটি প্রাথমিকভাবে প্র্যাক্টিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলির উপর নির্ভরশীল, তাই আপনি একটি পাঠকে একাধিক মিটিংয়ে ভাগ করতে পারেন। এটি শিক্ষার্থীদেরকে অ্যাক্টিভিটিগুলি করার জন্য কিছুটা অতিরিক্ত সময় দেবে।

বেশিরভাগ পাঠেই সেই পাঠে শেখানো নীতিগুলি অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন **অ্যাক্টিভিটি** আছে। এই অ্যাক্টিভিটিগুলি সতর্কভাবে করার জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই অ্যাক্টিভিটিগুলি একাধিক বিবিধ শাস্ত্রাংশের উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে। পাঠ শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। যেহেতু এই অ্যাক্টিভিটিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন হবে, তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থী বুঝতে পারছে কীভাবে অ্যাক্টিভিটিগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে তা নিশ্চিত করতে ক্লাসে সময় নিন। একটি নির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়াই প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়; প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি হল বাইবেল অধ্যয়নে এবং ব্যাখ্যার কাজে দক্ষতা গড়ে তোলা।

এই কোর্সটির শেষে, শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে শাস্ত্রের একাধিক অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করবে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য প্রত্যকে শিক্ষার্থীর একটি নোটবুকে তাদের অধ্যয়নের নোটগুলি থাকা উচিত। এই কোর্সের যা যা করা হবে তা সারমন এবং বাইবেলভিত্তিক পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে।

আলোচনার প্রশ্ন এবং **ক্লাসের অ্যাক্টিভিটিসমূহ** তীর চিহ্নের বুলেট পয়েন্ট ► দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচনার প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরটি আলোচনা করতে দিন। নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন যে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীই আলোচনায় অংশ নিয়েছে। যদি প্রয়োজন হয়, আপনি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকতে পারেন।

প্রত্যকে শিক্ষার্থী পুরো কোর্সটি জুড়ে একটি **কোর্স প্রজেক্ট**-এ কাজ করবে। ১০ নং পাঠের পরে, তারা ক্লাসের জন্য একটি প্রেজেন্টেশন বানাবে বা ক্লাস লিডারের কাছে একটি পেপার জমা দেবে। ১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট বিভাগে প্রেজেন্টেশন বা পেপারের জন্য নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে।

দুটি **অন্যান্য অ্যাসাইনমেন্টসমূহ** পাঠ ২ এবং ৭ নং পাঠের শেষে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। শিক্ষার্থীরা তাদের সম্পূর্ণ কাজ ক্লাস লিডারকে দেখাবে, কিন্তু সেইসাথে তাদের কাজের একটি কপি তাদের নিজেদের নোটবুকেও রেখে দেবে।

পাঠ ১
বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার ভূমিকা

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) কেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য বাইবেলের গভীর অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ তা জানা।

(২) বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি ধাপের তালিকা করতে সক্ষম হওয়া।

(৩) শাস্ত্রের একটি নির্বাচিত অংশের সতর্ক অধ্যয়নের পদ্ধতি শুরু করা।

(৪) বাইবেল ব্যাখ্যার জন্য পবিত্র আত্মার প্রকাশের (illumination) গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

ভূমিকা

এই কোর্সের একটি উদ্দেশ্য হল আপনাকে ব্যক্তিগত শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং প্রয়োগে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করা। প্রথম ভালো পদক্ষেপটি হল আপনার বাইবেল পড়ার বর্তমান অনুশীলনগুলিকে সততার সাথে মূল্যায়ন করা।

► আপনার বাইবেল পড়ার বর্তমান অনুশীলনগুলি আলোচনা করার জন্য কয়েক মিনিট সময় নিন। এটি একে অপরের সমালোচনা করার সময় নয়; এটি হল এই প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব দেওয়ার সময়, "কীভাবে আমি ঈশ্বরের বাক্য পড়ছি?" এখানে চিন্তা করার জন্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল:

- আমি কত বার বাইবেল পড়ি?
- আমি যখন বাইবেল পড়ি, কতটা সময় আমি সেখানে কাটাই?
- আমি কীভাবে পড়ার জন্য অংশগুলি নির্বাচন করি?
- আমি যা পড়ছি তা কি আমি বুঝতে পারি?
- আমি যা পড়ি তা কি আমি মনে রাখি?
- আমি কি আমার জীবনে সেই প্রয়োগগুলি করতে সক্ষম?
- কোন ২-৩টি কারণের জন্য আমি বেশিবার বাইবেল পড়ি না?

তাইওয়ান নিবাসী স্যামুয়েল নামের এক খ্রিষ্টবিশ্বাসী ১৫ বছর ধরে খ্রিষ্টবিশ্বাসে জীবন যাপন করলেও তার আত্মিক পরিপক্কতার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা যেত না। তার আত্মিক বৃদ্ধির অভাব নিয়ে সে হতাশ ছিল। এক রবিবারে প্রার্থনাসভার পরে সে তার হতাশতার কথা প্রকাশ করে। "পাস্টার, আপনি আপনাকে বাইবেল পড়তে বলেছেন। আপনি বলেছেন যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমার সাথে কথা বলবেন। আমি চেষ্টা করেছি! আমি প্রত্যেকদিন সকালে বাইবেল পড়ি, এবং এটি আমাকে কিছুই বলে না। সমস্যাটা কী?"

পাস্টার তাকে বলেন, "স্যামুয়েল, আমাকে বলো তুমি **কীভাবে** বাইবেল পড়ো।" স্যামুয়েলের উত্তর তার সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে নির্দেশ করেছিল। সে জানিয়েছিল, "প্রত্যেকদিন সকালে কাজে যাওয়ার আগে, আমি আমার বাইবেল খুলি এবং একটি পদ পড়ি।" পাস্টার জানতে চান, "তুমি কি বেরনোর আগে বাইবেলের একটা গোটা পুস্তক বা একটা সম্পূর্ণ অধ্যায়

পড়ো?” “না, আমি রোজ সকালে কেবল একটা করে পদ পড়ি – বিশেষত যেটা আমি বাইবেলটা খুলে সামনে দেখতে পাই। এবং এটায় খুবই কম সাহায্য হয়!”

স্যামুয়েলকে এইভাবে বাইবেল পড়ার সমস্যাটি বোঝানোর জন্য পাস্টার তাকে তার বাইবেল খুলতে বলেন এবং যে পদটি সে প্রথমে দেখতে পাবে সেটা পড়তে বলেছিলেন। স্যামুয়েল পড়ে, “নেগেভ থেকে লোকেরা এসে এষৌর পাহাড়গুলি দখল করবে। নিচু পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেরা ফিলিস্তিনীদের দেশ অধিকার করবে। তারা এসে ইফ্রয়িম ও শমরিয়ার ক্ষেত্রের দখল নেবে এবং বিন্যামীন গিলিয়দ অধিকার করবে” (ওবদিয় ১:১৯)।

তারপর পাস্টার স্যামুয়েলকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। “নেগেভ কোথায়? নিচু পাহাড়ি অঞ্চল কোথায়? ইফ্রয়িমের ক্ষেত্র কোথায়? শমরিয়া? বিন্যামীন? গিলিয়দ?” প্রতিটা প্রশ্নেরই উত্তর ছিল, “আমি জানি না।” পরের সপ্তাহে, “কীভাবে বাইবেল পড়তে হয়”–এটির উপর তারা বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করেছিল। পরের কিছু সপ্তাহ ধরে, স্যামুয়েল বাইবেল ব্যাখ্যা করার কিছু নীতি শিখতে শুরু করেছিল। সে বুঝতে শিখেছিল যে কীভাবে শাস্ত্র আজকের দিনে আমাদের সাথে কথা বলে।

এই কোর্সটির উদ্দেশ্য হল আপনাকে বাইবেলের ব্যাখ্যার প্রাথমিক নীতিগুলি শিখতে এবং প্রয়োগ করতে সাহায্য করা। এই পাঠ এবং অনুশীলনীগুলির মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে, তা আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে, এবং এটি অন্যদেরকে শেখাতে সহায়তা পেতে সাহায্য করবে।

কেন আমি বাইবেল অধ্যয়ন করব?

কিছু লোক বাইবেল পড়া এড়িয়ে চলে এই কারণে যে তারা বিশ্বাস করে এটি বোঝা খুব কঠিন। অনেকেই আছে যারা বিশ্বাস করে বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য, তারা জানে না কীভাবে এটি ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করতে হয়। বাইবেল অধ্যয়ন করা একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এই কাজের কি কোনো মূল্য আছে? কেন আমরা বাইবেল অধ্যয়ন করব?

ঈশ্বর নিজেকে শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে

শাস্ত্র আমাদেরকে দেখায় যে ঈশ্বর কে। ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের প্রকৃতির একটি অভিব্যক্তি (গীত ১১৯:১৫, ২৭)। শাস্ত্র আমাদেরকে দেখায় যে ঈশ্বর কীভাবে চিন্তা করেন, তাঁর কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে তিনি মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং কীভাবে তিনি মানব ইতিহাসে কাজ করেন। ঈশ্বরের বিধান (তিনি কী চান) তাঁর চরিত্র, তাঁর ন্যায়বিচার, এবং তাঁর জ্ঞানকে প্রতিফলিত করে (গীত ১১৯:১৩৭)। যখন আমরা বাইবেল পড়ি, তখন আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত যে এটি ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদেরকে কী দেখায়।

শাস্ত্র উপাসনাকারীদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। এটি ঈশ্বরের প্রতি উপাসনাকারীদের প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশনা দেয়, দেখায় যে কীভাবে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে।

বাইবেল হল একটি প্রদীপ

গীতরচয়িতা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন যা আমাদের জীবনকে পথ দেখায় (গীত ১১৯:১০৫)। বাইবেল হল ঈশ্বরের সত্য যা আমাদের শেখায় কিভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং জীবন যাপন করতে হয়।

► গীত ১৯:৭-১১, গীত ১১৯:১৬০, এবং ২ তিমথি ৩:১৬-১৭ পড়ুন।

ঈশ্বরের বাক্য সঠিক মতবাদের উৎস। বাইবেল হল পরিত্রাণ এবং পবিত্রতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানের আধার। এই নীতিটি বোঝায় না যে আমরা অন্য সাহায্য ছাড়া শাস্ত্রের সবকিছু বুঝতে পারব। এটি বোঝায় না যে ঐতিহ্য গুরুত্বহীন। এটি বোঝায় যে ঈশ্বরের বাক্য হল বিশ্বাসীর জন্য চূড়ান্ত কর্তৃত্ব।

যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য সত্যের উৎস, শাস্ত্রের জ্ঞান আমাদেরকে মিনিস্ট্রি বা পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত এবং সজ্জিত করে তোলে। যখন আমরা সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা দিই, আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সাহায্যে শিক্ষা দিই। সত্য তাঁর, আমাদের নয়।

বাইবেল হল আত্মিক দুধ

পিতর বলেছিলেন যে বিশ্বাসীদের মধ্যে নবজাত শিশুদের দুধের আকাঙ্খার মতোই বাইবেলের আকাঙ্খা থাকা উচিত (১ পিতর ২:২)। ঠিক যেমন একটি শিশুর দৈহিকভাবে বৃদ্ধির জন্য দুধের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক, একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আত্মিকভাবে বৃদ্ধির জন্যও শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। ঈশ্বরের বাক্যের একটি নিয়মিত আহার ছাড়া, আমরা কখনোই আত্মিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পাব না।

আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার দক্ষতা যত শিখব এবং বিচক্ষণ সত্যের অনুশীলন করব, আমরা পরিপক্ক হব (ইব্রীয় ৫:১৪)। অন্যদের শেখানোর জন্য আমাদের ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করার ক্ষমতা বিকশিত হয়।

বাইবেলের মধুর মতো মিষ্টি

গীতরচয়িতা ঈশ্বরের বাক্যকে মধু'র সাথে তুলনা করেছেন (গীত ১৯:১০, গীত ১১৯: ১০৩)। মধু একইসাথে স্বাস্থ্যকর এবং মিষ্টি। আমাদের ঈশ্বরের বাক্যকে আনন্দদায়ক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, অপ্রীতিকর বা নিরানন্দের কাজ হিসেবে নয়। ঠিক যেভাবে একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে তার পরিবার থেকে আসা চিঠি পড়ে আনন্দিত হয়, সেইভাবেই আমাদের বাইবেল, অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে তাঁর পাঠানো চিঠি, পড়ে আনন্দ করা উচিত।

যখন একজন ছোটো ইহুদি শিশু বিধান পড়তে শেখা শুরু করে, তখন শিক্ষক বর্ণমালার প্রথম অক্ষরগুলিতে মধু লাগিয়ে দেন এবং সেই শিশুটিকে এটি মিষ্টতা বোঝার জন্য সেই পৃষ্ঠাটিকে চেটে নিতে হয়। শিক্ষক এই বস্তু-পাঠটি (object lesson) ব্যবহার করেন যাতে "শিশুটি আনন্দ এবং সুস্বাদের সাথে যুক্ত [বিধান] হতে শেখে।[1]

বাইবেলের হল আত্মার তরোয়াল

ঈশ্বরের বাক্য আত্মিক যুদ্ধে আমাদের অস্ত্র। (ইফিষীয় ৬:১৭)। যখন যিশু প্রান্তরে প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয় বিবরণ থেকে বাক্য উল্লেখ করে শয়তানের আক্রমণের জবাব দিয়েছিলেন (মথি ৪:১-১১)।

শাস্ত্র আমাদেরকে আত্মিক বিজয় এবং সক্রিয় পরিচর্যা কাজের জন্য সবল করে। বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে, আমরা মিথ্যা তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে, আমাদের মন্ডলীকে সত্যের মতবাদে প্রতিষ্ঠা করতে, এবং আজকের জগতে কার্যকরভাবে পরিচর্যা কাজ করতে প্রস্তুত।

---

[1] Efraim Rubin, "Honey in Jewish Law, Lore, Tradition, and More," https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2697265/jewish/Honey-in-Jewish-Law-Lore-Tradition-and-More.htm থেকে ১৫ই নভেম্বর ২০২৩ তারিখে উপলব্ধ।

শাস্ত্র অধ্যয়নের ভুল কারণসমূহ

► ইব্রীয় ৪:১২-১৩ পড়ুন।

শাস্ত্র অধ্যয়নের বহু ভালো কারণ আছে, কিন্তু কিছুক্ষেত্রে লোকেরা ভুল প্রণোদনা বা উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পড়ে বা অধ্যয়ন করে।

কিছু লোক শুধুমাত্র তাদের মতামত রক্ষা করার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারে। হয়ত তারা তাদের প্রভাবের অধীনে অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জ্ঞান ব্যবহার করতে চায়।

কিছু লোক অহংকারের কারণে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারে। সম্ভবত তারা মনে করে যে তারা আত্মিক মর্যাদা লাভ করবে এবং অন্যদের থেকে উচ্চতর বা মহান হবে। হয়ত তারা চায় লোকেরা তাদের কৃতিত্বের জন্য তাদের সম্পর্কে খুব ভালো কিছু ভাবুক। অথবা সম্ভবত তারা মনে করে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন তাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভালো হয়ে থাকতে সাহায্য করবে।

এগুলির সবকটিই শাস্ত্র পড়া বা অধ্যয়নের জন্য ভুল কারণ। ইব্রীয় ৪:১২-১৩ পদ শাস্ত্রের প্রতি সঠিক মনোভাব দেখায়। স্বার্থজনিত উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য শাস্ত্রকে ব্যবহার করার পরিবর্তে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে এটি হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের নয়। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়ে আমাদের এটি অধ্যয়ন করা উচিত। বাইবেল আমাদের কর্তৃত্ব, এবং আমাদের নিজেদেরকে এটির কাছে সমর্পণ করা উচিত। আমরা যখন অন্যদেরকে এটি শেখাই, তখন আমাদের তা নম্রতার সাথে করা উচিত।

আমরা যখন এভাবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি এবং শিক্ষা দিই, তখন এটি আমাদের জীবনে পাপ বা ভুলকে প্রকাশ করে এবং আমাদের দেখায় যে, কীভাবে তা থেকে ফিরে আসা যায়। এটি আমাদের জীবন এবং আমরা যাদের পরিচর্যা করি ও নেতৃত্ব দিই, তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে।

আমার কীভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করা উচিত?

► শাস্ত্রের একটি অংশ অধ্যয়ন করার সময়ে বর্তমানে আপনি কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেন? বাইবেলে একটি পাঠের অর্থ বোঝার জন্য আপনি কোন নির্দিষ্ট ধাপগুলি অনুসরণ করেন তা আলোচনা করুন।

স্যামুয়েল সহমত হয়েছিল যে বাইবেল অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সে জানত না কীভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে। তার একটি পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল।

এই কোর্সটির মূল উদ্দেশ্য হল কার্যকর বাইবেল অধ্যয়নের জন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করা। পাস্টাররা সারমন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করতে পারেন। বাইবেল শিক্ষকরা বাইবেল পাঠ প্রস্তুত করার জন্য এই পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করতে পারেন। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তিগত আত্মিক বৃদ্ধির জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে।

এই কোর্সটিতে অনুসরণ করা পদ্ধতিটি তিনটি ধাপে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পর্যবেক্ষণ (Observation)

এই ধাপে আমরা প্রশ্ন করি, "আমি বাইবেলে কী দেখতে পাচ্ছি?" এই ধাপে আমরা শাস্ত্র সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তত বিশদ পর্যবেক্ষণ করি। বহু পাঠকই পর্যবেক্ষণ এড়িয়ে যায় এবং সরাসরি ব্যাখ্যায় চলে যায়। যতক্ষণ না আমরা সতর্কভাবে শাস্ত্র কী

বলছে তা পর্যবেক্ষণ করছি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃতভাবে তা বুঝতে পারি না। পর্যবেক্ষণের ধাপে, আমরা শাস্ত্রের পাঠের বিশদের দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমরা সেই বিশদগুলি চিহ্নিত করতে শিখব যেগুলি শাস্ত্রের বার্তাটির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, আমরা পরিভাষা, গঠন বা কাঠামো, সাহিত্যিক রূপ, এবং আবহ অধ্যয়ন করব।

পরিভাষা *(Terms)*

বাইবেলের একটি পুস্তক অধ্যয়ন করার সময়ে, আমরা সেই শব্দগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিই যেগুলি গোটা পুস্তক জুড়ে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। ১ যোহন *জানা* (know) তৎসম শব্দটি ৫টি অধ্যায়ে ৩০ বারেরও বেশি ব্যবহার করেছেন। যোহনের পত্র অধ্যয়ন করার সময়ে, আমরা গোটা পুস্তক জুড়ে এই শব্দটি খোঁজার দ্বারা শুরু করতে পারি। যোহন যেখানে যেখানে জানা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার একটি তালিকা আমাদেরকে তাঁর বার্তার ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। যোহনের বার্তা বোঝার জন্য, আমরা প্রশ্ন করতে পারি, "যোহন কী বলছেন যা আমরা জানতে পারি?" এবং "যারা জানে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?"

গঠন বা পরিকাঠামো *(Structure)*

বাইবেলের পুস্তকগুলি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় খুব সচেতনতার সাথে পরিগঠন করা হয়েছে। যোহনের সুসমাচার অধ্যয়ন করার সময়ে আপনি দেখবেন যে যোহন তার সুসমাচারটি সাতটি চিহ্নকাজ (signs) দ্বারা সাজিয়েছেন যেটি প্রকাশ করে যিশু কে। পুস্তকটি আমরা যত পর্যবেক্ষণ করি, এটি আমাদেরকে যোহনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

যখন আমরা একটি অংশ বা অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করি, আমরা দেখে থাকতে পারি যে পরিকাঠামোটি একটি কাহিনীকে অনুসরণ করছে (যেমন লূক ৯:২৮-৩৬)। এটি একটি উপসংহার তৈরির কারণও প্রদান করতে পারে (যেমন রোমীয় ৬:১-১৩)। এটি বিভিন্ন পয়েন্টের তালিকা তৈরির জন্য একধিক বিশদও প্রদান করতে পারে (ইফিষীয় ৬:১৩-১৮)। এক্ষেত্রে আরো অন্যান্য ধরণের গঠনও আছে।

সাহিত্যিক রূপ *(Literary Form)*

পৌল অত্যন্ত সংগঠিতভাবে পত্রগুলি লিখেছিলেন যা একজন আইনজীবীর চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রয়োগ করা যুক্তির মতো করে তাঁর বক্তব্যগুলিকে যুক্তিযুক্ত করে। রোমীয় বা অন্যান্য পত্রগুলি পড়ার সময়, আপনাকে খুব সতর্কভাবে পৌলের যুক্তিগুলি বুঝতে হবে।

বিপরীত দিকে, যোনা হল একটি ছোটো ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যা সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসাকে প্রকাশ করে। এটিকে ভালোভাবে পড়ার জন্য, আপনার অবশ্যই প্রশ্ন করা উচিত, "কী এটিকে একটি আশ্চর্যজনক, উল্লেখযোগ্য কাহিনী করে তুলেছে?" আপনি তারপর "এই কাহিনীটির বিশদগুলি কী বোঝাচ্ছে?" এই প্রশ্নটির মাধ্যমে যোনার পুস্তকের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য প্রস্তুত।

আবহ *(Atmosphere)*

এখানে আমরা প্রশ্ন করি, "পৌল কোথায় ছিলেন যখন তিনি আনন্দের বার্তাসহ ফিলিপীয়দের চিঠি লিখেছিলেন?" তিনি রোমে ছিলেন, বিচার এবং সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় ছিলেন। পরিস্থিতি আমাদের সেই কারণগুলিকে দেখায় যেগুলির জন্য পৌল বলেছিলেন যে তাঁর আনন্দ ছিল, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে খারাপ পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও এই আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

"প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে ঈশ্বরের চিরন্তন পরিকল্পনা প্রকাশ করার জন্য যখন স্বর্গ উন্মুক্ত করা হয়েছিল তখন যোহন কোথায় ছিলেন?" তিনি পাটন দ্বীপে নির্বাসিত ছিলেন। নিপীড়নের সেই সময়টি ঈশ্বরের বিজয়ের বার্তাকে বিশ্বাসের এক মহান উৎসাহে পরিণত করেছিল।

ব্যাখ্যা (Interpretation)

এই ধাপে আমরা প্রশ্ন করি, "বাইবেল কী বোঝাতে চায়?" আমরা যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করার পরে, আমরা শাস্ত্রের বার্তাটি বোঝার চেষ্টা করি। আমরা আলাদা আলাদা অধ্যায় এবং পদের বার্তার সাথে একটি পুস্তককে একত্রিত করে এমন বড় থিম বা বিষয়বস্তুগুলিকে খুঁজে বের করতে শিখব। আমরা প্রশ্ন করব, "প্রথম পাঠকদের কাছে এই পুস্তকটির বার্তা কী ছিল?" আমরা সেই নীতিগুলি খুঁজব যা সমস্ত সময়, স্থান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সত্য।

প্রয়োগ (Application)

এই ধাপে, আমরা প্রশ্ন করি, "বর্তমানে আমি কীভাবে জীবনে এবং পরিচর্যা কাজে বাইবেল প্রয়োগ করি?" আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা ছাড়া মানে বোঝা যথেষ্ট নয়।

এই পাঠ্যপুস্তকে, হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks) প্রয়োগ সম্পর্কে দুটি প্রশ্নের পরামর্শ দিয়েছেন:[2]

১। এটি কীভাবে আমার জন্য কাজ করে? এটি আমার জীবনে শাস্ত্রের প্রয়োগের দিকে দেখে।

২। এটি কীভাবে অন্যদের জন্য কাজ করে? এটি আমি যাদের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করি তাদের জীবনের দিকে দেখে।

ইংল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আছেন যিনি মন্ডলীর ইতিহাসে খুবই সম্মানীয় একজন পণ্ডিত। শিক্ষাগত দিক দিয়ে, তিনি ভীষণ ভালোভাবে বাইবেলকে জানেন; ব্যক্তিগতভাবে, তিনি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি যেকোনো বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই ব্যক্তিটি পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি কখনোই তাঁর জীবনে শাস্ত্রের সত্যকে প্রয়োগ করেননি।

যাকোব এরকম ব্যক্তিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "যে বাক্য শোনে অথচ তার নির্দেশ পালন করে না, সে এমন মানুষের মতো যে আয়নায় তার মুখ দেখে, নিজেকে দেখার পর সে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যায়, সে দেখতে কেমন" (যাকোব১:২৩-২৪)। ইংল্যান্ডের এই অধ্যাপকের বিষয়টি এই চূড়ান্ত উদাহরণ, তবে এমন অনেক লোক আছে যারা জানে যে শাস্ত্র কী বলে, কিন্তু তারা দৈনন্দিন জীবনে যাপনে এটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়। বাইবেল অধ্যয়নের অবশ্যই ব্যবহারিক বা বাস্তবিক প্রয়োগ থাকা উচিত।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার ভূমিকা

► একজন অবিশ্বাসী কি শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারে?

[2] Howard G. Hendricks and William D. Hendricks, *Living By the Book* (Chicago: Moody Publishers, 2007)

এই প্রশ্নটির উত্তর হল, “হ্যাঁ, কিন্তু কেবলই আংশিকভাবে।” এই কোর্সটিতে, আমাদের ব্যাখ্যাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করব। এই ধাপগুলি আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের বার্তা বুঝতে সাহায্য করবে। যদি অন্যান্য বই পড়ার মতো একইভাবে পড়া হয়, অন্য যেকোনো বইয়ের মতো বাইবেল পড়াও যেকোনো পাঠকের কাছে বহু সত্য প্রকাশ করবে।

তবে, পবিত্র আত্মার প্রকাশ ছাড়া একজন ব্যক্তির বোধগম্যতা সবসময়েই সীমিত থাকবে। কেবল বুদ্ধিভিত্তিক অধ্যয়ন কখনোই আত্মিক সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না। পৌল লিখেছেন:

> কারণ মানুষের অন্তরের আত্মা ছাড়া কোনো মানুষের চিন্তা কে জানতে পারে? একইভাবে, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। আমরা জগতের আত্মাকে লাভ করিনি, কিন্তু লাভ করেছি সেই আত্মাকে, যিনি ঈশ্বর থেকে নির্গত হয়েছেন, যেন আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর বিনামূল্যে আমাদের কী দান করেছেন। আমরা একথাই বলি, মানুষের জ্ঞান দ্বারা আমাদের শেখানো ভাষায় নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা শেখানো ভাষায়, যা আত্মিক বিভিন্ন সত্যকে আত্মিক ভাষায় ব্যক্ত করে। প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মা থেকে আগত বিষয়গুলি গ্রহণ করতে পারে না, কারণ সেসব তার কাছে মূর্খতা। সে সেগুলি বুঝতেও পারে না, কারণ সেগুলিকে আত্মিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। (১ করিন্থীয় ২:১১-১৪)

একজন অবিশ্বাসী শাস্ত্রের বার্তার কিছুটা বুঝতে পারে, কিন্তু বাইবেলের গভীর সত্যগুলি পবিত্র আত্মার সহায়তা দ্বারাই প্রকাশিত হয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন কেবল তথ্যলাভের চেয়েও বেশি কিছু; এটির জন্য বিশ্বাস এবং আনুগত্য প্রয়োজন। যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, ঈশ্বরের আত্মা আমাদের জীবনে তাঁর রূপান্তরকারী কাজ করতে পারেন না। তার কারণ হল:

১। শাস্ত্র অধ্যয়ন করার আগে আমাদের প্রার্থনা করার উচিত। পবিত্র আত্মার কাছে আমাদের অধ্যয়নের জন্য নির্দেশনা চাওয়া উচিত। যাকোব লিখেছেন, “তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, সে ঈশ্বরের কাছে তা চাইবে, যিনি কোনও ত্রুটি না ধরে উদারভাবে সকলকে দান করে থাকেন, আর তাকে তা দেওয়া হবে” (যাকোব ১:৫)।

২। আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন একটি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দ্বারা অনুসরণ করা উচিত। বাইবেল অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কেবল বুদ্ধিভিত্তিক তথ্যের চেয়েও বেশি; উদ্দেশ্যটি হল ব্যক্তিগত রূপান্তর। যদি আমরা আমাদের অধ্যয়ন দ্বারা রূপান্তরিত না হই, তাহলে আমরা আমাদের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এড়িয়ে যাচ্ছি। এই রূপান্তর কেবল পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আসে।

বীজবপক এবং বীজ নিয়ে যিশুর বলা রূপক কাহিনীটিতে কিছু বীজ পথের ধারে পড়েছিল এবং পাখিরা তা খেয়ে নিয়েছিল। কিছু বীজের মূল ছিল না এবং সূর্যের তেজে সেগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল। কিছু বীজ কাঁটাঝোপে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়েছিল এবং ভালো ফল উৎপন্ন করেছিল। যিশু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ভালো বা উৎকৃষ্ট জমি হল সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে এবং বুঝতে পারে (মথি ১৩:৩-২৩)। এই রূপক কাহিনীটি দেখায় যে না বুঝেও বাক্য শোনা সম্ভব। আমরা ঈশ্বরের বাক্য কেবল তখনই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি যখন আমরা পবিত্র আত্মার স্বরের কাছে নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করি।

১ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) বাইবেল অধ্যয়নের কারণসমূহ:

- ঈশ্বর নিজেকে শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।
- বাইবেল হল একটি প্রদীপ
- বাইবেল হল আত্মিক দুধ
- বাইবেলের মধুর মতো মিষ্টি
- বাইবেলের হল আত্মার তরোয়াল

(২) বাইবেল অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ রয়েছে।

- পর্যবেক্ষণ (Observation): বাইবেলে আমি কী দেখি? অধ্যয়ন (Study):
    - পরিভাষা (Terms)
    - গঠন বা কাঠামো (Structure)
    - সাহিত্যিক রূপ (Literary Form)
    - আবহ (Atmosphere)
- ব্যাখ্যা (Interpretation): বাইবেল কী বোঝায়?
- প্রয়োগ (Application): বর্তমানে আমি কীভাবে জীবনে এবং পরিচর্যা কাজে বাইবেল প্রয়োগ করি? জানতে চান:
    - এটি কীভাবে আমার জন্য কাজ করে?
    - এটি কীভাবে অন্যদের জন্য কাজ করে?

(৩) আমরা যখন বাইবেল অধ্যয়ন করি তখন আমাদের কাছে অবশ্যই পবিত্র আত্মার উদ্ভাসন (illumination) থাকা উচিত। এই কারণে…

- শাস্ত্র অধ্যয়ন করার আগে আমাদের প্রার্থনা করার উচিত।
- আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন একটি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া দ্বারা অনুসরণ করা উচিত।

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য নিচে দেওয়া শাস্ত্রের অংশগুলির মধ্যে কোনো একটি বেছে নিন।

- দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১-৯
- যিহোশূয় ১:১-৯
- মথি ৬:২৫-৩৪
- ইফিষীয় ৩:১৪-২১
- কলসীয় ৩:১-১৬

আপনি পুরো কোর্স জুড়ে এই শাস্ত্রাংশগুলি অধ্যয়ন করবেন। আপনি এই শাস্ত্রটি পুরো কোর্স জুড়ে পড়বেন। এই প্রথম পাঠটির জন্য শাস্ত্রটি মন দিয়ে পড়ুন। তিনটি বিষয়ের উপর নোট তৈরি করুন:

১। পর্যবেক্ষণ (Observation): আপনি নির্বাচিত শাস্ত্রটি থেকে যত বেশি সম্ভব বিশদভাবে তালিকাভুক্ত করুন। শাস্ত্রটির উপর নির্ভর করে আপনার বিশদগুলি ভিন্ন ভিন্ন হবে। যে প্রশ্নগুলি আপনাকে সাহায্য করতে পারে, সেগুলি হল:

  - এই শাস্ত্রে উল্লিখিত বা লিপিবদ্ধ ঘটনাগুলি কোথায় ঘটেছিল?
  - এই শাস্ত্রের চরিত্র কারা?
  - এই শাস্ত্রটি কী আদেশ দেয়?
  - এই শাস্ত্রে কোন শব্দগুলি পুনরাবৃত্ত হয়েছে?

২। ব্যাখ্যা (Interpretation): ২-৩টি বাক্যে অংশটির প্রাথমিক বার্তাটি সংক্ষিপ্ত করুন।

৩। প্রয়োগ (Application): আপনার জীবনে এবং পরিচর্যা কাজে আপনি শাস্ত্রটি প্রয়োগ করতে পারেন এমন ২-৩টি পদ্ধতির তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ২

পর্যবেক্ষণ: একটি পদের প্রতি দৃষ্টিপাত

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) সচেতনভাবে শাস্ত্র পাঠ করার গুরুত্ব বোঝা।

(২) অধ্যয়ন করা প্রতিটি পদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।

(৩) একটি পদ্ধতিগত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পরিকল্পনা করা।

(৪) নির্বাচিত পদগুলির উপর বিশদ পর্যবেক্ষণ অনুশীলন করা।

ভূমিকা

> "আমার চোখ খুলে দাও যেন আমি তোমার নিয়মকানুনের আশ্চর্য বিষয়াদি দেখতে পাই।"
> -গীত ১১৯:১৮

► এই কোর্সের জন্য আপনারা যেখানে সমবেত হয়েছেন, সেখানে আসার জন্য আপনার গ্রুপের একজন বা দু'জনের কাছ থেকে তারা যে রাস্তা দিয়ে এসেছে সেটির বর্ণনা জানতে চান। যতটা সম্ভব খুঁটিনাটি যোগ করুন। আপনি কোনো রেস্টুরেন্ট, চার্চ, বা দোকানের সামনে দিয়ে এসেছেন? আপনি কতগুলো মোড় পেরিয়ে এসেছেন বা কতগুলো রেড সিগন্যালের থেমেছেন? কতগুলো মোড় ঘুরেছেন? কোনো নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু পেরিয়ে এসেছেন যেটা সাধারণত আপনার আসার রাস্তায় পড়ে না? প্রত্যেকের বর্ণনা শেষ হলে, আলোচনা করুন কতগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং কতগুলি লক্ষ্য করা হয়নি।

যখন গোপাল বাইবেল পড়ে, সে একটি মানসিক ছবি দিয়ে শেষ করে। যদি আপনি গোপালকে মার্ক ১:২৯-৩১ পড়তে এবং তা সংক্ষিপ্ত করতে বলতেন, সে উত্তর দিত, "যিশু চারজন শিষ্যকে (শিমোন,আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন) নিয়ে গালীলের সমাজভবন থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা শিমোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন যেখানে শিমোনের শাশুড়ি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। যিশু তাকে তার হাত ধরে উঠিয়ে বসান এবং তার জ্বর সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে যায়। তিনি এতই সুস্থ বোধ করেছিলেন যে তিনি তাদের জন্য খাবার বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমনকি সুস্থ হয়ে উঠে বিশ্রামের প্রয়োজনই বোধ করেননি!"

যখন জিতেশ বাইবেল পড়ে, সে বাক্যগুলি পড়ে কিন্তু বিস্তারিত বিষয় লক্ষ্য করে না। যদি আপনি জোনাথনকে মার্ক ১:২৯-৩১ পড়তে এবং তা সংক্ষিপ্ত করতে বলতেন, সে উত্তর দিত, "যিশু শিমোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং একজনকে সুস্থ করেছিলেন।"

এদের মধ্যে কোন পাঠক পর্যবেক্ষণ করেছে? কোন পাঠক কাহিনীটি বেশিদিন মনে রাখতে পারবে? কোন পাঠকের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশি তথ্য আছে যার উপর ভিত্তি করে কাহিনীটি ব্যাখ্যা করা যাবে? উত্তরটি খুবই সুস্পষ্ট। গোপাল দেখেছিল মার্ক ১:২৯-৩১ পদে কী ঘটেছে। জিতেশ অধ্যায়টি পড়েছিল, কিন্তু সে পর্যবেক্ষণ করেনি।

বাইবেল অধ্যয়নের প্রথম ধাপটি হল পর্যবেক্ষণ। এই পর্যায়ে আমরা প্রশ্ন করি, "শাস্ত্রের এই বিভাগে আমি কী দেখি?" কার্যকারি বাইবেল ব্যাখ্যার একটি চাবিকাঠি হল যতটা বেশি করে সম্ভব পর্যবেক্ষণ করা। এই পাঠে আমরা একটি পদে গুরুত্বপূর্ণ বিশদগুলি

পর্যবেক্ষণ করতে শিখব। এটি করার সময় ধৈর্য্যশীল থাকুন; আপনি যত বেশি পর্যবেক্ষণ করবেন, আপনার কাছে ব্যাখ্যার জন্য তত বেশি উপাদান পাবেন।

একটি পদ পর্যবেক্ষণ

প্রেরিত ১:৮:

> কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।

এই একটি পদে আমরা কী পর্যবেক্ষণ করতে পারি?

প্রথম শব্দটি কী?

"কিন্তু।" *কিন্তু* হল আগের পদগুলিকে নির্দেশ করা একটি সংযোগকারী শব্দ। প্রেরিত ১:৬ পদে শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করেছিল, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলীদের কাছে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চলেছেন?" এখন যে আপনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আপনি কি আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন? যিশু দু'টি বিবৃতিতে উত্তর দিয়েছিলেন:

- "যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয় …" (প্রেরিত ১:৭)। এটি পিতার দায়িত্ব।
- "তোমরা শক্তি লাভ… তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে" এটি তোমাদের দায়িত্ব।

কারা জড়িত বা অন্তর্ভুক্ত?

"*তোমরা*" – কাদের সঙ্গে যিশু কথা বলছেন? প্রেরিতদের সাথে (প্রেরিত ১:২, ৪)। একটু সময় নিয়ে জানতে চান, "এই প্রেরিতরা কারা?" আপনি প্রেরিতদের সম্পর্কে যা যা জানেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন। এই পদটি কার সম্পর্কে পঞ্চাশত্তমীতে বিস্ময়কর রূপান্তরকারী শক্তি দেখায়?

- তারা ইহুদি; যিশু তাদেরকে শমরিয়াতে পাঠাচ্ছেন।
- তারা অশুচি-আত্মাগ্রস্থ একটি ছেলেকে সুস্থ করতে অক্ষম ছিল (মার্ক ৯:১৪-২৯); তারা শক্তিপ্রাপ্ত হবে।
- যিশুর গ্রেপ্তারের সময়ে তারা ভয়তে পালিয়ে গিয়েছিল (মথি ২৬:৫৬); তারা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হবে।

এই বাক্যটির ক্রিয়াপদটি কী?

"*লাভ করবে*" – এই ক্রিয়াপদটিই আমাদেরকে বলছে যে কী ঘটছে। এইক্ষেত্রে, ক্রিয়াপদের কালটি এমন কিছু দেখাচ্ছে যা তারা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে।

তারা কী লাভ করবে?

"*শক্তি*" - প্রেরিত পুস্তকটি শিষ্যদের পরিচর্যা কাজে এই শক্তিটি দেখাবে।

► এখান থেকে শুরু করুন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে, বাকি পদটিতে এগিয়ে যান:

- **কখন তারা শক্তি গ্রহণ করবে?**
- **কে তাদেরকে শক্তি দেবে?**
- **শক্তির ফলাফল কী?** (শক্তি সাক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই শক্তির স্বাভাবিক ফলাফল হবে অন্যদের সাথে সুসমাচার ভাগ করার ইচ্ছা।)
- **তারা কার সাক্ষী হবে?**
- **কোথায় তারা সাক্ষ্যবহন করবে?** (এই চারটি অবস্থান সম্পর্কে আপনি কী জানেন? শমরিয়ার বিশেষত্ব কী? এই ইহুদি শিষ্যরা কী সেখানে যেতে চেয়েছিল?)

আপনার পর্যবেক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি করুন

জয়ন্তর দৃষ্টিশক্তি খুবই খারাপ ছিল। যখন সে স্কুলে পড়ত, সে তার শিক্ষককে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেত না। সে ক্লাসরুমের একদম সামনের দিকে থাকা বোর্ডে লেখা কোনো শব্দ পড়তে পারত না। তারপর একদিন সে চশমা পরা শুরু করেছিল। হঠাৎই সে সবকিছু দেখতে পেয়েছিল যা সে আগে দেখতে পেত না! সে তার শিক্ষকের মুখ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল। বোর্ডে কিছু লেখা হলে সে সহজেই তা পড়তে পারছিল। সে আবেগে আপ্লুত ছিল!

সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ হল খারাপ দৃষ্টিশক্তি ঠিক করার জন্য চশমা পড়ার মতো। কীভাবে শাস্ত্র পর্যবেক্ষণ করতে হয় তা শেখা আপনাকে শাস্ত্র কী বলছে তা ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রেরিত ১:৮ পদের উপর অনুশীলন দেখায় আপনি এখন কতটা ভালোভাবে যা পড়ছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা উন্নত করার জন্য কিছু টিপস দেখে নেওয়া যাক। আপনি এমনকিছু প্রশ্ন করতে শিখবেন যা শাস্ত্রকে আরও স্পষ্ট আলোতে নিয়ে আসে। তারপর আপনি অন্যান্য পদ পড়ার অভ্যাস করবেন।

যখন আপনি বাইবেল থেকে একটি পদ পড়ছেন, দয়া করে বলবেন না, "আমি ইতিমধ্যেই এই পদটি জানি!" বরং, ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি নতুনভাবে আপনাকে তাঁর বাক্য বুঝতে সাহায্য করেন। এই অধ্যায়ের সহায়িকাগুলি আপনাকে একটি নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পড়তে সাহায্য করতে পারে।[3]

বোঝার জন্য পড়ুন

১০ বছর বয়সী একটি ছেলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে প্রতি বছর বাইবেল পড়বে। এটি একটি ভাল উদ্যোগ ছিল; তবে দুর্ভাগ্যবশত সে কার্যকরভাবে বাইবেল পড়তে জানত না। তার একটি ক্যালেন্ডার ছিল যেটিতে প্রতিদিন কতটা পড়তে হবে তা লেখা ছিল, কিন্তু সে প্রায়শই পিছিয়ে পড়ত। রবিবার বিকেলে সে তা পূরণ করার চেষ্টা করেছিল। সে তার ক্যালেন্ডার চেক করে দেখে যে সে ২০টি অধ্যায় পিছিয়ে আছে (লেবীয় পুস্তক!) সুতরাং, সে একদিন বিকেলবেলা পুরো লেবীয় পুস্তক পড়ে ফেলতে চাইল। সে যত দ্রুত সম্ভব পড়ে শেষের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ করার ১০ মিনিট পরেই, সে আর আপনাকে লেবীয় পুস্তকের বার্তাটি বলতে পারল না। সে না বুঝেই পড়ছিল।

[3] এই পাঠের ধাপ বা পর্যায়গুলি *Living By the Book*, by Howard G. Hendricks and William D. Hendricks (Chicago: Moody Publishers, 2007) বইটির ৮-১৭ অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি পড়ে আপনি আরো অনুশীলন এবং ব্যাখ্যা পেতে পারেন।

বোঝার জন্য পড়া হল একটি পরিশ্রমের কাজ। সত্যের অনুসন্ধানকে বাইবেল এইভাবে ব্যাখ্যা করে: "ও যদি রুপোর মতো তার খোঁজ করো ও গুপ্তধনের মতো তা খুঁজে বেড়াও, তবেই তুমি সদাপ্রভুর ভয় বুঝতে পারবে ও ঈশ্বরের জ্ঞান খুঁজে পাবে" (হিতোপদেশ ২:৪-৫)। সতর্কভাবে শাস্ত্র পড়ুন। প্রশ্ন করুন। বিভিন্ন নোট নিন। মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

আপনি কখনো কখনো আপনার নিজের কথায় বা শব্দ দিয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে নতুন উপলব্ধি অর্জন করতে পারেন। যদিও আপনার শব্দান্তর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদ নাও হতে পারে, তবে এটি আপনাকে পাঠ্যটির অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে।

পড়ার সাথে সাথে প্রশ্ন করুন

মনোযোগ দিয়ে পড়ার একটি চাবিকাঠি হল প্রশ্ন করা।

► এই বিভাগে এগিয়ে যাওয়ার আগে লূক ২৪:১৩-৩৫ পড়ুন। এই পাঠে আপনি যেভাবে পড়বেন, সেই অনুযায়ী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য লূক ২৪ দেখতে থাকুন।

(১) কে?

পাঠ্যটিতে যে ব্যক্তিরা আছে, তারা কারা? আপনি প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে কী জানতে পারেন?

লূক ২৪:১৩-৩৫ পদের ব্যক্তিরা কারা ছিলেন? পুনরুত্থানের দিনে ক্লিওপা এবং একজন নামহীন সঙ্গী[4] ইম্মায়ুসে যাচ্ছিলেন। তারা যিশুর অনুসারী ছিলেন যারা তাঁর অলৌকিক কাজ এবং শিক্ষা সম্পর্কে জানতেন। এই রবিবারে তারাই প্রথম ব্যক্তি হয়ে ওঠেন যারা খ্রিষ্টের কষ্টভোগ এবং পুনরুত্থান স্বয়ং যিশুর কাছ থেকে শুনেছিলেন; তারা পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হয়ে ওঠেন।

(২) কী?

টেক্সট বা পাঠ্যটিতে কী ঘটছে? যদি এটি কোনো ঐতিহাসিক পাঠ্য হয়, তাহলে কোন ঘটনাগুলি ঘটেছে? যদি এটি একটি চিঠি হয়, তাহলে লেখক কী শেখানোর চেষ্টা করছেন?

লূক ২৪ অধ্যায়ের ঘটনাটি ছিল যিশুর প্রকাশ। এই দুই ব্যক্তির চোখ যিশুর পুনরুত্থানের বাস্তবতার প্রতি উন্মুক্ত হয়েছিল (লূক ২৪:৩১)।

(৩) কখন?

আগের প্রশ্নটির মতোই, আমাদের পড়ার ক্ষেত্রে সময় একটি প্রেক্ষাপট (context) প্রদান করে। বাইবেল অধ্যয়নের পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে আমরা পাঠটিতে সময় সংক্রান্ত বিষয় লক্ষ্য করি। লূক ২৪:১৩ থেকে আমরা জানতে পারি যে ইম্মায়ুসের পথে যাত্রা সেই একই দিনে হয়েছিল যেদিন শূন্য খবর আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কবরটি খালি পাওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই এই দুই শিষ্য যিশুর দেখা পান। এটি আমাদেরকে তাদের আলাপ-আলোচনা অনুযায়ী তাদের অনুভূতি সম্পর্কে জানায় (লূক ২৪:১৫)। গত তিনদিনে এই দুই ব্যক্তি যে মানসিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা চিন্তা করুন।

---

[4] একটি ট্রেডিশন থেকে জানা যায় যে লূক ছিলেন সেই অনামী সঙ্গী, যা কাহিনীটিতে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করবে।

বৃহস্পতিবার, তারা হতাশ হয়েছিলেন কারণ তারা যিশুকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছিলেন। শুক্রবার, যিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথে একটি মশীহ-শাসিত (messianic) রাজ্যের জন্য তাদের সমস্ত আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এরপর আসে রবিবার, এবং সমাধি ছিল শূন্য। ইম্মায়ুসে যাওয়ার সময় তারা ঘটনাগুলির এই রহস্যময় ক্রমটি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

(৪) কোথায়?

এটি জিজ্ঞাসা করা ভালো, "এটি কোথায় ঘটেছে?" একটি বাইবেল মানচিত্র আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে। কিছু বাইবেলের পিছনে ম্যাপ দেওয়া থাকে।

লূক ২৪ অধ্যায়ে ক্লিয়োপা এবং তার সঙ্গী যিরুশালেম থেকে ইম্মায়ুসের দিকে যাচ্ছিলেন, যেটি শহরের পশ্চিমদিকে ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা এই জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের চোখ খুলে যাওয়ার পর, এই দুই ব্যক্তি আনন্দের সাথে যিরুশালেমে ফিরে এসেছিলেন। এই বার্তাটি আর পরের দিনের অপেক্ষায় রেখে দেওয়া যায়নি!

(৫) কেন?

কেন এই শিষ্যরা এত নিরুৎসাহিত হয়েছিল তা আমরা দেখি যখন আমরা সময়জনিত প্রশ্নটির উত্তর দিই। তারা নিরুৎসাহিত হয়েছিল কারণ যিশু মারা যাওয়ার পর একজন মশীহের জন্য তাদের সমস্ত আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

(৬) কীভাবে?

এই ঘটনাটি দ্বারা কীভাবে এই শিষ্যদের জীবন পরিবর্তন হয়েছিল? তারা যিরুশালেমে এই আত্মবিশ্বাসের সাথে ফিরে আসে যে যিশু মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। সেই থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো, পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদের জীবন চিরতরে পরিবর্তিত হয়েছিল।

একই অংশ বা পুস্তকটি একাধিকবার পড়ুন

জি. ক্যাম্পবেল মর্গ্যান (G. Campbell Morgan) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক। মর্গ্যান কখনো বাইবেল কলেজে যাননি, কিন্তু তিনি একজন সক্রিয় বাইবেল শিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন। একটি পাঠ্যের উপর প্রচার করার আগে, মর্গ্যান অন্তত ৪০ বার বাইবেলের সেই গোটা পুস্তকটি পড়তেন যেটিতে তার নির্বাচিত পাঠ্যটি থাকত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মর্গ্যান বুঝতে পেরেছিলেন কীভাবে সমগ্র পুস্তকে প্রতিটি পদ সাজানো আছে। তিনি পুস্তকটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জানতেন; তিনি লেখকের বার্তাটি বুঝতেন। মর্গ্যান একবার বলেছিলেন, "বাইবেল কখনোই অলসতার কাছে আত্মসমর্পণ করে না।" বাইবেল অধ্যয়ন একটি কঠিন পরিশ্রম।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "আমি কীভাবে বাইবেলের একটি বই ৪০ বার পড়তে পারি? আমি তো কখনোই বাইবেল শেষ করতে পারব না।" আপনি যেমন ভাবছেন এটা ততটা কঠিন নয়। বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রত্যেক মিনিটে ২০০টি শব্দ পড়তে পারে; তারা এক ঘণ্টায় ১২,০০০ শব্দ পড়তে পারে। বাইবেলের ৪৪টি বইতে ১২,০০০-এর চেয়ে কম শব্দ আছে। এটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পৌলের চিঠিসমূহ, সাধারণ চিঠিপত্র, গৌণ ভাববাদীগণ, এবং পুরাতন নিয়মের কিছু বই যেমন রূত, এস্রা, নহিমিয়, ইষ্টের, এবং দানিয়েল। প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টায়, আপনি ৪০ দিনে ৪০ বার ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয়, এবং ১ ও ২ থিষলনীকীয় পড়ে ফেলতে পারেন।

একটি সমগ্র পুস্তক পড়লে দেখা যায় যে পুস্তকটি কীভাবে সাজানো হয়েছে। এর আগে আমরা প্রেরিত ১:৮ পড়েছি যেখানে শিষ্যদেরকে যিরুশালেম, যিহূদিয়া, শমরিয়া, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সাক্ষী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। আপনি যখন বারবার প্রেরিত পড়বেন, আপনি দেখবেন যে এটি সমগ্র পুস্তকটির জন্য একটি প্যাটার্ন বা নকশা প্রদান করে। প্রেরিতদের প্রথম অংশে, তাড়না শিষ্যদেরকে যিরুশালেম থেকে যিহূদিয়ার বাকি অংশে নিয়ে গিয়েছিল; প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে ফিলিপ শমরিয়াতে সুসমাচার নিয়ে গেছেন; প্রেরিতের শেষে পৌল রোমে প্রচার করছেন, যেখান থেকে সুসমাচার পরিচিত জগতের সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

বারবার পড়ার জন্য কিছু পরামর্শ

১। **জোরে জোরে বাইবেল পড়ুন বা বাইবেল পড়া শুনুন।** আজকের দিনে যারা লিখিত পৃষ্ঠার উপর নির্ভরশীল তারা সাধারণত ভুলে যান যে বেশিরভাগ প্রাচীন খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বাইবেল পড়া শুনত। ইফিষীয় মন্ডলী যখন পৌলের চিঠি পেয়েছিল, তারা প্রত্যেক সদস্যের জন্য তার অনুলিপি তৈরি করেনি! একজন লিডার অন্যান্য সদস্যদের জন্য চিঠিটি পড়েছিলেন। ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই একাধিক ব্যক্তি পড়ার চেয়ে শোনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিলেন। পৌলের চিঠিগুলি মন্ডলীগুলিতে পড়া হত; ভাববাদীরা তাদের বার্তাগুলি বলতেন। একটি চিঠি জোরে জোরে পড়ার মাধ্যমে বা শ্রুতিপুস্তক (অডিও বুক) শোনার মতো এটিকে পড়তে শুনলে, আপনি ঠিক সেইভাবেই ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পারবেন যেভাবে শাস্ত্রে প্রথম শতকের মন্ডলী শুনত।[5]

২। **বিভিন্ন অনুবাদ থেকে বাইবেল পড়ুন (যদি আপনার কাছে আপনার ভাষায় একের বেশি অনুবাদ উপলব্ধ থাকে)।** কিছু কিছু অনুবাদ তাদের বক্তব্য প্রকাশে অনেক বেশি জটিল বা পরিভাষাভিত্তিক; আবার কিছু কিছু অনুবাদ তুলনামূলকভাবে সহজ শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। একের বেশি অনুবাদ থেকে পড়ার ফলে আপনি বার্তাটির ক্ষেত্রে নতুন কোনো বোধ বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন। আপনি যদি একের বেশি ভাষা জানেন, তাহলে দ্বিতীয় ভাষায় শাস্ত্রটি পড়া সহায়ক হতে পারে।[6]

৩। **প্রত্যেকবার পড়ার সময় আলাদা আলাদা বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করুন।** যেমন, প্রত্যেকবার একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটিকে বিবেচনা করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি সপ্তাহে প্রত্যেক দিন একবার করে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়টি পড়তে পারেন:

সোমবার: স্বর্গস্থ পিতার দৃষ্টিকোণ থেকে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়টি পড়ুন। সন্তানদের পাপ দেখে পিতার কী অনুভূতি হতে পারে?

মঙ্গলবার: অধ্যায়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ কোনটি?

বুধবার: শয়তানের দৃষ্টিকোণ থেকে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়টি পড়ুন। কীভাবে সে ঈশ্বরের সাথে তাঁর সন্তানদের সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করেছে?

বৃহস্পতিবার: ক্রুশের উপর যিশুর বলিদান বিবেচনা করার সময় আদিপুস্তক ৩ পড়ুন।

---

[5] www.faithcomesbyhearing.com -এ ৭০০-এরও বেশি ভাষায় অডিও বাইবেল আছে।

[6] www.biblegateway.com আপনাকে অনেক ভাষায় অনূদিত বাইবেল অবাধে পড়ার সুযোগ দেয়।

শুক্রবার: আদম এবং হবার দৃষ্টিকোণ থেকে আদিপুস্তক ৩ পড়ুন। ঈশ্বরের বিচার শুনে তাদের কী মনে হয়েছিল?

শনিবার: প্রথমবার বাইবেল পড়ছে এমন কারোর দৃষ্টিকোণ থেকে আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়টি পড়ুন। বাকি বাইবেল বোঝার জন্য এই কাহিনীটি কতটা এবং কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ?

আপনার এক বছরের মধ্যে বাইবেল পড়ার জন্য www.bible.com-এ বেশ কিছু প্ল্যান রয়েছে। আরেকটি পরিকল্পনা হল, জি. ক্যাম্পবেল মর্গ্যান-এর (G. Campbell Morgan) মডেল অনুযায়ী, এক মাসে একাধিকবার একটি বই পড়া। যেহেতু বাইবেলের ৪৪টি বই এক ঘন্টা বা তার কম সময়ে পড়ে ফেলা যায়, তাই আপনি প্রতিদিন এক ঘন্টায় এক মাসে ৩০ বার একটি বই পড়তে পারেন। এটিকে একটি শম্বুকগতি প্রক্রিয়ার মতো মনে হতেও পারে, তবে একটি বই বারবার পড়লে আপনি ঈশ্বরের বাক্য গভীরভাবে বুঝতে পারবেন। এইভাবে পড়লে আপনি ছ'বছরে ৩০ বার পুরো বাইবেল পড়তে পারেন।[7]

ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে কথা বলেন, বিশেষত লিখিত শব্দের মাধ্যমে। যদিও শাস্ত্র বোঝার জন্য আপনার ভাষাবিদ হওয়ার দরকার নেই, আপনি যত ভালোভাবে লিখিত ভাষা বুঝতে পারবেন, ততই ভালোভাবে আপনি ঈশ্বরের বাক্যের গভীর সত্যগুলি উপলব্ধি করতে পারবেন।

একটি উদাহরণ হিসেবে আমরা পৌলের অন্যতম সুপরিচিত একটি পদ অধ্যয়ন করব। "অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা" (রোমীয় ১২:১)। একটি পাঠ্যের ব্যাকরণ পরীক্ষা করার জন্য, আমরা যেগুলি লক্ষ্য করব:

ক্রিয়াপদ

ক্রিয়াপদ কাজ করা বা সত্তাকে বোঝায়। রোমীয় ১২:১ পদে দু'টি কর্মবাচক ক্রিয়াপদ আছে

- **মিনতি করা** মানে "আপিল করা" বা "অনুনয় করা"। আপনি কি পৌলের অনুরোধের জরুরী ভাবটি অনুভব করেন? এটি একটি সাধারণ পরামর্শ নয়; এটিতে একটি গভীর আবেগ আছে যেখানে পৌল তার পাঠকদেরকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করছেন।
- **উৎসর্গ** (বা উপস্থাপন) করা হল একটি সক্রিয় ক্রিয়াপদ। এটির জন্য একটি অঙ্গীকার বা দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। পৌল তার পাঠকদেরকে ঈশ্বরের কাছে তাদের শরীর উৎসর্গ করার জন্য, তাদের নিজেদেরকে প্রদান করার জন্য আহ্বান করেছেন।

বিশেষ্য

রোমীয় ১২:১ পদে আমাদের অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ্যগুলি হল:

[7] দীর্ঘ বইগুলি ফিলিমন এবং তীতের মতো ছোটো বইগুলির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হবে যা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তিরিশ বার পড়া যেতে পারে।

- **ভাইবোনেরা।** পৌল বিশ্বাসীদেরকে লিখছেন। তিনি পাপীদের রূপান্তরের জন্য আহ্বান করছেন না; তিনি বিশ্বাসীদেরকে আরো গভীর পবিত্রতার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন।

- **শরীর।** রোমীয় ১২ অধ্যায়ের বাকি অংশে দেখা যায় যে *শরীর* আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে উপস্থাপন করছেন। আমরা এটিকে এইভাবে বলতে পারি, "তোমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে দিয়ে দাও।"

- **করুণা।** পৌলের আহ্বান ঈশ্বরের করুণার উপর ভিত্তিশীল। এই পদের ঠিক আগে যে অনুচ্ছেদটি আসে, সেখানে পৌল বর্ণনা করেছেন ঈশ্বর যে করুণা প্রদর্শন করেন তা ইহুদি এবং অইহুদি উভয়ের জন্যই (রোমীয় ১১:৩২)।

- **বলি।** মোশির বিধানের অধীনে, একজন উপাসককে একটি বলিদান হিসেবে একটি পশুকে আনতে হত। খ্রিষ্টের রাজত্বে, জীবন্ত বলিদান রূপে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে।

পরিবর্দ্ধক বা ধরন নির্ণয়

বিশেষণ এবং ক্রিয়া-বিশেষণ হল বর্ণনামূলক শব্দ হল সেই শব্দ "যেগুলি তাদের পরিবর্ধন করা শব্দগুলির অর্থকে বিস্তারিত করে।"[8] রোমীয় ১২:১ পদে *বলিদান* শব্দটি একগুচ্ছ শব্দ দ্বারা পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

- আমাদের নৈবেদ্য হল **জীবন্ত।** আমরা আর মৃত প্রাণীর বলিদান দিই না; আমরা দৈনন্দিন সমর্পণে আমাদের জীবন প্রদান করি।

- আমাদের বলিদান অবশ্যই **পবিত্র** হতে হবে। পুরাতন নিয়মের কোনো উপাসক বলিদানের জন্য খোঁড়া বা বিকৃত পশু আনতে পারত না; নতুন নিয়মের কোনো বিশ্বাসী বলিদানের জন্য একটি অপবিত্র, অবাধ্য জীবন দিতে পারে না।

- কেবল একটি পরিপূর্ণ এবং স্বেচ্ছাকৃত বলিদানই **ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।**

অব্যয়

অব্যয় শব্দগুলিতে রয়েছে *মধ্যে, উপরে, মাধ্যমে, প্রতি, পর্যন্ত, দ্বারা* ইত্যাদি। এই ছোটো ছোটো শব্দগুলি বড় বড় অর্থ বহন করে। রোমীয় ১২:১ পদে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অব্যয় শব্দ রয়েছে:

- "ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে" আমাদেরকে পৌলের আবেদনের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান দেয়। এটি শত্রুর কাছে একজন সৈনিকের আত্মসমর্পণ নয়; বরং, এটি হল একজন প্রেমময় পিতার ইচ্ছার কাছে একজন সন্তানের আনন্দময় আত্মসমর্পণ।

- আমাদের বলিদান অবশ্যই "ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে" হওয়া উচিত। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য, ঈশ্বরের অনুমোদনই চূড়ান্ত পুরস্কার।

---

[8] Howard G. Hendricks and William D. Hendricks, *Living By the Book* (Chicago: Moody Publishers, 2007), 121

সংযোগকারী শব্দ

সংযোগকারী শব্দ *এবং* বা *কিন্তু* খুবই শক্তিশালী। একজন লেখক সংযোগকারী শব্দগুলিকে সিমেন্ট-বালি মিশ্রণের সাথে তুলনা করেছেন যা ইঁটগুলিকে একে অপরের সাথে আটকে রাখে।[৯] প্রেরিত ১:৮ পদে আমরা দেখি যে *কিন্তু* শিষ্যদের ভুল বোঝাবুঝির দিকে নির্দেশ করেছে।

রোমীয় ১২:১ পদে অতএব পূর্ববর্তী অংশটিকে নির্দেশ করে। আপনি যদি সম্পূর্ণ রোমীয় পত্রটি পড়েন, আপনি দ্রুত দু'টি বড় ভাগ দেখতে পাবেন:

- রোমীয় ১-১১ অধ্যায় ধর্মতত্ত্ব শেখায়: পাপের জন্য দণ্ডাজ্ঞা (condemnation), বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া (justification), বিশ্বাসীর পবিত্রীকরণ (sanctification), ঈশ্বরের তাঁর সন্তানদের জন্য চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হিসেবে গৌরবান্বিতকরণ (glorification), এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঈশ্বরের উপায় হিসেবে মনোনয়ন (election)।

- রোমীয় ১২-১৬ অধ্যায় এই ধর্মতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি দেখায়। যেহেতু ঈশ্বর আমাদেরকে ধার্মিক হিসেবে গণ্য করেছেন, এইভাবেই আমাদের জীবন যাপন করতে হয়। কারণ আমরা যা বিশ্বাস করি (রোমীয় ১-১১), এটি হল যা আমরা করি (রোমীয় ১২-১৬)। সংযোগকারী পদটি হল রোমীয় ১২:১।

পৌলের একাধিক পত্রে *অতএব* একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মার্কার বা চিহ্নিতকারী। গালাতীয় বিশ্বাসীদের কেবল বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকতার মহান সত্য মনে করিয়ে দেওয়ার পর, পৌল তাদেরকে দৈনন্দিন জীবন যাপনে ধার্মিকতার অনুশীলন করার আহ্বান করেছেন; "স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন। **অতএব**, তোমরা অবিচল থাকো" (গালাতীয় ৫:১)। ইফিষীয়দের খ্রিষ্ট যিশুতে তাদের মনোনয়নের মহান তত্ত্বটি শেখানোর পর, পৌল তাদেরকে সেই আহ্বানের যোগ্য জীবনযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন; "**অতএব**, প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, যে আহ্বান তোমরা লাভ করেছ, তার যোগ্য হয়ে জীবনযাপন করো" (ইফিষীয় ৪:১)। পৌল কলসীয়দের বলেছিলেন যে তারা মৃত এবং তাদের জীবন ঈশ্বরের মধ্যে খ্রিষ্টের সাথে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফলস্বরূপ তাদের কীভাবে জীবন যাপন করা উচিত? "**তাই** তোমাদের সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করো" (কলসীয় ৩:৫)।

পাঠ্যের বিশেষ বিশদগুলি দেখুন[10]

পাঠ্যটিতে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি চিহ্নিত করার জন্য বাইবেলের লেখকরা যে কৌশলগুলি ব্যবহার করেন তা চিনতে পারা আপনার অধ্যয়নে নতুন অন্তর্দৃষ্টি আনতে পারে। যে বিশদগুলি লক্ষ্য করবেন:

পুনরাবৃত্ত শব্দ

যখন একজন লেখক একটি শব্দকে ঘন ঘন পুনরাবৃত্ত করেন, তখন এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে নির্দেশ করে। পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে, আপনি পুনরাবৃত্ত শব্দটির সবকটি গভীর অর্থের দিকে লক্ষ্য দিতে নাও পারেন, কিন্তু আপনি শব্দটি চিহ্নিত করবেন এবং প্রশ্ন করবেন, "কেন এই শব্দটি পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে?"

---

[9] J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012), 59

[10] এই তালিকাটি J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012) থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

► নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন এবং পুনরাবৃত্ত শব্দগুলি চিহ্নিত করুন:

২ করিন্থীয় ১:৩-৭। এই অংশে *সান্ত্বনা* শব্দটি কতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে? এই অংশে পুনরাবৃত্তিটি লক্ষ্য করার সময়ে যে যে প্রশ্নগুলি আপনি করতে পারেন তার কিছু উদাহরণ:

- প্রত্যেকবার কি একইভাবে *সান্ত্বনা* কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে? (কখনো এটি একটি বিশেষ্য; কখনো একটি ক্রিয়াপদ।)
- কোন কোন পরিবর্দ্ধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? (*সকল* সান্ত্বনা; *আমাদের* সান্ত্বনা; *তোমাদের* সান্ত্বনা।)

যোহন ১৫:১-১০। এই অংশে *থাকে বা থাকো* [বাস করা অর্থে] কথাটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে? এই অংশে পুনরাবৃত্তিটি লক্ষ্য করার সময়ে যে যে প্রশ্নগুলি আপনি করতে পারেন তার কিছু উদাহরণ:

- তাঁর মধ্যে থাকার শর্তগুলি কী কী?
- এই অংশটি সতর্কতাগুলি কি প্রকাশ করে যে তাঁর মধ্যে না থাকা সম্ভব?
- তাঁর মধ্যে বাস করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলাফলগুলি কী?
- তাঁর মধ্যে থাকার আশীর্বাদগুলি কী কী?

বৈসাদৃশ্য

বহু বাইবেল লেখক মানুষ বা ধারণার মধ্যে বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেন। যখন আপনি কোনো পদের মাঝখানে *কিন্তু* শব্দটি দেখেন, মনে রাখবেন এটি দু'টি বিপরীতার্থক ধারণাকে সংযুক্ত করতে পারে। বহু হিতোপদেশই এই ধরণের বৈপরীত্য ব্যবহার করেছে।

- একজন সমালোচকের কথার উত্তর দেওয়ার দু'টি উপায় আছে: "বিনীত উত্তর ক্রোধ প্রশমিত করে, **কিন্তু** রূঢ় কথাবার্তা ক্রোধ জাগিয়ে তোলে" (হিতোপদেশ ১৫:১)।
- একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দু'টি উপায় আছে: "নেতৃত্বের অভাবে জাতির পতন হয়, **কিন্তু** উপদেশকদের সংখ্যা বেশি হলে জয় সুনিশ্চিত হয়" (হিতোপদেশ ১১:১৪)।
- দরিদ্রদের প্রতি আমাদের আচরণ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোভাবকে প্রকাশ করে: "যে দরিদ্রদের শোষণ করে সে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে অপমান করে, **কিন্তু** যে দরিদ্রদের প্রতি দয়া দেখায় সে ঈশ্বরকে সম্মানিত করে" (হিতোপদেশ 14:31)।

নতুন নিয়মের লেখকরাও বৈসাদৃশ্য ব্যবহার করেছেন। পৌল আমাদের পুরনো জীবন (অন্ধকার) এবং আমাদের নতুন জীবনকে (আলো) বিপরীত হিসেবে দেখিয়েছেন; "এক সময়ে তোমরা ছিলে অন্ধকার, কিন্তু এখন তোমরা প্রভুতে আলো …" (ইফিষীয় ৫:৮)।

১ যোহন ১:৫-৭ পদে যোহন অন্ধকার এবং আলোকে দু'ভাবে বিপরীত হিসেবে দেখিয়েছেন:

- ঈশ্বর হলেন আলো এবং তাঁর মধ্যে কোনো অন্ধকার নেই।
- আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় থাকি, তাহলে আমরা আলোয় চলব, অন্ধকারে নয়।

তুলনা

বৈসাদৃশ্য পার্থক্য দেখায়; তুলনা সাদৃশ্য দেখায়।

- “দাঁতের পক্ষে সিরকা ও চোখের পক্ষে ধোঁয়া **যেমন**, অলসরাও তাদের যারা পাঠায় তাদের পক্ষে ঠিক তেমনই” (হিতোপদেশ ১০:২৬)।
- “দূরবর্তী দেশ থেকে আসা সুসংবাদ সেই ঠান্ডা জলের **মতো**, যা পরিশ্রান্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে” (হিতোপদেশ ২৫:২৫)।

► যাকোব ৩:৩-৬ পড়ুন। জিভকে কোন তিনটি জিনিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? এই তুলনাগুলি থেকে আপনি কী শিখতে পারেন?

► হিতোপদেশ ২৬:৭-১১-র প্রতিটি পদেই *মতো* শব্দটি রয়েছে। প্রতিটি পদের জন্য তুলনাগুলি অধ্যয়ন করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি হিতোপদেশ ২৬:৭ পদের দিকে দেখেন আপনি নিজেকে বলুন: “মূর্খের মুখের হিতোপদেশ খঞ্জের অনুপযোগী পায়ের মতো হয় **কারণ....**” আপনি একজন মূর্খের বলা হিতোপদেশ এবং একজন খোঁড়া মানুষের পায়ের মধ্যে কোন মিল বা সাদৃশ্যগুলি দেখলেন?

তালিকা

আপনি যখন বাইবেল পড়েন, আপনার তখন তালিকাগুলি লক্ষ্য করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য সেগুলি অধ্যয়ন করুন।

► পাঠটিতে এগিয়ে যাওয়ার আগে, নিচের তালিকাগুলি পড়ার জন্য কিছুটা সময় নিন:

- ১ করিন্থীয় ৩:৬ পদে পৌল করিন্থে তাঁ পরিচর্যা কাজের উপাদানগুলি দেখিয়েছেন।
- ১ যোহন ২:১৬ পদে এমন কিছু জিনিসের তালিকা করে যেগুলি পিতার পরিবর্তে জগত থেকে আসে।
- গালাতীয় ৫:১৯-২১ পাপময় প্রকৃতির কাজগুলির তালিকা করে।
- গালাতীয় ৫:২২-২৩ আত্মার ফলগুলির তালিকা করে।

উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতিসমূহ

যে, যাতে, যেন ইত্যাদি শব্দগুলি সাধারণত একটি কাজের প্রেরণাকে বা কাজের ফলাফলকে বর্ণনা করে। উদ্দেশ্য এবং ফলাফলের মধ্যবর্তী সম্পর্কটি বিবেচনা করার জন্য কিছুটা সময় নিন; প্রশ্ন করুন কেন শাস্ত্র নির্দেশনা দিচ্ছে।

- “তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত,” (কেন?) “ফলধারণ **করবার** জন্য নিযুক্ত করেছি—সেই ফল যেন স্থায়ী হয়—” (যোহন ১৫:১৬)।
- “আমি তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছি ” (কেন?) “যেন আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।” (গীত ১১৯:১১)।
- “কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি আমাদের খ্রীষ্টে মনোনীত করেছিলেন” (কেন তিনি আমাদের বেছে নিয়েছিলেন?), “যেন তাঁর দৃষ্টিতে আমরা প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হতে পারি” (ইফিষীয় ১:৪)।

অন্য সময়, বিবৃতিটি দেখাবে কীভাবে উদ্দেশ্যটি সম্পন্ন হয়:

- "যুবক কেমন করে জীবনে চলার পথ বিশুদ্ধ রাখবে? তোমার বাক্য অনুযায়ী জীবনযাপন করেই রাখবে" (গীত ১১৯:৯)।
- কীভাবে আমরা জীবন সম্পর্কে আশ্বস্ত থাকতে পারি? "পবিত্র আত্মার **দ্বারা** যদি শরীরের অপকর্মগুলি ধ্বংস করো, তোমরা জীবিত থাকবে" (রোমীয় ৮:১৩)।

শর্তসাপেক্ষ শব্দসমূহ

যদি দিয়ে শুরু হওয়া কোনো বাক্য সাধারণত একটি শর্ত প্রদান করে। কোনো কোনো সময়ে পাঠকরা আশা করে যে বাইবেলের প্রতিশ্রুতিগুলি কোনোরকম শর্ত পূরণ ছাড়াই পরিপূর্ণ হবে; কিন্তু, একটি শর্তসাপেক্ষ প্রতিজ্ঞা একটি নির্দিষ্ট শর্তের পরিপূর্ণতার উপর নির্ভরশীল। এটি সাধারণত একটি শর্তসাপেক্ষ শব্দের মাধ্যমে দেখা যায়।

শর্ত: "অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে,"
ফলাফল: "সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরোনো বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে" (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।

শর্ত: "আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে,"
ফলাফল: "আমি তা পূরণ করব" (যোহন ১৪:১৪)।

আপনি পড়ার সাথে প্রার্থনাও করুন

এই চূড়ান্ত নির্দেশটি অবশ্যই সুস্পষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রার্থনার জীবন কখনোই আলাদা হওয়া উচিত নয়। বাইবেল পড়া এবং প্রার্থনা করাকে আলাদা করার অর্থ হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের দু'টি দিককে ভাগ করা।

যাকোব আমাদের আশ্বস্ত করেন যে যখন আমাদের জ্ঞানের অভাব থাকে, তখন আমরা ঈশ্বরের সাহায্য চাইতে পারি; "তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, সে ঈশ্বরের কাছে তা চাইবে, যিনি কোনও ত্রুটি না ধরে উদারভাবে সকলকে দান করে থাকেন, আর তাকে তা দেওয়া হবে" (যাকোব ১:৫)। এটি একটি চমৎকার প্রতিশ্রুতি যখন আমাদের ঈশ্বরের বাক্য বোঝার জন্য ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

গীত ১১৯ অধ্যায় প্রার্থনা এবং শাস্ত্রের মধ্যে সংযোগটি দেখায়। গীতরচয়িতা বারবার ঈশ্বরকে বলেছেন যেন তিনি তাকে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের জন্য নির্দেশনা দান করেন। একইভাবে, আমরাও আমাদের অধ্যয়নের সময় ঈশ্বরের সাহায্য চাইতে পারি।

- "আমার চোখ খুলে দাও যেন আমি তোমার নিয়মকানুনের আশ্চর্য বিষয়াদি দেখতে পাই" (গীত ১১৯:১৮)।
- "তোমার অনুশাসন আমাকে বুঝতে সাহায্য করো" (গীত ১১৯:২৭)।
- "হে সদাপ্রভু, তোমার বিধি নির্দেশিত পথে চলতে আমাকে শিক্ষা দাও" (গীত ১১৯:৩৩)।

অনেকেই শাস্ত্রের বাক্যকে প্রার্থনায় পরিণত করার শক্তি শিখেছে। এই শাস্ত্রাংশগুলিকে ব্যক্তিগত প্রার্থনায় পরিণত করার চেষ্টা করুন:

- গীত ২৩ – ঈশ্বরের নির্দেশনা এবং সুরক্ষা চাওয়ার জন্য একটি প্রার্থনা
- যিশাইয় ৪০:২৮-৩১ – ঈশ্বরের শক্তির জন্য একটি প্রার্থনা

- ফিলিপীয় ৪:৮-৯ – একটি ঈশ্বরীয় বা ধার্মিক মানসিকতার জন্য একটি প্রার্থনা

উদাহরণ: ১ যোহন ১:৫-৭ পদের উপর পর্যবেক্ষণসমূহ

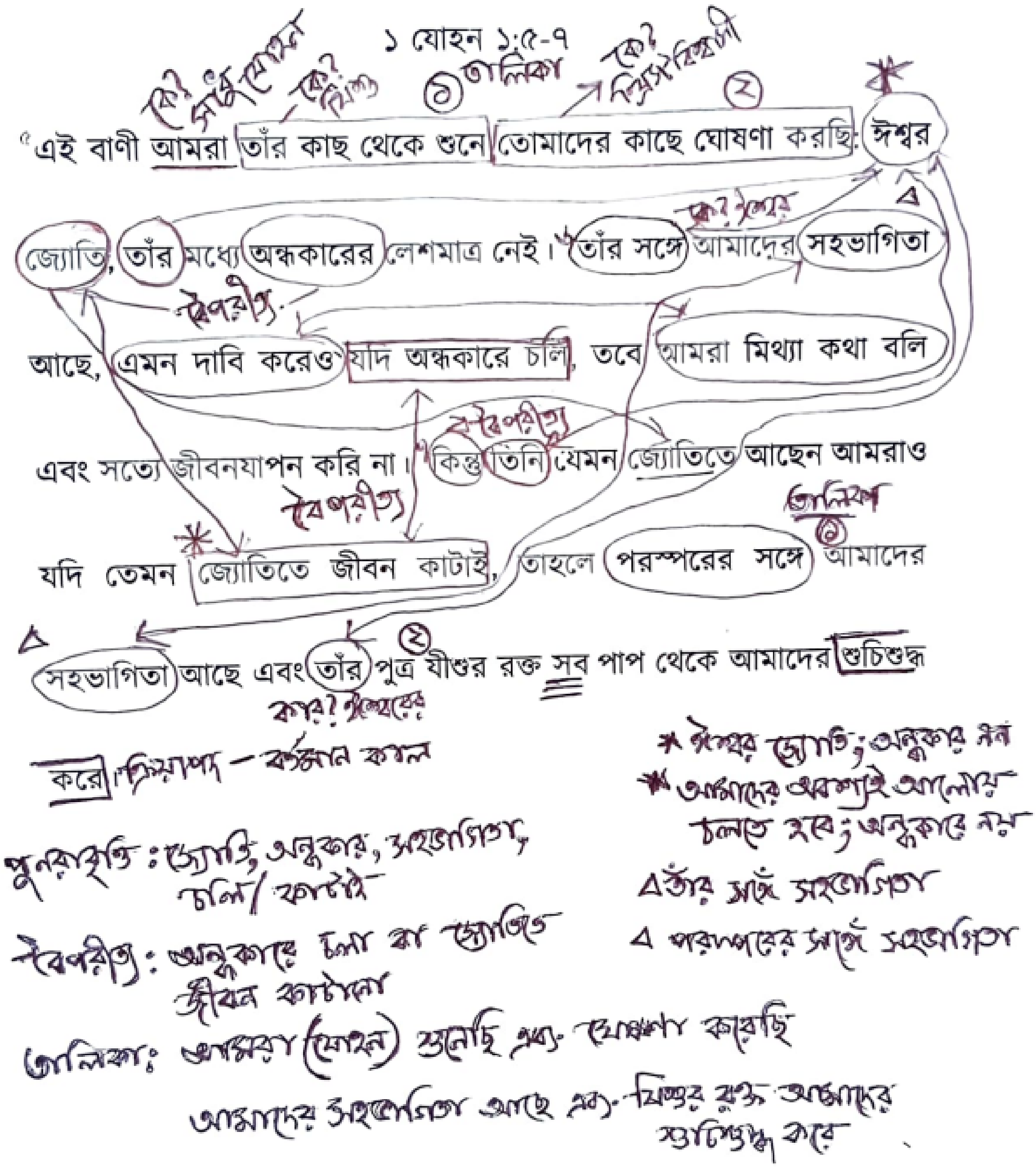

২ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) একটি একক পদ অধ্যয়নের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি শুরু করুন। পদটি থেকে যতগুলি সম্ভব প্রশ্ন করুন।

(২) আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় বাড়ানোর জন্য অন্তর্ভুক্ত ধাপসমূহ:

- বোঝার জন্য পড়ুন।
- পড়ার সাথে সাথে প্রশ্ন করুন।
    - কে?
    - কী?
    - কখন?
    - কোথায়?
    - কেন?
    - কীভাবে?
- একই অংশ বা পুস্তকটি একাধিকবার পড়ুন।
- ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন। লক্ষ্য করুন:
    - ক্রিয়াপদ
    - বিশেষ্য
    - পরিবর্দ্ধক বা ধরন নির্ণয়
    - অব্যয়
    - সংযোগকারী শব্দ
- পাঠ্যের বিশেষ বিশদগুলি দেখুন। লক্ষ্য করুন:
    - পুনরাবৃত্ত শব্দ
    - বৈসাদৃশ্য
    - তুলনা
    - তালিকা
    - উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি
    - শর্তসাপেক্ষ শব্দ
- আপনি পড়ার সাথে প্রার্থনাও করুন।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) যিহোশূয় **১:৮** পদের উপর পর্যবেক্ষণের তালিকা তৈরি করুন। একটি পরিষ্কার কাগজে পদটি লিখুন এবং তারপর প্রশ্ন করা শুরু করুন: "কে? কী? কখন? কোথায়? কেন? কীভাবে?" শেষ বিভাগে দেওয়া উদাহরণ এবং এই পাঠে দেওয়া নির্দেশিকাগুলি ব্যবহার করে যতগুলি সম্ভব পর্যবেক্ষণ লিখুন। এই পর্যায়ে আপনি পদটি ব্যাখ্যা করছেন না বা কোনো সারমনের আউটলাইন তৈরি করছেন না। আপনি কেবল পদটিতে বিশদগুলি লক্ষ্য করছেন।

(২) আরো অনুশীলনের জন্য মথি ২৮:১৮-২০ পদের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

পাঠ ৩
পর্যবেক্ষণ: বৃহত্তর বিভাগগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শাস্ত্র পড়ার সময়ে প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব বুঝতে পারা।

(২) একটি পুস্তকে যে বিশদগুলির উ পর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা বাইবেলের লেখকদের উদ্দেশ্য এবং মনোভাবের প্রতি ক্রমবর্ধমানভাবে সংবেদনশীল হয়ে ওঠা।

(৩) শাস্ত্রের বৃহত্তর বিভাগগুলির উপর পর্যবেক্ষণগুলি অনুশীলন করা।

(৪) আরো বেশি অধ্যয়নের জন্য একটি চার্টে তথ্য সংগ্রহ করা।

ভূমিকা

কিছু কিছু পড়ার কোনো গুরুত্ব থাকে না; যেমন, আমরা ভ্রমণ করার সময়ে সময় কাটানোর জন্য উপন্যাস পড়ে থাকি। কিছু কিছু পড়ার খুবই কম গুরুত্ব থাকে; যেমন, আমরা আমাদের বিশ্বের সাম্প্রতিক অবস্থা জেনে রাখার জন্য খবরের কাগজ পড়ি। কিছু কিছু পড়ার অনন্তকালীন গুরুত্ব রয়েছে; আমরা ঈশ্বরের রব শোনার জন্য বাইবেল পড়ি। পৌল লিখেছেন শাস্ত্র হল শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী (২ তিমথী ৩:১৬-১৭)। এই কারণে, আমরা ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য সতর্কভাবে বাইবেল পড়ি।

২ নং পাঠে আমরা আলাদা আলাদা পদ সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। এই পাঠে আমরা আরো বড় অনুচ্ছেদগুলি অধ্যয়ন করব। এগুলি বিভিন্ন অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, বা একটি সমগ্র পুস্তক হতে পারে। একটি ঐতিহাসিক বর্ণনায়, একটি বড় অনুচ্ছেদ একটি সমগ্র কাহিনী হতে পারে। সুসমাচার পুস্তকগুলিতে, আমরা একটি রূপক, অলৌকিক কাজ, বা সারমন অধ্যয়ন করতে পারি। একটি পত্রে, একটি বড় অংশ একটি ইউনিট হতে পারে যা একটি একক থিমের উপর ফোকাস করে।

বাইবেল প্রাথমিকভাবে অধ্যায় এবং পদে বিভক্ত ছিল না। ১৩ শতকে স্টিফেন ল্যাংটন (Stephen Langton) অধ্যয়নের সুবিধার জন্য বাইবেলকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। ১৬ শতকে রবার্ট এস্টিনি (Robert Estienne) বিভিন্ন পদে বিভক্ত করে একটি বাইবেল ছাপিয়েছিলেন। অধ্যায় এবং পদের এই বিভাগগুলি আমাদেরকে বাইবেল অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে; তবে, এগুলি সবসময়ে পাঠ্যের স্বাভাবিক বিভাগগুলির সাথে মেলে না। অধ্যায় বিভাগ অনুযায়ী আপনার অধ্যয়ন করবেন না; যুক্তিগত অনুচ্ছেদগুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যের স্বাভাবিক বিভাগ অনুসরণ করুন।

এই পাঠে আমরা একটি অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করব, এবং সেটি হল নহিমিয় ১:৪-১১। এটি আপনার ভবিষ্যতের অধ্যয়নের জন্য একটি মডেল প্রদান করবে। আমরা একটি অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি শিখব। মনে রাখবেন যে প্রত্যেক ধরণের অধ্যয়ন প্রত্যেক ধরণের পুস্তকের জন্য আদর্শ নয়। এই পাঠে আপনাকে ব্যবহারের জন্য কিছু সহায়িকা প্রদান করবে। আপনি যখন বাইবেলের একটি পুস্তক অধ্যয়ন করেন, আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, "কোন সহায়িকাটি এই পুস্তকের জন্য সেরা?"

একটি অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করা

নহিমিয় ১:৪-১১:

> এসব বিষয় শোনার পর আমি বসে কাঁদলাম এবং কয়েক দিন ধরে আমি স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে শোক করলাম এবং উপবাস ও প্রার্থনা করলাম।
>
> আর আমি বললাম: "হে সদাপ্রভু, স্বর্গের ঈশ্বর, তুমি মহান ও অসাধারণ ঈশ্বর; যারা তোমাকে প্রেম করে ও তোমার আজ্ঞাসকল পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করে থাকো, আমি তোমার দাস তোমার সামনে দিনরাত প্রার্থনা করছি ইস্রায়েলীদের জন্য যারা তোমার দাস, কৃপা করে তুমি এই প্রার্থনা শোনো ও উত্তর দাও। আমরা ইস্রায়েলীরা এমনকি আমি ও আমার পিতৃকুলের সকলে তোমার বিরুদ্ধে যে সকল পাপ করেছি তা আমি স্বীকার করছি। আমরা তোমার বিরুদ্ধে খুব অন্যায় করেছি। তোমার দাস মোশিকে তুমি যে আজ্ঞা, নিয়ম ও শাসন আদেশ দিয়েছিলে তা আমরা পালন করিনি।
>
> "তুমি তোমার দাস মোশিকে যে নির্দেশ দিয়েছিলে তা স্মরণ করো, তুমি বলেছিলে, 'তোমরা যদি অবিশ্বস্ত হও, আমি তোমাদের অন্য জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করব। কিন্তু যদি তোমরা আমার প্রতি ফেরো ও আমার আজ্ঞার বাধ্য হও, তাহলে তোমাদের বন্দিদশায় থাকা লোকেরা যদি আকাশের শেষ সীমাতেও থাকে আমি সেখান থেকে তাদের সংগ্রহ করব এবং আমার বাসস্থান হিসেবে যে জায়গা বেছে নিয়েছি সেখানে তাদের নিয়ে আসব।'
>
> "তারা তোমার দাস এবং তোমারই লোক, যাদের তুমি তোমার মহাপরাক্রমে ও শক্তিশালী হাতে মুক্ত করেছ। হে প্রভু, মিনতি করি, তোমার এই দাসের প্রার্থনাতে ও যারা তোমার নাম ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করে তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাতে কান দাও। তোমার দাসকে আজ সফলতা দাও ও এই ব্যক্তির কাছে করুণাপ্রাপ্ত করো।"
>
> আমি রাজার পানপাত্রবাহক ছিলাম।

একটি অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করার সময়ে, আমাদের সেই প্রেক্ষাপটটি নির্ধারণ করা উচিত যেটিতে অনুচ্ছেদের ঘটনাটি ঘটছে। নহিমিয় ১:৪ পদ অধ্যায়টির শুরুকে নির্দেশ করে।

> **এসব বিষয়** শোনার পর....

"এসব বিষয়" চায় যে আমরা যেন নহিমিয় **কোন কথাগুলি** শুনেছিলেন যে কারণে তার এই প্রতিক্রিয়া এসেছিল তা জানার জন্য আগের পদগুলিতে দেখি ।

নহিমিয় ১:১ পদ নহিমিয় পুস্তকের জন্য প্রেক্ষাপট প্রদান করে:

> হখলিয়ের পুত্র, নহিমিয়ের কথা: বিংশতিতম বছরের কিশ্লেব মাসে যখন আমি শূশনের রাজধানিতে ছিলাম।

২ নং পাঠে এই পদটি অধ্যয়ন করার সময়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্ন প্রদান করেছিল।

কে? "হখলিয়ের পুত্র, নহিমিয়ের"। এখানে এই পুস্তকের পরের দিকে আরেকজন নহিমিয়ের উল্লেখ আছে (নহিমিয় ৩:১৬)। পারিবারিক নাম ("হখলিয়ের পুত্র") দেখায় যে কোন নহিমিয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে।

কখন? "...বিংশতিতম বছরের কিশ্‌লেব মাসে" একটি বাইবেল অভিধান থেকে আমরা জানতে পারি যে হিব্রু মাস কিশ্‌লেব (Chislev) হল নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের সমতুল্য।[11] "*বিংশতিতম বছরের*" কথাটি আমাদেরকে খুব বেশি কিছু জানায় না, কারণ আমরা জানতে পারি না যে লেখক নহিমিয়ের জীবনের ২০তম বছরের কথা বলছেন, নাকি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ২০তম বছরের কথা বলছেন, নাকি আরো অন্যকিছু নির্দেশ করছেন। এই পর্যায়ে আমরা এই কথাটির পাশে একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) রাখতে পারি। নহিমিয় ২ অধ্যায়ে আমরা উত্তরটি জানব; "*রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বের কুড়ি বছরের নীসন মাসে*" নহিমিয় রাজা অর্তক্ষস্তের (Artaxerxes) রাজত্বের ২০তম বছরের নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে শুরু হচ্ছে।

কোথায়? নহিমিয় "শূশনের রাজধানীতে" ছিলেন। একটি বাইবেল অভিধান বা মানচিত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পারস্যে দু'টি রাজপ্রাসাদ ছিল। গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদটি ছিল এক-বাতানা নামক স্থানে। শীতকালীন রাজপ্রাসাদটি ছিল শূশনে অবস্থিত একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ। পুস্তকটি শুরু হচ্ছে যখন নহিমিয় শূশনে রাজা অর্তক্ষস্তের সঙ্গে তার শীতকালীন প্রাসাদে ছিলেন।

আপনি যদি আপনার কম্পিউটারে একটি পাঠ্য অধ্যয়ন করে থাকেন, তাহলে প্রত্যেকটি শব্দ বা বাক্যাংশের মধ্যে সম্পর্কটি দেখানোর জন্য অনুচ্ছেদটি রিফর্ম্যাট করা বা পুনরায় সাজানো সুবিধাজনক হতে পারে। অনুচ্ছেদটি (নহিমিয় ১:১) তাহলে এইরকম দেখতে লাগবে:

> হখলিয়ের পুত্র, নহিমিয়ের কথা। যখন
>   কিশ্‌লেব মাসে,
>   বিংশতিতম বছরের,
>   আমি শূশনের রাজধানিতে ছিলাম...

১ পদটি নহিমিয় পুস্তকটির জন্য বিন্যাস প্রদান করে। ২ এবং ৩ পদ নহিমিয়ের প্রার্থনার বিন্যাসটি দেখায়। যখন নহিমিয় শূশনে ছিলে, "আমার এক ভাই, হনানি , যিহূদা থেকে কয়েকজন লোককে নিয়ে এসেছিল।" নহিমিয় দু'টি বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন।

> এবং আমি তাদের জেরুশালেমে এবং সেইসব ইহুদিদের বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম যারা বন্দিদশায় নিজেরা রক্ষা পেয়েছিল।

উত্তরে, যিহূদা থেকে আসা লোকেরা দু'টি সমস্যার কথা জানিয়েছিল:

- "যে সমস্ত লোকেরা বন্দিদশা থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং যিহূদায় ফিরে এসেছে, তারা ভয়ানক সংকট ও লজ্জায় রয়েছে।"
- "যিরুশালেমের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, এবং দরজাগুলি আগুনে পুড়ে গিয়েছে।"

এটি সেই সমস্যাগুলিকে দেখায় যেগুলি নহিমিয়কে প্রার্থনা করতে প্ররোচিত করেছিল। প্রার্থনার প্রেক্ষাপটটি অধ্যয়ন করার পর, আমরা এবার প্রার্থনাটি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণগুলি শুরু করার জন্য প্রস্তুত।

---

[11] *International Standard Bible Encyclopedia*, 'Kislev', accessed October 6, 2023, https://www.studylight.org/encyclopedias/eng/isb/k/kislev.html.

একটি অনুচ্ছেদ পড়ার সময়ে কী কী দেখতে হবে

একটি অনুচ্ছেদে আপনার পর্যবেক্ষণগুলি অংশটির স্টাইল বা শৈলীর উপর নির্ভর করবে। একটি ঐতিহাসিক বর্ণনায় *কে, কী, কখন,* এবং *কোথায়*– এই জাতীয় প্রশ্নগুলি থাকবে। একটি ইশতাত্ত্বিক অংশে শিক্ষাদান সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি থাকবে।[12]

নহিমিয় ১:৫-১১ হল একটি প্রার্থনা। তার প্রার্থনায় রয়েছে:

- **প্রশংসা** (praise) "তুমি মহান ও অসাধারণ ঈশ্বর; যারা তোমাকে প্রেম করে ও তোমার আজ্ঞাসকল পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করে থাকো"
- **স্বীকারোক্তি** (Confession) "আমরা ইস্রায়েলীরা এমনকি আমি ও আমার পিতৃকুলের সকলে তোমার বিরুদ্ধে যে সকল পাপ করেছি তা আমি স্বীকার করছি"
- ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে **আবেদন** (Petition) "কিন্তু যদি তোমরা আমার প্রতি ফেরো ও … সেখান থেকে তাদের সংগ্রহ করব এবং আমার বাসস্থান হিসেবে যে জায়গা বেছে নিয়েছি সেখানে তাদের নিয়ে আসব"

এই পর্যায়ে, অনুচ্ছেদটিতে উল্লিখিত কিছু বিশিষ্ট বিশদ লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। নহিমিয়ের প্রার্থনা একটি আত্মজীবনীমূলক বিশদ দিয়ে শেষ হয়েছে: "আমি রাজার পানপাত্রবাহক ছিলাম।" এটি প্রথমে গুরুত্বহীন মনে হলেও, বর্ণনা এগোনোর সাথে সাথে এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

যদি আমরা বাইবেল অভিধানে *পানপাত্রবাহক* (cupbearer) শব্দটি অধ্যয়ন করি,[13] আমরা দেখি যে একজন পানপাত্রবাহক একজন সাধারণ দাসের চেয়ে অনেক বেশি কিছু ছিলেন; তিনি উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন এবং রাজার একজন বিশ্বাসপাত্র ছিলেন।[14]

কোন বিশদগুলি আমাদের একটি অনুচ্ছেদে দেখা উচিত? খেয়াল রাখুন:

সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট সম্পর্কসমূহ

বহু অনুচ্ছেদ একটি সাধারণ পরিদর্শন দিয়ে শুরু হয় যা তারপর নির্দিষ্ট বিশদসহ গড়ে উঠতে থাকে। এই বিশদগুলি পরবর্তী ব্যাখ্যাসহ সাধারণ বিবৃতিকে সমর্থন করে।

সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট সম্পর্কগুলি পৌলের চিঠিগুলিতে খুবই প্রচলিত। গালাতীয় ৫:১৬ আত্মার জীবনের সাথে মাংসিক জীবনের বৈসাদৃশ্য দেখায়; "তাই আমি বলি, তোমরা পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করো, তাহলে তোমরা শারীরিক লালসার অভিলাষ চরিতার্থ করবে না।" এই সাধারণ বিবৃতিটি এরপর নির্দিষ্ট বিবৃতির ক্রম দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। গালাতীয় ৫:১৯-২১ মাংসের কাজগুলিকে চিহ্নিত করে; গালাতীয় ৫:২২-২৩ আত্মার ফলকে চিহ্নিত করে।

---

[12] এই পাঠের বেশিরভাগ উপাদান J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012) পুস্তকটির ৪ নং অধ্যায় থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

[13] *Holman Bible Dictionary*, 'Cupbearer', accessed October 6, 2023, https://www.studylight.org/dictionaries/eng/hbd/c/cupbearer.html.

[14] J. D. Douglas, *New Bible Dictionary*, (2nd edition), (Wheaton: Tyndale House, 1982)

কিছু কিছু বর্ণনা – সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট – এই ধাঁচটি অনুসরণ করে। আদিপুস্তক ১ এবং ২ এই ধাঁচটি অনুসরণ করে একটি সাধারণ বিবৃতি থেকে নির্দিষ্ট বিশদগুলির পথে এগিয়েছে। এটি তিনটি ধাপে হয়েছে:

১। আদি পুস্তক ১:১ সাধারণ বিবৃতি প্রদান করে: "শুরুতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।"

২। আদিপুস্তক ১:৩-৩১ সৃষ্টির বিষয়ে আরো বেশি বিশদ প্রদান করে। প্রথমদিন, ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করেছিলেন, দ্বিতীয়দিন, ঈশ্বর আকাশমণ্ডল থেকে জলকে পৃথক করেছিলেন; ইত্যাদি।

৩। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়টি এমনকি আরো বেশি নির্দিষ্ট। কথক জগতের সাধারণ সৃষ্টি থেকে মানুষ সৃষ্টির নির্দিষ্ট দিকে এগিয়েছেন। কাহিনীটি সমগ্র বিশ্ব থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থান, এদন উদ্যানে সংকীর্ণ হয়েছে। এমনকি ঈশ্বরের জন্য নামও পরিবর্তিত হয়েছে। আদিপুস্তক ১ অধ্যায় *ঈশ্বর* [God] নামটি ব্যবহার করেছে। আদিপুস্তক ২ অধ্যায় সদাপ্রভু ঈশ্বর [Lord God] নামটি ব্যবহার করেছে, একটি ব্যক্তিগত নাম যা আদম এবং হবার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি প্রকাশ করেছে।[15]

এই প্যাটার্নটি মূলত সাধারণ থেকে নির্দিষ্টের দিকে এগোয়। এই দিকনির্দেশটি কখনো কখনো বিপরীত হয়, নির্দিষ্ট থেকে সাধারণের দিকে আসে। ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে পৌল ১-১২ পদে প্রেমের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলেছেন। এই অধ্যায়টি একটি সাধারণ বিবৃতি দিয়ে শেষ হয়েছে যা পৌলের দেওয়া শিক্ষার সারসংক্ষেপ করে: "আর এখন এই তিনটি অবশিষ্ট আছে: বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রেম। কিন্তু এদের মধ্যে প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রশ্ন এবং উত্তর বিভাগসমূহ

যখন একটি অনুচ্ছেদ একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়, প্রশ্নটি অনুচ্ছেদটির বাকি অংশের অর্থপূর্ণতাকে তুলে ধরে। এই বিন্যাসটি রোমীয় পুস্তকে খুবই প্রচলিত। যারা র্তক করে যে অনুগ্রহ পাপ করার অনুমতি দেয়, তাদের উদ্দেশ্যে পৌল প্রশ্ন করেছেন, "তাহলে, আমরা কী বলব? আমরা কি পাপ করতেই থাকব যেন অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়?" (রোমীয় ৬:১) তারপর তিনি দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে পাপের উপর বিজয়লাভে শক্তিযুক্ত করে, "কোনোমতেই নয়! আমরা পাপের পক্ষে মৃত, তাহলে কী করে আমরা আবার পাপে জীবনযাপন করব?" (রোমীয় ৬:২)

মার্ক লিখিত সুসমাচারের এই পরিকাঠামোটি অনবরত ব্যবহৃত হয়েছে। মার্ক ২:১-৩:৬- পদে পাঁচটি ঘটনা প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে। চারবার, বিরোধীরা একটি প্রশ্ন করেছে। প্রত্যেকবার যিশু একটি প্রতিরক্ষামূলক উত্তর দিয়েছেন। শেষ পর্বে যিশু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তর ফরীশীরা দিতে পারে নি। লক্ষ্য করুন কীভাবে এটি এই বড় বিভাগটিতে একটি পরিকাঠামো প্রদান করেছে। এটি বাদ দিয়ে, আমরা পাঁচটি আলাদা আলাদা কাহিনী পড়ি। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে পরিকাঠামোটি প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তখন পাঁচটি কাহিনী মনুষ্যপুত্রের মশীহ সংক্রান্ত কর্তৃত্বের একটি সাক্ষ্য প্রদান করে।

১। একজন পক্ষাঘাতী ব্যক্তির সুস্থতা (মার্ক ২:১-১২)

প্রশ্ন: "কেবলমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?"
উত্তর: যিশু পক্ষাঘাতী ব্যক্তিকে সুস্থ করে তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

[15] হিব্রু নাম *এলোহিম* [*Elohim*] বাংলা বাইবেলে ঈশ্বর হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে; এটি একটি বিশ্বজনীন, রাজকীয় নাম। হিব্রু নাম যিহোভা [*Yahweh*] বাংলা বাইবেলে সদাপ্রভু হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে; এটি একটি ব্যক্তিগত নাম যা যাত্রাপুস্তক ৩:১৪ পদে প্রকাশিত হয়েছে।

২। পাপীদের সাথে ভোজন (মার্ক ২:১৩-১৭)

প্রশ্ন: “তিনি এইসব কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে বসে কেন খাওয়াদাওয়া করেন?”
উত্তর: “আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি”

৩। উপবাস (মার্ক ২:১৮-২২)

প্রশ্ন: “যোহন আর ফরিশীদের শিষ্যেরা উপোস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা করে না, এ কেমন কথা?”
উত্তর: “যতদিন বর তাদের সঙ্গে থাকবে ততদিন তারা তা করতে পারবে না”

৪। বিশ্রামবারের বিধি (মার্ক ২:২৩-২৮)

প্রশ্ন: “আচ্ছা, বিশ্রামদিনে যা করা বিধিসংগত নয়, তা আপনার শিষ্যেরা করছে কেন? ”
উত্তর: “মনুষ্যপুত্রই হলেন বিশ্রামদিনের প্রভু”

৫। বিশ্রামবারে সুস্থতা (মার্ক ৩:১-৬)

প্রশ্ন: “বিশ্রামদিনে কী করা ন্যায়সংগত, ভালো কাজ করা, না মন্দ কাজ করা?”
উত্তর: যিশুর বিরোধীরা চুপ ছিল।

সংলাপ বা কথোপকথন

সুসমাচার পুস্তকগুলি সাধারণত যিশু এবং তাঁর চারপাশের লোকেদের মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথনকে তুলে ধরে। আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করার মাধ্যমে যিশুর শিক্ষাদানের ব্যাপারে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি:

- এই সংলাপে অংশগ্রহণকারী কারা?
- কোন দর্শকরা কথোপকথনটি শুনছে? কীভাবে তারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে?
- কোন বিরোধিতা বা পরিস্থিতি এই সংলাপটির কারণ?

মথি ২১: ২৩-২২:৪৬ পদে যিশু এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সংলাপের একটি সিরিজ বা ক্রম দেখা যায়। প্রতিটি দলই যিশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য সাজানো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।

- প্রথমত, ধর্মীয় নেতারা তাঁর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল (মথি ২১:২৩-৪৬)।
- ফরিশী এবং হেরোদীয়রা (একে অপরের চরম শত্রু) কর সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য একসাথে জোট বেঁধেছিল (মথি ২২:১৫-২২)।
- সদ্দূকীরা (যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত না) পুনরুত্থান পরবর্তী বিবাহ নিয়ে একটি প্রশ্ন করেছিল (মথি ২২:২৩-৩২)।
- ফরিশীরা দশ আজ্ঞা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন নিয়ে আবার চেষ্টা করেছিল (মথি ২২;৩৪-৪০)।
- অবশেষে, যিশু তাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এই দ্বন্দ্ব শেষ করেছিলেন যার উত্তর তারা দিতে পারেনি (মথি ২২:৪১-৪৬)।

জনগণ দেখছিল যে প্রত্যেকটি দল যিশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিল, এবং তারা দেখছিল যে যিশু প্রত্যেকজন প্রশ্নকারীকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। "সকলে যখন একথা শুনল, তারা তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল" (মথি ২২:৩৩)।

ইয়োবের পুস্তকে সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ। এই পুস্তকে ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে, ইয়োব এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যে, ইয়োব এবং ঈশ্বরের মধ্যে কথোপকথন উল্লিখিত হয়েছে।

সমগ্র হবক্কূক পুস্তকে ভাববাদী এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি সংলাপ রয়েছে। বইটি এইভাবে পরিগঠিত হয়েছে:

হবক্কূকের প্রশ্ন: কেন ঈশ্বর যিহূদার পাপ সহ্য করছেন (১:১-৪)?
ঈশ্বরের উত্তর: ব্যাবিলন যিহূদাকে পরাস্ত করবে (১:৫-১১)।

হবক্কূকের প্রশ্ন: কীভাবে ঈশ্বর দুর্নীতিবাজ ব্যবিলনকে যিহূদার বিচারের জন্য ব্যবহার করবেন (১:১২-২:১)?
ঈশ্বরের উত্তর: হবক্কূককে অবশ্যই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস দ্বারা বাঁচতে হবে (২:২-২০)।

আবেগজনিত ভাব

আবেগজনিত ভাব সেই সমস্ত আবেগের দিকে নির্দেশ করে যা লেখক প্রকাশ করছেন। শাস্ত্র কেবল বস্তুভিত্তিক তথ্য নয়; এটি এক প্রেমময় ঈশ্বর এবং তাঁর তৈরি করা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের কাহিনী। এই ধরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাথে আবেগ জড়িত। সতর্ক পাঠকদের লেখকের আবেগের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

কোনো অনুচ্ছেদের আবেগজনক ভাবটি বোঝার জন্য, প্রতিটি শব্দ লক্ষ্য করুন যেগুলি আবেগ (আনন্দ, তিরস্কার বা কান্না) বা সম্পর্ক (পিতা, পুত্র, কন্যা) প্রকাশ করে। লেখক এবং বর্ণিত চরিত্রদের আত্মা বা মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করুন।

► ফিলিপীয় ১:১-৮ এবং গালাতীয় ১:১-৯ পড়ুন। প্রতিটি অংশের আবেগজনক ভাবটি কী? এই ভূমিকাগুলি থেকে, আপনি ফিলিপীয় মন্ডলী এবং গালাতিয়ার মন্ডলীর সাথে পৌলের সম্পর্কের ব্যাপারে কী অনুমান করতে পারেন?

একটি সমগ্র পুস্তক পড়ার সময় কী কী দেখতে হবে

আমরা যখন একটি সমগ্র পুস্তক পড়ি, তখন আমরা পুস্তকটির পরিকাঠামো এবং মূল বিষয়গুলির দিকে দেখি। এই পর্যায়ে যেগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা হল:

যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে

আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণের দ্বারা বুঝতে পারি যে একটি পুস্তকে কোন বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে:

স্থানের পরিমাণ

একটি পুস্তকে কোনো বিষয়ের উপরে দেওয়া স্থানের পরিমাণ দেখায় যে লেখকের কাছে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ। আদিপুস্তকে চারজন ব্যক্তিকে (অব্রাহাম, ইসাহাক, যাকোব, এবং যোষেফ) ১২-৫০ অধ্যায়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এটিকে সমগ্র সৃষ্টি, পতন, প্লাবন, এবং ব্যাবিলনের মিনারের কাহিনী তুলে ধরার জন্য কেবল ১১টি অধ্যায় ব্যবহারের সাথে তুলনা করা হয়। পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে এই বিশদ লক্ষ্য করলে তা ব্যাখ্যা পর্যায়ে আমাদেরকে "কেন?" জানার জন্য প্রস্তুত করবে।

নহিমিয় পুস্তকটি পড়ার সময়ে, আমরা লক্ষ্য করি যে পুস্তকটিতে প্রার্থনা হল কেন্দ্রবিন্দু। নহিমিয়ের জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তিনি প্রার্থনা করেছেন। এটি লক্ষ্য করলে আমরা নহিমিয় চরিত্রটি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রস্তুত হই।

বিবৃত উদ্দেশ্য

কিছু কিছু পুস্তকে, লেখক আমাদেরকে লেখার উদ্দেশ্যটি জানিয়েছেন। হিতোপদেশ পুস্তকটি এই জ্ঞান-সংকলন লেখার ক্ষেত্রে শলোমনের একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়েছে (হিতোপদেশ ১:২-৬)। যোহন লিখিত সুসমাচার তার উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে: "যেন তোমরা বিশ্বাস করো যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর নামে জীবন লাভ করো" (যোহন ২০:৩১)।

উপাদানের ক্রম

ঐতিহাসিক বর্ণনায়, উপাদানের ক্রম লেখকের উদ্দেশ্য তুলে ধরতে পারে। ২ শমূয়েল ১-১০ দায়ূদের বিজয়ী শাসনের কাহিনী বলে। ২ শমূয়েল ১১ বৎশেবার সাথে দায়ূদের পাপের কাহিনী তুলে ধরে। সেখান থেকে, ২ শমূয়েল দায়ূদের রাজ্যে আসা সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে। ২ শমূয়েলের লেখক দেখান যে এই সমস্যাগুলি ছিল দায়ূদের পাপের জন্য ঈশ্বরের বিচার।

নহিমিয় তিনটি বড় বিভাগে বিভক্ত। নহিমিয় ১-৬ অধ্যায়ে নহিমিয় নগরের প্রাচীর গঠন করছেন। নহিমিয় ৭-১২ যিরুশালেমে ফিরে আসা নির্বাসিতদের তালিকা করে এবং চুক্তির পুনর্নবীকরণের বর্ণনা দেয়। নহিমিয় ১৩ যিরুশালেমে নহিমিয়ের দ্বিতীয়বার ফিরে আসার পরে যে সমস্যাগুলি ঘটেছিল তার সমাধান করে। এই ক্রমটি দেখায় যে প্রাচীরগুলির দৃশ্যমান পুনর্নির্মাণই যথেষ্ট ছিল না; যে মূল সমস্যাগুলি নির্বাসনের দিকে পরিচালিত করেছিল, সেগুলি মোকাবেলা করার জন্য যিহূদার একটি আত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন ছিল।

যেগুলি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে

পুনরাবৃত্তি হল বাইবেলের একজন লেখকের উপাদানের উপর জোর দেওয়ার অন্যতম উপায়।

পুনরাবৃত্ত শব্দ বা বাক্যাংশ

সমগ্র নহিমিয় পুস্তকটি জুড়ে *স্মরণ করো* কথাটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নহিমিয় ঈশ্বরকে বলেছিলেন, "তুমি তোমার দাস মোশিকে যে নির্দেশ দিয়েছিলে তা স্মরণ করো" (নহিমিয় ১:৮)। যখন যিরুশালেমে লোকেরা ভয় পেয়েছিল, নহিমিয় তাদের বলেছিলেন, "মহান ও ভয়ংকরপ্রভুকে স্মরণ করো" (নহিমিয় ৪:১৪)। তিনবার নহিমিয় প্রার্থনা করেছেন যেন ঈশ্বর তাঁকে এবং তাঁর বিশ্বস্ততা স্মরণে রাখেন। নহিমিয়ের কাছে স্মৃতি গুরুত্বপূর্ণ; অতীতে ঈশ্বর যা করেছেন তা ভবিষ্যতে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রতি আত্মবিশ্বাস প্রদান করেছে।

► গীত ১১৯:১-৩২ পড়ুন। প্রতিটি পদ কিছু শব্দ ব্যবহার করেছে যা ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝায়। এখান থেকে, একটি তালিকা তৈরি করুন যা ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্বের ব্যাপারে গীতরচক কী বিশ্বাস করে তা দেখায়।

পুনরাবির্ভূত চরিত্র

বার্ণবা প্রেরিত পুস্তকটি জুড়ে মূল বিষয়গুলিতে বারবার এসেছেন। যতবার বার্ণবার উল্লেখ হয়েছে, তিনি তার ডাকনামে উল্লিখিত হয়েছেন, "উৎসাহের সন্তান" (প্রেরিত ৪:৩৬)। বার্ণবা শৌলকে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে আসেন এবং শৌলের রূপান্তরের

সত্যতার সাক্ষ্য দেন (প্রেরিত ৯:২৭)। শৌলের সাথে বার্ণবা আন্তিয়খে মন্ডলী গড়ে তোলেন (প্রেরিত ১১:২২-২৬)। পৌলের সন্দেহ সত্ত্বেও বার্ণবা জন মার্কের মতো একজন অপরিপক্ক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেন (প্রেরিত ১২:২৫ এবং প্রেরিত ১৫:৩৬-৩৯)। প্রেরিত পুস্তকে বার্ণবার বারংবার উপস্থিতি দেখায় কীভাবে প্রথম শতকের মন্ডলী বিশ্বাসীদের শিষ্য করার কাজে যিশুর আদেশ পালন করেছিল।

পুনরাবৃত্ত ঘটনা বা পরিস্থিতিসমূহ

বিচারকর্তৃগণ পুস্তকটিতে একাধিক কাহিনীর সিরিজ রয়েছে যা দেখায় যে, যিহোশূয়ের নেতৃত্বে জয় থেকে শুরু করে সামাজিক বিশৃঙ্খলার দিকে ইস্রায়েলের পতন হয়েছিল। সাতবার একটি চক্র পুনরাবৃত্ত হয়েছে যেখানে ইস্রায়েলের সন্তানরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করেছিল এবং তাদের শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। প্রতিবার ঈশ্বর একজন বিচারককে উত্থাপন করেছিলেন, যিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন। এই পুনরাবৃত্ত কাহিনী জাতির অদম্য পতনকে তুলে ধরে।

দিক পরিবর্তন

দিকের পরিবর্তন হল লেখক যে বিষয়ে জোর দিতে চান তার পরিবর্তন। উদাহরণস্বরূপ, পৌলের পত্রগুলি সাধারণত পুস্তকগুলির মাঝখানে দিক পরিবর্তন করে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যা করেছেন তার উপর জোর দিয়ে ইফিষীয় পত্রটি শুরু হয়েছে; ইফিষীয় পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগটি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে ঈশ্বরের লোকেদের কী করতে হবে তার উপর জোর দেয়।

ইফিষীয় ১-৩ অধ্যায় বর্ণনামূলক ক্রিয়াপদগুলি দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য কী করেছেন। ঈশ্বর:

- আমাদের আশীর্বাদ করেছেন (ইফিষীয় ১:৩, ৬)
- আমাদের মনোনীত করেছেন (ইফিষীয় ১:৪)
- আমাদের জন্য পরিত্রাণের পরিকল্পনা করেছেন (ইফিষীয় ১:৫)

ইফিষীয় ৪:১ পদের শুরুতে, পৌল আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণমূলক কাজের যোগ্যভাবে জীবনযাপন করার জন্য বিশ্বাসীর দায়িত্ব উল্লেখ করেছেন। ইফিষীয় ৪-৬ অধ্যায়ে বহু ক্রিয়াপদই অনুজ্ঞাসূচক বা উপদেশমূলক। পৌল আমাদেরকে নিম্নিলিখিত আদেশগুলি দিয়েছেন:

- সত্য কথা বলো (ইফিষীয় ৪:২৫)
- পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না (ইফিষীয় ৪:৩০)
- প্রেমে জীবন যাপন করো (ইফিষীয় ৫:২)
- সতর্কভাবে জীবন যাপন করো (ইফিষীয় ৫:১৫)
- নিজের বাবা-মা'কে সম্মান করো (ইফিষীয় ৬:২)
- ঈশ্বরের যুদ্ধসাজ পরিধান করো (ইফিষীয় ৬:১১)

ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছেন তা থেকে তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যুত্তর হিসেবে কীভাবে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে – সেই দিক পরিবর্তনটি ক্রিয়াপদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সূক্ষ্মভাবে এই পরিবর্তনগুলির পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে ইফিষীয়তে পৌলের বার্তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার কাজে প্রস্তুত করবে।

সাহিত্যগত পরিকাঠামো

যদিও একটি পুস্তকের বহু আলদা আলাদা বিন্যাস পদ্ধতি থাকে, তবে তিন ধরণের সাহিত্যিক পরিকাঠামো সহজে বুঝতে পারা যায়।[16]

জীবনীমূলক পরিকাঠামো

ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ঘিরে গড়ে ওঠে। কাহিনীটি একজন ব্যক্তির জীবনের ঘটনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন:

আদিপুস্তক ১২-৫০: চারজন মহান ব্যক্তি	
অধ্যায়	**ব্যক্তি**
আদিপুস্তক ১২-২৫	অব্রাহাম
আদিপুস্তক ২৫-২৬	ইসাহাক
আদিপুস্তক ২৭-৩৬	যাকোব
আদিপুস্তক ৩৭-৫০	যোষেফ

১ এবং ২ শমূয়েল ইস্রায়েলের প্রথম দুই রাজা, শৌল এবং দায়ূদের উত্থান এবং পতনের বিষয়ে লেখা হয়েছে।

১ ও ২ শমূয়েল: ইস্রায়েলের প্রথম দুই রাজা	
অধ্যায়	**রাজাদের উত্থান/পতন**
১ শমূয়েল ১-৮	ভাববাদী শমূয়েল
১ শমূয়েল ৯-১২	শৌলের উত্থান
১ শমূয়েল ১৩-৩১	শৌলের পতন এবং দায়ূদের উত্থান
২ শমূয়েল ১-১০	দায়ূদের সাফল্য
২ শমূয়েল ১১-২৪	দায়ূদের কষ্টভোগ

[16] এই উপাদানটি Howard G. Hendricks and William D. Hendricks, *Living By the Book* (Chicago: Moody Publishers, 2007) পুস্তকের ১৫ নং অধ্যায় থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে।

ভৌগোলিক পরিকাঠামো

কিছু কিছু পুস্তকের ক্ষেত্রে ভূগোল একটি পরিকাঠামো প্রদান করে। বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে যেভাবে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে, সেই অনুযায়ী কাহিনীটি এগোয়। একটি বাইবেল মানচিত্র এই বইগুলির পরিকাঠামোগত রূপরেখায় সাহায্য করবে।

যাত্রাপুস্তক: ইস্রায়েলের যাত্রা	
শাস্ত্রাংশ	**অবস্থান**
যাত্রাপুস্তক ১:১—৩:১৬	মিশরে ইস্রায়েল
যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭—১৮:২৭	মরুভূমিতে ইস্রায়েল
যাত্রাপুস্তক ১৯—৪০	সীনয় পর্বতে ইস্রায়েল

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে "জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত" তাঁর সাক্ষী হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১:৮)। প্রেরিত পুস্তকে প্রথম শতকের মন্ডলীর এই আদেশ পরিপূরণের কাহিনী বর্ণনা করে।

প্রেরিত: জগতে সুসমাচার প্রচার	
অধ্যায়	**অবস্থান**
প্রেরিত ১-৭	যিরুশালেম
প্রেরিত ৮-১২	যিহূদিয়া এবং শমরিয়া
প্রেরিত ১৩-২৮	পৃথিবীর শেষ

ঐতিহাসিক বা সময়ভিত্তিক পরিকাঠামো

কিছু পুস্তক সাধারণত সময়ভিত্তিক ক্রমে মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে ঘিরে পরিগঠিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি পুস্তকটির একটি পর্যালোচনা প্রদান করে।

যিহোশূয় পুস্তকটি কনানের বিজয় এবং নিষ্পত্তি বা মীমাংসার ব্যাপারটি তুলে ধরে। যিহোশূয় পুস্তকটির পরিকাঠামো বিজয়ের প্রাথমিক ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করে।

- কনান অতিক্রম (যিহোশূয় ১-৫)
- যিরীহো দখল (যিহোশূয় ৬)
- অয় নগরে পরাজয় (যিহোশূয় ৭-৮)
- শিখিমে মৈত্রীচুক্তি (covenant) পুনর্নবীকরণ (যিহোশূয় ৯)
- দক্ষিণের নগরগুলির উপর জয়লাভ (যিহোশূয় ১০)
- উত্তরের নগরগুলির উপর জয়লাভ (যিহোশূয় ১১-১২)

- দেশের বিভাগ এবং নিষ্পত্তি (যিহোশূয় ১৩-২৩)
- শিখিমে নিয়মচুক্তির পুনর্নবীকরণ (যিহোশূয় ২৪)

যোহনের সুসমাচার লেখার উদ্দেশ্য তার পুস্তকের শেষে উল্লিখিত হয়েছে। "যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্নকাজ করেছিলেন, সে সমস্ত এই বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু এ সমস্ত এজন্য লিখে রাখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস করো যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর নামে জীবন লাভ করো।" (যোহন ২০:৩০-৩১)। যোহনের সুসমাচার সাতটি অলৌকিক কাজকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে যা তার উদ্দেশ্যকে পূরণ করে। এই সাতটি চিহ্ন সমগ্র পুস্তকটির একটি পরিকাঠামো প্রদান করে:

- জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা (যোহন ২:১-১২)
- এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ছেলের সুস্থতা (যোহন ৪:৪৬-৫৪)
- বেথেসেদায় এক ব্যক্তির সুস্থতা (যোহন ৫:১-৪৭)
- ৫,০০০ লোককে খাওয়ানো (যোহন ৬:১-৪)
- জলের উপরে হাঁটা (যোহন ৬:১৫-২১)
- জন্ম থেকে অন্ধ এক ব্যক্তির সুস্থতা (যোহন ৯:১-৪১)
- মৃত লাসারকে জীবনদান (যোহন ১১:১-৫৭)
- যিশুর পুনরুত্থান (যোহন ২০:১-৩১)

বড় চিত্রটি দেখা

এই পর্যন্ত, আমরা বিভিন্ন পদ, বড় অনুচ্ছেদ, এবং সমগ্র পুস্তকের বিভিন্ন বিশদ পর্যবেক্ষণ করেছি।[17] পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে চূড়ান্ত ধাপটি হল এই সমস্ত পর্যবেক্ষণকে এমন একটি ফরম্যাটে বা আকারে সাজানো যেটি ব্যবহার করা সহজ। এটি করার অন্যতম সেরা উপায় হল একটি সারসংক্ষেপ ধরণের চার্টে উপাদানগুলিকে রাখা। এটি শাস্ত্রের বড় বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগ দেখায়। এছাড়াও এটি বাইবেল অধ্যয়নের ব্যাখ্যা পর্যায়ের জন্য প্রস্তুতিতে একটি সুস্পষ্ট সারসংক্ষেপ প্রদান করবে।

এই চার্ট সাজানোর অনেক রকম আলদা আলাদা পদ্ধতি আছে। একটি চার্টে অন্তর্ভুক্ত করা বিভিন্ন ক্যাটাগরি বা বিভাগ আপনার অধ্যয়ন করা অংশের ধরণের উপর নির্ভর করবে। এই বিভাগে, বাইবেল অধ্যয়নে একটি চার্ট কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা দেখানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের চার্ট ব্যবহার করব।

সম্পর্কিত ঘটনাগুলির একটি সিরিজের চার্ট প্রস্তুতি

এটি আগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে অধ্যায় বিভাগগুলি সর্বদা একটি পুস্তকের পরিকাঠামোর সমান্তরাল হয় না। এমন একটি চার্ট যেখানে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়, তা একাধিক অধ্যায় জুড়ে ঘটনাক্রমের ঐক্য দেখাতে পারে। এটি সাধারণত ঘটনাগুলির মধ্যে তুলনা বা বৈপরীত্য দেখায়।

মার্ক ৪:৩৫—মার্ক ৫:৪২ চারটি অলৌকিক কাজের একটি ক্রম বা সিরিজকে উপস্থাপন করে। যদি আপনি এই চারটি কাহিনীকে তুলনা করেন, আপনি দেখবেন যে কাহিনীগুলি ঝড়ের মধ্যে যিশুর শিষ্যদের বিশ্বাসের অভাব এবং কিছু অপ্রত্যাশিত মানুষের

[17] এই বিভাগের উপাদানটি Howard G. Hendricks and William D. Hendricks, *Living By the Book* (Chicago: Moody Publishers, 2007) পুস্তকের ২৪-২৫ নং অধ্যায় অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

বিশ্বাসের মধ্যে একটি তুলনা দেখাচ্ছে: একটি মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তি, একজন রক্তজনিত সমস্যায় ভুক্তভোগী নারী, এবং সমাজভবনের অধ্যক্ষ। মার্ক দেখিয়েছেন যে শিষ্যরা মহান বিশ্বাসের এই সবকটি কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী। এক এক করে এই চারটি কাহিনী দেখুন:

চারটি অলৌকিক কাজ		
অলৌকিক কাজ	**কাহিনীর চরিত্র**	**বিশ্বাসের ভূমিকা**
ঝড় থামানো	• যিশু • শিষ্যরা	শিষ্যদের কোনো বিশ্বাস ছিল না (৪:৪০)।
মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করা	• যিশু • মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তি • এলাকাবাসী • শিষ্যরা (লক্ষ্য করছিল)	• সেই ব্যক্তি যিশুর আরাধনা করে (৫:৬) এবং যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় (৫:১৮-২০)। • এলাকাবাসী যিশুকে প্রত্যাখ্যান করে (৫:১০)।
রক্তস্রাবের ব্যাধিগ্রস্থ নারীকে সুস্থ করা	• যিশু • সেই নারী • শিষ্যরা (লক্ষ্য করছিল)	এই নারীটির বিশ্বাস আছে এবং সে যিশুকে স্পর্শ করার উদ্যোগ নিয়েছে (৫:২৮, ৩৪)।
যায়ীরের মেয়েকে উত্থাপন করা	• যিশু • যায়ীর এবং তার মেয়ে • শোকগ্রস্থ লোকজন • পিতর, যাকোব, এবং যোহন	যায়ীরের বিশ্বাস আছে (৫:২৩)।

আপনার পালা

মথি ১৩:১-২৩ পদের উপর ভিত্তি করে একটি চার্ট তৈরি করুন।

১। কাহিনীটি তিনবার পড়ুন।

২। আপনি যতগুলি পর্যবেক্ষণ খুঁজে পাচ্ছেন তা চিহ্নিত করুন।

৩। রূপকটির প্রাথমিক ধারণাগুলি দিয়ে চার্টটি পূরণ করুন।

মনে রাখবেন, চার্টটি তৈরি করা মূল উদ্দেশ্য নয়; চার্টটি হল ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার এবং তা আপনার জীবনের প্রয়োগ করতে সাহায্য করার জন্য উপাদান। বাইবেল অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হল পরিবর্তন বা রূপান্তর। এই রূপক কাহিনীটি অধ্যয়ন

করার সময়ে প্রশ্ন করুন, “আমি কোন ধরণের জমি? আমি কি আমার জীবনে ফল উৎপাদনের জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে অনুমতি দিচ্ছি?”

মথি ১৩:১-২৩ – জমির রূপক			
জমির ধরণ	**বৃদ্ধি**	**বৃদ্ধিতে বাধাসমূহ**	**ফলাফল**
পথের ধার	কোনো বৃদ্ধি নেই – বীজ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।	সত্য বোঝার অভাব। মাটি খুবই কঠিন।	কোনো ফল নেই

আপনার পালা

মার্ক ৫:২১-৪৩ পড়ুন। এটি হল একটি কাহিনী যেখানে দুটি অলৌকিক কাজ আছে। রক্তস্রাবের ব্যাধিগ্রস্থ নারীর কাহিনীটি যায়ীর এবং মেয়ের কাহিনীটিকে বাধাগ্রস্থ করেছে। এই দুটি কাহিনীর মধ্যে তুলনা এবং বৈপরীত্যগুলি কী কী? পরিকাঠামোটি অনেকটা এরকম:

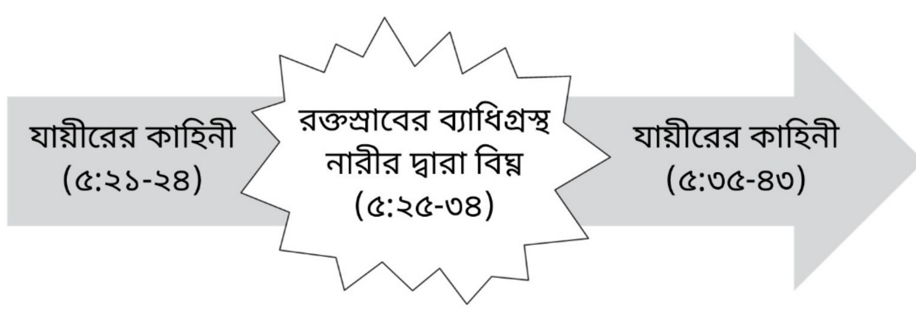

মার্ক ৫:২১-৪৩: তুলনা এবং বৈপরীত্য		
	যায়ীর	**রক্তস্রাবের ব্যাধিগ্রস্থ নারী**
তুলনা	মহান বিশ্বাস প্রকাশ করে	মহান বিশ্বাস প্রকাশ করে
বৈপরীত্য	একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি	একজন পদমর্যাদাহীন নারী
	প্রকাশ্যে যিশুর কাছে আসেন	গোপনে যিশুর কাছে আসেন

একটি সমগ্র পুস্তকের চার্ট প্রস্তুতি

একটি সমগ্র পুস্তকের সারসংক্ষেপ করার ক্ষেত্রে একটি চার্ট সহায়ক হতে পারে। এটি পুস্তকটির একটি বড় চিত্রকে তুলে ধরে। একটি চার্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে, সমগ্র পুস্তকটি বেশ কয়েকবার পড়ুন। বড় বিভাগগুলি দেখুন। আপনার পড়ার সময়ে,সমস্ত পুনরাবৃত্ত শব্দ, প্রশ্ন ও উত্তর, এবং অন্যান্য সম্পর্ক যা পুস্তকটির পরিকাঠামোকে তুলে ধরে, সেগুলিকে চিহ্নিত করুন।

১ পিতরের উপর একটি অধ্যয়ন – কষ্টভোগের মধ্যে থাকা পবিত্রজনদের জন্য উৎসাহ		
পরিত্রাণ (১:১-২:১০)	**সমর্পণ (২:১১-৩:১২)**	**কষ্টভোগ (৩:১৩-৫:১১)**
• পরিত্রাণের সুবিধাসমূহ (১:২-১২) • পরিত্রাণের উপাদান (১:১৩-২৫) • পরিত্রাণের প্রক্রিয়া (২:১-১০)	• কর্তৃপক্ষের কাছে (২:১৩-২৫) • পরিবারের কাছে (৩:১-১২)	• একজন নাগরিক হিসেবে (৩:১৩-৪:৬) • একজন বিশ্বাসী হিসেবে (৪:৭-১৯) • একজন মেষপালক হিসেবে (৫:১-১১)
খ্রিষ্টবিশ্বাসীর গন্তব্য	**খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কর্তব্য**	**খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নিয়মানুবর্তিতা**

উৎসাহ ১ পিতরের তিনটি বড় বিভাগ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমরা কখনোই কষ্টভোগ বুঝব না (৩:১৩-৫:১১) যতক্ষণ না আমরা পিতার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করছি (২:১১-৩:১২); আমরা ততক্ষণ পিতার কাছে সমর্পণ করতে পারব না যতক্ষণ না আমরা তাঁর পরিত্রাণের শক্তি জানতে পারছি (১:১-২:১০)।

আপনার পালা

ইফিষীয় পত্রের উপর একটি চার্ট তৈরি করুন। এই চার্টটি আপনাকে পৌলের চিঠিতে চারটি থিম বা বিষয়বস্তু খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। একটা উদাহরণ দেওয়া হল। আপনার হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করুন:

- প্রত্যেকটি থিমের মধ্যে সম্পর্কটি কী?
- এই থিমগুলির মধ্যে কোনোটি কি অন্যগুলির চেয়ে বেশি প্রভাবশালী?
- কীভাবে প্রত্যেকটি থিম পুস্তকটির সমগ্র পরিকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত?

থিম	এই থিমভিত্তিক পদসমূহ	পৌলের শিক্ষার সারসংক্ষেপ
অনুগ্রহ		
শয়তান	২:১-২	
আমাদের পথচলা		
প্রার্থনা		

৩ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) একটি অনুচ্ছেদ এবং তারপর একটি সমগ্র পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যান। পবিত্র বাইবেল প্রকৃতভাবে অধ্যায় এবং পদে বিভক্ত ছিল না। আপনি অবশ্যই নিশ্চিত থাকুন যে আপনি আপনার পর্যবেক্ষণে পাঠ্যের (text) স্বাভাবিক বিভাগ অনুসরণ করছেন।

(২) একটি অনুচ্ছেদ পড়ার সময়ে যেগুলি লক্ষ্য করবেন:

- সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট সম্পর্কসমূহ
- প্রশ্ন এবং উত্তর বিভাগসমূহ
- সংলাপ বা কথোপকথন
- আবেগজনিত ভাব

(৩) একটি সমগ্র পুস্তক পড়ার সময়ে যেগুলি লক্ষ্য করবেন:

- যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাপেক্ষে জোর দিতে পারেন:
    - স্থানের পরিমাণ
    - বিবৃত উদ্দেশ্য
    - উপাদানের ক্রম
- যেগুলি পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে।
    - পুনরাবৃত্ত শব্দ বা বাক্যাংশ
    - পুনরাবৃত্ত চরিত্র
    - পুনরাবৃত্ত ঘটনা বা পরিস্থিতি
- দিক পরিবর্তন
- সাহিত্যগত পরিকাঠামো
    - জীবনীমূলক পরিকাঠামো
    - ভৌগোলিক পরিকাঠামো
    - ঐতিহাসিক বা সময়ভিত্তিক পরিকাঠামো

(৪) শাস্ত্রের একটি বিভাগ বা একটি সমগ্র পুস্তকের উপর একটি চার্ট প্রস্তুত করা পরিকাঠামোটিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে।

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

১ নং পাঠে আপনি এই কোর্সে অধ্যয়ন করার জন্য শাস্ত্রের একটি অংশ নির্বাচন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে দেওয়া ধাপগুলি অনুসরণ করে আপনার নির্বাচিত শাস্ত্রাংশটির উপর যতগুলি সম্ভব পর্যবেক্ষণ তৈরি করুন। মনে রাখবেন, আপনি এখন কোনো পদ ব্যাখ্যা করছেন না বা কোনো সারমনের আউটলাইন বা রূপরেখা তৈরি করছেন না। আপনি কেবল অংশটিতে দেওয়া বিশদগুলি লক্ষ্য করছেন। যদি এটি সহায়ক হয় তাহলে আপনার পর্যবেক্ষণগুলিকে সারসংক্ষিপ্ত করার জন্য একটি চার্ট প্রস্তুত করুন। যদি আপনি একটি গ্রুপ হিসেবে অধ্যয়ন করছেন, তাহলে পরবর্তী মিটিংয়ে আপনার পর্যবেক্ষণগুলি আলোচনা করুন।

পাঠ ৪

ব্যাখ্যা: ভূমিকা

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) সঠিকভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার গুরুত্ব বুঝতে পারা।

(২) বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যাকে কঠিন করে তোলে এমন কিছু কিছু সমস্যা বুঝতে পারা।

(৩) প্রচলিত ভুলগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা যা ভুল ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

(৪) বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নম্রতা এবং বিদিধ মতামতের প্রতি সহনশীলতা বজায় রাখা।

ভূমিকা

আপনার ১ নং পাঠের স্যামুয়েলকে মনে আছে? স্যামুয়েল প্রত্যেকদিন বাইবেল পড়ত, কিন্তু সে যা পড়ছে তার মাধ্যমে ঈশ্বরের রব কী বলছে তা শুনত না। সমস্যাটি কী ছিল? স্যামুয়েল যা পড়ত তা ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া তার কাছে ছিল না। সে পড়ত, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারত না।

প্রেরিত ৮ অধ্যায় আরেক ব্যক্তির কাহিনী বলে যিনি পড়তেন কিন্তু বুঝতে পারতেন না। ফিলিপ, যিনি প্রথম শতকের মন্ডলীর একজন ডিকন ছিলেন, পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে যিরুশালেম থেকে গাজার দিকে মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তার সাথে একজন ইথিওপীয় আধিকারিকের দেখা হয় যিনি যিরুশালেম মন্দির থেকে আরাধনা করে ফিরছিলেন। সেই আধিকারিক তার যাত্রাকালে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে পড়ছিলেন।

> "আমাকে বোধশক্তি দাও, যেন আমি তোমার আইনকানুন পালন করতে পারি এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাধ্য হতে পারি"
> - গীত ১১৯:৩৪

ফিলিপ সেই আধিকারিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি যা পাঠ করছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?" (প্রেরিত ৮:৩০)। আধিকারিক উত্তর দিয়েছিলেন, "কেউ আমাকে এর ব্যাখ্যা না করে দিলে, আমি কী করে বুঝতে পারব?" (প্রেরিত ৮:৩১)। যখন ফিলিপ ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং একজন নতুন বিশ্বাসী হিসেবে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন।

আমরা যা পড়ছি তা কীভাবে ব্যাখ্যা করব তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কিছু পাঠে আমরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করব। আমরা ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহারিক ধাপগুলি শিখব।

ব্যাখ্যার গুরুত্ব

তিনজন বিচারক আদালতে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করছেন। প্রথম বিচারক বললেন, "কিছু লোক দোষী হয় এবং কিছু লোক নির্দোষ হয়। কে কোনটা তা আমি চিহ্নিত করতে পারি।" এই বিচারক বিশ্বাস করেন যে এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য বলে কিছু আছে। দোষী লোক আছে এবং নির্দোষ লোক আছে, এবং বিচারকের কাজ হল কোনটি সত্য তা ঘোষণা করা।

দ্বিতীয় বিচারক বললেন, “কিছু লোক দোষী হয় এবং কিছু লোক নির্দোষ হয়। আমি প্রভেদ বুঝতে চেষ্টা করি একজন ব্যক্তি দোষী নাকি নির্দোষ।” এই বিচারক জানেন যে এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য আছে, কিন্তু তিনি এটাও উপলব্ধি করেন যে কারোর ব্যাপারে তার মতামতের ক্ষেত্রে তিনি ভুলও হতে পারেন।

তৃতীয় বিচারক বললেন, “যতক্ষণ না আমি আমার বিচার শোনাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কোনোটাই নয়।” এই বিচারক প্রকৃত সত্যে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন তার ঘোষণাই কোনোকিছুকে সত্য হিসেবে স্থাপন করবে।

দুঃখজনকভাবে, বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে শাস্ত্রের কোনো চূড়ান্ত অর্থ নেই। তারা বলে, “আপনার জন্য যা সত্যি, তা আমার জন্য সত্যি নাও হতে পারে।” এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রত্যেক পাঠক তাদের নিজস্ব “সত্য” তৈরি করে। তারা মনে করে বাইবেলের কোনো বিবৃতি সেটাই নির্দেশ করে যা তারা নির্দেশ করতে চায়।

গল্পটির দ্বিতীয় বিচারকের মতোই, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বোঝা প্রয়োজন:

১। শাস্ত্রে প্রকাশিত অর্থই হল চূড়ান্ত, এবং আমাদের কাজ হল পাঠ্যে ঈশ্বরের সত্য বোঝার চেষ্টা করা।

২। আমাদের বোধশক্তি সীমিত। এই কারণে আমাদের ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে। আমাদের নম্র হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, “আমি পাঠ্যে কী দেখি?” **ব্যাখ্যা** পর্যায়ে, আমরা প্রশ্ন করি, “পাঠ্যটি কী অর্থ প্রকাশ করে?” পরে, আমরা আমাদের জীবনে শাস্ত্রের **প্রয়োগ** দেখব।

“লেখক কী বলতে চেয়েছেন?”, এই প্রশ্নটি দিয়ে আমরা ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া শুরু করি। এটি আমাদেরকে জানতে প্রস্তুত করবে যে, “এই শাস্ত্রটি আমার কাছে কোন অর্থ প্রকাশ করছে?”

সঠিক ব্যাখ্যার প্রতিকূলতাসমূহ

বাইবেলের মতো প্রাচীন বই ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একজন আধুনিক পাঠকের একাধিক প্রতিকূলতা থাকে। সময় এবং দূরত্ব হল দু’টি বিষয় যা আমাদেরকে আসল লেখকের থেকে পৃথক করে যা ব্যাখ্যার কাজকে কঠিন করে তোলে। আমরা একটি আলাদা ভাষায় কথা বলি। আমাদের সংস্কৃতি বাইবেলের লেখকদের সংস্কৃতির থেকে আলাদা।

বাইবেল ব্যাখ্যা করা[18]

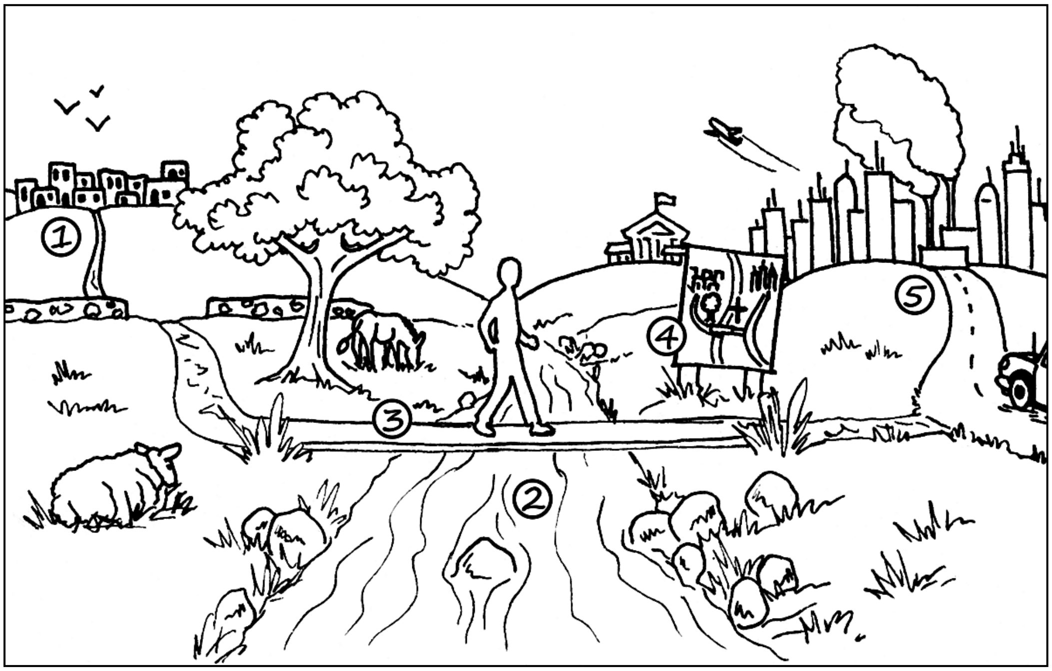

ছবিটি আমাদের সময়কালে বাইবেল ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জড়িত সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে। বাইবেল একটি প্রাচীন পৃথিবীর (১) জন্য লেখা হয়েছিল। প্রথম পাঠক আজকের পাঠকের থেকে একটি পৃথক সংস্কৃতিতে বাস করত। নদী (২) যেটি তাদের জগৎকে আজকের জগৎ থেকে আলাদা করেছে তা আমাদের জন্য বাইবেল বুঝতে পারা অনেক বেশি কঠিন করে তুলেছে। এই নদীটি আমাদের সংস্কৃতি এবং বাইবেলের জগতের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। একজন আধুনিক পাঠক এবং আসল লেখকের মধ্যে পার্থক্যগুলি কী কী?

ভাষাগত পার্থক্য

বাইবেল তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছিল: হিব্রু, গ্রীক, এবং অরামিক। আজকে, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই আমাদের নিজেদের ভাষায় বাইবেল পড়ি। এটি আমাদের এবং লেখকের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি করে। যারা দ্বিতীয় কোনো ভাষা বলতে পারে, তারা ভাষার এই অসুবিধাগুলি বুঝতে পারবে।

সাংস্কৃতিক পার্থক্য

ভাষাগত অসুবিধার সাথে একইরকম আরেকটি অসুবিধা হল সাংস্কৃতিক পার্থক্য। শাস্ত্রের মানব লেখকরা এমন একটি সংস্কৃতির অংশ ছিলেন যেটি হয়ত আমাদের জগত থেকে অনেক আলাদা ছিল। আমরা যখন শাস্ত্র পড়ি, আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "আমি প্রাচীন পৃথিবীর সংস্কৃতি সম্পর্কে কী জানতে পারি যা আমাকে বাইবেলের বার্তা আরো ভালোভাবে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে?"

---

[18] ছবি: "Interpreting the Bible" Anna Boggs-র আঁকা, https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52377290578 থেকে প্রাপ্ত, CC BY 2.0 দ্বারা লাইসেন্সকৃত। J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012)-এর ধারণা থেকে।

অপরিচিত ভৌগোলিক অবস্থান

বাইবেলের ঘটনাগুলি সত্যিকারের স্থানে বাস করা সত্যিকারের লোকদের জীবনে ঘটেছিল। এই ভৌগোলিক ব্যাপারগুলি আমরা যত ভালোভাবে বুঝতে পারব, আমরা তত সেই নদীটি অতিক্রম করতে সক্ষম হব যা আমাদের জগত এবং তাদের জগতকে পৃথক করেছে।

যিরীহো এবং যিরুশালেমের মধ্যবর্তী রাস্তাটি একটি বিপদজনক পাহাড়ি এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে – এই তথ্যটি জানা সেই যাজক এবং লেবীয়র সতর্কতাকে ব্যাখ্যা করে (লূক ১০:৩১-৩২)। এটি এক শমরীয় ব্যক্তির দয়ালু মানসিকতার জন্যও একটি প্রশংসা প্রদান করে যে সেই জখম অপরিচিত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করার জন্য নিজের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েছিল (লূক ১০:৩৩-৩৪)।

পাঠকরা প্রশ্ন করেছে, "যিশু মার্ক ৬ অধ্যায়ে ৫,০০০ লোককে খাওয়ানোর পর কেন মার্ক ৮ অধ্যায়ে শিষ্যরা ৪,০০০ লোককে খাওয়ানোর ব্যাপারে যিশুর ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করেছিল?" একটি মানচিত্র এর উত্তর দেয়। মার্ক ৭ অধ্যায়ে যিশু ডেকাপলিতে ভ্রমণ করেছিলেন, এই এলাকাটিতে পরজাতিদের ভিড় বা সংখ্যা বেশি। শিষ্যদের প্রশ্ন এইটা ছিল না যে, "যিশু কি এই লোকদের খাওয়াতে **পারবেন**?", বরং প্রশ্নটি ছিল, "তিনি কি তাদের **খাওয়াবেন**?" তারা মনে করত না যে পরজাতিরাও একই অলৌকিক কাজ প্রত্যাশা করে। তারা তখনও বুঝতে পারেনি যে যিশু সমস্ত মানুষের জন্য এসেছিলেন।

	মার্ক ৬	**মার্ক ৭**	**মার্ক ৮**
স্থান	গালীল	*ভ্রমণ*	ডেকাপলি
লোক	ইহুদি	-	পরজাতিয়

মার্ক ৪ অধ্যায় দেখায় যে কীভাবে যিশু গালীল সাগরে ঝড় থামিয়েছিলেন। বাইবেল মানচিত্রে আমরা দেখি যে গালীল সাগর হল একটা বিশাল হ্রদ যেটি সমুদ্র স্তর থেকে ২০০ মিটার নিচু। হ্রদের চারপাশের উচ্চতা একটি ফানেলের মতো কাজ করার কারণে বাতাস মাঝে মাঝেই কয়েক মিনিটের মধ্যে মারাত্মক ঝড় তৈরি করে। মৎস্যজীবী বা জেলে হিসেবে যারা এই সাগরে জীবন কাটিয়েছিল, সেই শিষ্যরা এই মারাত্মক ঝড়গুলির সাথে অভ্যস্ত ছিল। তাদের জীবনের জন্য তাদের ভয় পেয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের জানায় যে এটা কোনো সাধারণ ঝড় ছিল না। এটা একটা অস্বাভাবিক শক্তিশালী ঝড় ছিল, কিন্তু যিশুর কাছে সেই সাগরে শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এটি কয়েকটি শব্দের বেশি আর কিছুই ছিল না। আশ্চর্যের কিছু নেই যখন তারা বলেছিল, "ইনি তাহলে কে? ঝড় ও ঢেউ যে এঁর আদেশ পালন করে!" (মার্ক ৪:৩৬-৪১)

অপরিচিত সাহিত্যিক রূপ

প্রত্যেক ধরণের সাহিত্য আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে পড়া উচিত। যখন আমরা রোমীয় পুস্তক পড়ি, আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে পৌলের যুক্তিগুলি দেখা উচিত কারণ তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আমরা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক হয়ে উঠি। যখন আমরা কোনো রূপক কাহিনী পড়ি, তখন আমরা এক গল্পকারের কথা শুনি যিনি একটা সুন্দর গল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন।

উপসংহার

ছবিটির দিকে আবার দেখুন। যদিও ভাষা, সংস্কৃতি, ভূগোল, এবং সাহিত্যের নদীটি আমাদেরকে আলাদা করেছে, তবুও বাইবেলের একটি বার্তা রয়েছে যা সমস্ত সংস্কৃতির জন্য বলা হয়েছে। এটি হল নদীর উপর দিয়ে যাওয়া একটি ব্রিজ (৩)। ব্রিজটি সেই সমস্ত নীতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা বাইবেল শেখায়। এই নীতিগুলি প্রত্যেকে যুগে সমস্ত সংস্কৃতির জন্য সত্য।

মানচিত্রটি (৪) আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে বলে যে বাইবেলের কাহিনীতে আমরা কোন অবস্থানে আছি। খ্রিষ্টের আগমন পুরাতন নিয়মের বহু ভাববাণী এবং বিধানকে পরিপূরণ করেছিল। এটি মনে রাখা আমরা যেভাবে শাস্ত্রের এই অংশগুলি ব্যাখ্যা করি এবং প্রয়োগ করি তা পরিবর্তন করবে।

অবশেষে, আমরা আমাদের আজকের জগতে (৫) এসে পৌঁছেছি। এই পর্যায়ে, আমরা জানতে চাই যে আমরা যে নীতিগুলি পেয়েছি (৩) তা কীভাবে আমাদের জগতের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আমরা আগামী পাঠগুলোতে এই ছবিটিতে আবার ফিরে আসব। আপাতত, আপনি এই ধাপ বা পর্যায়গুলি নিয়ে সচেতন থাকুন।

বাইবেল ব্যাখ্যাকারীদের কিছু প্রচলিত ভুল

এক্ষেত্রে একাধিক প্রচিলিত ভুল আছে যা বাইবেল ব্যাখ্যাকারীরা করে থাকে।

পাঠ্যটি ভুলভাবে পড়া

কিছু কিছু প্রচারক প্রচার করেন যে পৌল বলেছেন, ‘‘অর্থই হল সমস্ত অনর্থের মূল।’’ কিন্তু পৌল মোটেই তা বলেন নি! তিনি বলেছেন, ‘‘কারণ অর্থের প্রতি আসক্তি সকল প্রকার অনর্থের মূল’’ (১ তিমথি ৬:১০)। এটি সম্ভব যে অর্থের প্রতি আসক্তি বা ভালোবাসা ছাড়াই অর্থের অধিকারী হওয়া সম্ভব, এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকাও সম্ভব, এমনকি যদি আপনার কাছে অতিরিক্ত অর্থ নাও থাকে। পৌলের সতর্কতা প্রাথমিকভাবে অর্থ নিয়ে নয়; এটি এমন একটি হৃদয়ের ব্যাপারে যা অর্থের প্রতি আসক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিছু কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী গীত ৩৭:৪ পদকে ভুলভাবে পড়ে বিশেষত এটি বলার জন্য যে, ‘‘ঈশ্বর আমার হৃদয়ের সব ইচ্ছা পূরণ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি বড়লোক হতে চাই, তাই ঈশ্বর আমাকে বড়লোক করবেন।’’ গীতরচক বলেছেন, ‘‘**সদাপ্রভুতে আনন্দ করো**, তিনিই তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করবেন।’’ গীতটি প্রতিজ্ঞা করেছে যে যদি আমরা প্রভুতে আনন্দ করি, প্রভু আমাদেরকে আমাদের আনন্দ – অর্থাৎ প্রভুকে – প্রদান করবেন। পরবর্তীতে, যিশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যদি আমরা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হই, তাহলে আমরা – ধার্মিকতার দ্বারা – পরিপূর্ণ হব (মথি ৫:৬)। এটি আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতিজ্ঞা নয়; এই আরো ভালো কিছুর প্রতিজ্ঞা, যেটি হল আত্মিক সমৃদ্ধি।

এই কোর্সে আমরা প্রথম যে ধাপটি শিখেছিলাম তা ছিল পর্যবেক্ষণ। আমাদের পর্যবেক্ষণ অবশ্যই নির্ভুল হওয়া উচিত, নয়ত আমাদের ব্যাখ্যা ভুল হয়ে যাবে। সতর্ক থাকুন যাতে আপনি পাঠ্যটি ভুলভাবে না পড়েন। একজন বলেছিলেন যে বাইবেল অধ্যয়নের প্রথম তিনটি পদক্ষেপ হল:

১। পাঠ্যটি পড়া।
২। পাঠ্যটি আবার পড়া।
৩। ২য় ধাপের পর, পাঠ্যটি পুনরায় পড়া!

পাঠ্যকে বিকৃত করা

ইতিহাস জুড়ে, ভ্রান্ত শিক্ষকেরা তাদের ভুলগুলিকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রকে বিকৃত করে এসেছে। পৌল সতর্ক করেছেন যে কিছু লোক স্বেচ্ছাকৃত পাপ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তিনি কেবল বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া (justification) নিয়ে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা বিকৃত করবে (রোমীয় ৬:১-২)। এমন অনেক সময় আছে যখন লোকেরা দাসত্ব বা সরকারের কোনো জাতিগত দলকে হত্যা করার মতো বিষয়কে ঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য শাস্ত্র ব্যবহার করত। আজকে, বহু সুসমাচার প্রচারক ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে এমন এক সমৃদ্ধ-সুসমাচারে (prosperity gospel) বিকৃত করে যা শাস্ত্রীয় সত্যের বিপরীত।

যারা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে শাস্ত্রকে বিকৃত করে, তাদেরকে পিতর সতর্ক করেছিলেন (২ পিতর ৩:১৬)। একইভাবে, যারা শিক্ষাদান করেন, তাদের গুরু দায়িত্বভারের ব্যাপারে যাকোব বলেছেন (যাকোব ৩:১)। আমরা যারা বাইবেলের শিক্ষা দিই, তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা ভুল ধারণাকে সমর্থন করার জন্য শাস্ত্রকে বিকৃত না করে ফেলি।

কাল্পনিক অর্থ প্রদান করা

তিনজন বিচারকের গল্পটি বাইবেল ব্যাখ্যাকারীদের আরেকটি প্রচলিত ভুলকে তুলে ধরে: একটি ধারণা যেখানে বলা হয় শাস্ত্রের অর্থ পাঠকের কল্পনা থেকে আসে। কেউ কেউ কেবল জিজ্ঞাসা করে, "শাস্ত্রের অর্থের ব্যাপারে আমি কী **অনুভব** করি?" আবেগ এবং অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, শাস্ত্রের চূড়ান্ত সত্য রয়েছে লেখক যা লিখেছেন তার মধ্যে, তিনি যা লিখেছেন সেই ব্যাপারে আমি কী অনুভব করি তার মধ্যে নয়।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া

একজন ব্যাখ্যাকারী তখনই তার নিজের যুক্তিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে যদি সে মনে করে যে সে কখনোই ভুল হতে পারে না। পাঠ্যের অর্থ সম্পর্কে উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি; তবে, যখন আমাদের উপসংহারগুলি ভুল হয় তখন তা মেনে নেওয়ার জন্য আমাদের নম্রতা থাকা আবশ্যক। কারোর কাছেই সবকিছুর উত্তর নেই।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নম্রতা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন বাইবেল অধ্যয়ন করবেন, আপনি এমন অনেক জায়গা খুঁজে পাবেন যেখানে বিশ্বস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সহমত হয়নি। এর মানে সবসময় এই নয় যে একপক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে শাস্ত্রকে বিকৃত করেছে; এটি দুইপক্ষের মধ্যে অকৃত্রিম মতভেদ হতে পারে যেখানে উভয়পক্ষই শাস্ত্রের সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের নিজেদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই নম্রতা থাকা উচিত এবং যাদের আলাদা মতামত আছে তাদের প্রতিও সহনশীল থাকতে সক্ষম হওয়া উচিত।

আপনার পালা

নিচে কিছু ভুল বক্তব্য দেওয়া হল যা মানুষের নিজের তৈরি, তারা মনে করে যে তারা শাস্ত্র উদ্ধৃতি করছে। সতর্কতা সহকারে পাঠের জন্য আরো ভালো উপলব্ধি পেতে প্রত্যেকটি উদাহরণে দেওয়া পাঠ্যগুলি খুঁজে বের করুন যেগুলি বিকৃত হয়েছে এবং বাইবেল প্রকৃতভাবে কী বলছে তা লিখে রাখুন। প্রথম উদাহরণটি আপনার জন্য সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

কিছু লোক যা বলে থাকে	যা বাইবেল বলে
“অর্থই হল সমস্ত অনর্থের মূল।”	**“কারণ** অর্থের প্রতি আসক্তি সকল প্রকার অনর্থের মূল**”** **(১** তিমথি **৬:১০)**।
“কাজ হল একটা অভিশাপ।”	
“আপনি যতটা সামলাতে পারেন**,** তার চেয়ে বেশি ঈশ্বর আপনাকে কখনোই দেবেন না।”	

৪ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) ব্যাখ্যার পর্যায়টি প্রশ্ন করে, “পাঠ্যটি কী অর্থ প্রকাশ করে?”

(২) যে প্রতিকূলতাগুলি ব্যাখ্যাকে কঠিন করে তোলে সেগুলি হল:

- ভাষাগত পার্থক্য
- সাংস্কৃতিক পার্থক্য
- অপরিচিত ভৌগোলিক অবস্থান
- অপরিচিত সাহিত্যিক রূপ

(৩) কিছু কিছু প্রচলিত ভুল যা ব্যাখ্যাকে ভুল দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়:

- পাঠ্যটি ভুলভাবে পড়া
- পাঠ্যকে বিকৃত করা
- কাল্পনিক অর্থ প্রদান করা
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া

পাঠ ৫

ব্যাখ্যা: প্রেক্ষাপট

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মূল্য বোঝা।

(২) একটি শাস্ত্রীয় অংশের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন ব্যবহার করা।

(৩) কীভাবে একটি পদ সেটির পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গের সাথে মানানসই তা বোঝা।

(৪) প্রসঙ্গ অধ্যয়নের সময়ে প্রচলিত ভুলগুলি এড়িয়ে চলা।

ভূমিকা

► আপনার ভাষায় এমন একটি শব্দ বলুন যার অনেকগুলি অর্থ আছে। যখন কেউ সেই শব্দটি ব্যবহার করে, তখন আপনি কীভাবে বোঝেন যে তারা কী বোঝাতে চাইছে?

বাইবেল ব্যাখ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমরা যে অংশটি অধ্যয়ন করছি তার প্রসঙ্গ। এই পাঠে আমরা একটি অংশের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ এবং পারিপার্শ্বিক বাইবেলভিত্তিক প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করা শিখব।[19]

ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

► ২ তিমথি ৪:৬-২২ পড়ুন।

পৌল তিমথিকে লিখছেন, "তুমি শীতকালের আগেই এখানে আসার জন্য যথাসাধ্য" (২ তিমথি ৪:২১)। নিম্নলিখিত প্রেক্ষাপটের আলোয় পৌলের অনুরোধটি শুনুন:

- পৌল একটি রোমীয় কারাগারে বন্দী আছেন। দ্রুত তিনি তার বিশ্বাসের জন্য শহীদ হবেন।
- তিমথি কয়েক'শ কিলোমিটার দূরে ইফিষ শহরে পরিচর্যা কাজ করছেন।
- সমুদ্রে শরৎকালে ভ্রমণ করা বিপদজনক এবং শীতকালের অসম্ভব। তিমথিকে শীতকালের আগে পৌঁছতে হলে, এই চিঠিটি পাওয়ার পরেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি পৌলের অনুরোধের পিছনে আবেগের প্রতি আমাদের উপলব্ধি যোগ করে। "যখন সম্ভব তখন দেখা করতে এসো", এই কথাটির চেয়েও পৌল বেশি কিছু বলছেন। তিনি তার আত্মিক পুত্রের কাছে আবেদন করছেন, "আমি মারা যাওয়ার আগে আবার তোমাকে দেখতে চাই। যদি তুমি শীতকাল অবধি অপেক্ষা করো, তাহলে যাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠবে। দয়া

[19] এই পাঠের বেশিরভাগ উপাদান J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012) পুস্তকটির ৬ ও ৭ নং অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

করে খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এসো।" আপনি যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছুই না জানেন, তবুও চিঠির বার্তা একই, কিন্তু প্রসঙ্গটি পৌলের অনুরোধের গভীরতাটি দেখায়।

ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈশ্বর বাইবেলকে এমন একটি একক ভাষায় প্রদান করেননি যা পৃথিবীর সব মানুষ বোঝে। শাস্ত্র সম্পর্কে দু'টি বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ:

১। যেকোনো সময়ে যেকোনো স্থানে যেকোনো ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রের নীতিগুলি সত্য।

২। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য শাস্ত্রের নীতিগুলি দেওয়া হয়েছিল।

বাইবেল ব্যাখ্যা করা[20]

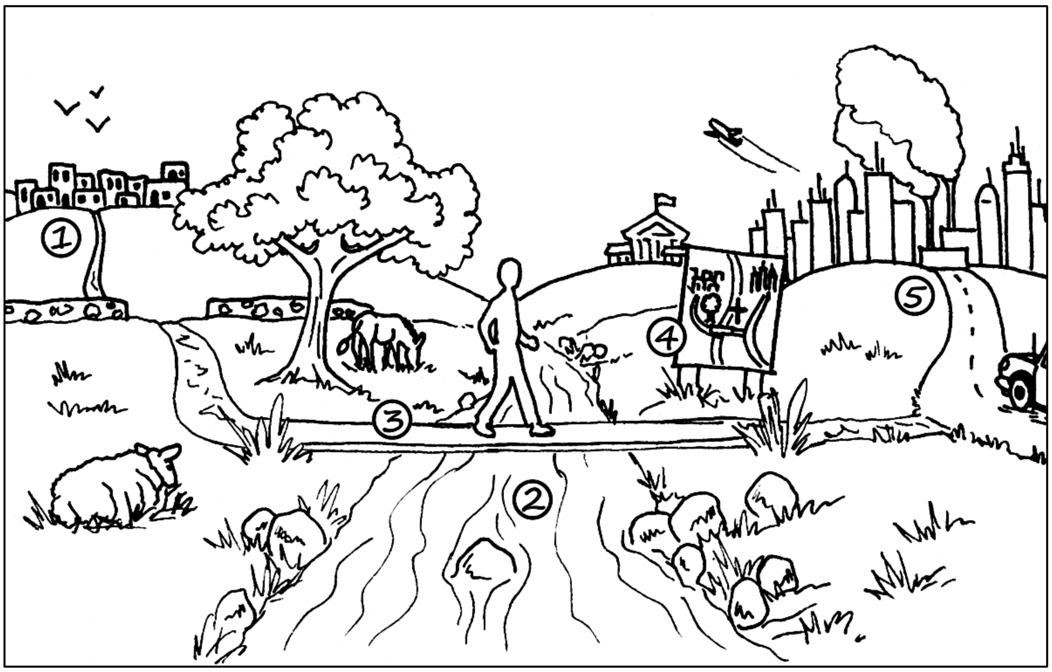

১	তাদের শহর	শাস্ত্রের আসল বার্তা
২	নদী	ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্যসমূহ যা আমাদের পৃথিবীকে প্রাচীন পৃথিবী থেকে আলাদা করেছে
৩	ব্রিজ বা সেতু	পাঠ্যে যে নীতিটি শেখানো হয়েছে
৪	মানচিত্র	নতুন নিয়মের সাথে সম্পর্ক (পুরাতন নিয়মের অংশগুলির জন্য)
৫	আমাদের শহর	আমাদের জগতে নীতিটির প্রয়োগ

[20] ছবি: "Interpreting the Bible" Anna Boggs-র আঁকা, https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52377290578 থেকে প্রাপ্ত, CC BY 2.0 দ্বারা লাইসেন্সকৃত। J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012)-এর ধারণা থেকে।

আমরা শাস্ত্রের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আমরা যত ভালোভাবে বুঝতে পারব, বাইবেলের সর্বজনীন নীতিগুলি আমরা ততই ভালভাবে বুঝতে পারব।

যখন আমরা ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করি, তখন আমরা আসল শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বার্তাটি বোঝার জন্য বাইবেলকে "তাদের শহর"-এ পড়ি। তারপর আমরা "নদী"-র দিকে তাকাই – বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পার্থক্য যা আমাদের পৃথিবী এবং প্রাচীন পৃথিবীকে আলাদা করে। আমরা যত ভালোভাবে বাইবেলের জগতকে বুঝব, আমরা আজকে আমাদের জগতে ঈশ্বরের বাক্য কী বলছে তা তত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব।

শাস্ত্রকে তার মূল প্রসঙ্গে পড়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বাইবেলে ব্যাখ্যার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ভিত্তিমূল: **আজকের দিনে বাইবেলের কোনো পাঠ্যের যেকোনো বৈধ ব্যাখ্যা অবশ্যই পাঠ্যটির মূল বার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।** আমি এমন কোনো অর্থ খুঁজে বের করবো না যা পাঠ্যের মূল বার্তার বিপরীত।

ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ কী? ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ হল মূল পাঠ্যের বাইরে এমনকিছু তথ্য যা আমাদেরকে পাঠ্যটিকে বুঝতে সাহায্য করে। এটিতে নিম্নলিখিত কিছু প্রশ্নের উত্তর অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- মরুভূমিতে ইস্রায়েলীয়দের জীবন কেমন ছিল (যাত্রাপুস্তক–দ্বিতীয় বিবরণের প্রেক্ষাপট)
- প্রথম শতকে প্যালেস্টাইনের সংস্কৃতি কেমন ছিল (সুসমাচার পুস্তকগুলির প্রেক্ষাপট)?
- কারা সেই ভ্রান্ত শিক্ষকেরা ছিল যাদের জন্য গালাতীয় এবং ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের এরকম হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল?

ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ অধ্যয়নের সময় কিছু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:

(১) বাইবেলের লেখক সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?

যেহেতু ঈশ্বর মানব লেখকদের মাধ্যমে কথা বলেছেন, তাই লেখকদের জ্ঞান আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

পৌলের পত্রগুলি পড়ার সময়ে, রূপান্তরের আগে তার জীবন মনে করুন। যখন তিনি তার আগের "আস্থাশীল হওয়ার যথেষ্ট কারণ" (ফিলিপীয় ৩:৪-৬) ব্যাখ্যা করছেন, মনে রাখবেন যে ফরিশীরা বিধানের প্রতি তাদের যত্নশীল আনুগত্যের জন্য উচ্চপর্যায়ে সম্মানিত ছিলেন। আমরা যখন তাদের কপটতা বা যিশুকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের প্রত্যাখ্যান দেখি, তখন আমাদের ঈশ্বরের বিধানের বিশদের প্রতি তাদের ভালোবাসার কথাও মনে রাখা উচিত।

অপরদিকে, যখন পৌল নিজেকে পাপীদের মধ্যে "নিকৃষ্টতম" বলে বর্ণনা করছেন (১ তিমথি ১:১৫), মনে রাখবেন পৌল মন্ডলীকে তাড়না করতেন এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুদন্ড দিতেন। এই ব্যক্তি দামাস্কাসের রাস্তায় খ্রিষ্টের সাথে সাক্ষাতের আগে তার জীবনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে ছিলেন।

যাত্রাপুস্তক পড়ার সময়ে, আমাদের ফরৌণের প্রাসাদের মোশির সুযোগগুলি সম্পর্কেও জানা উচিত। যখন আমরা প্রাসাদের জীবনের বিলাসবহুলতা বিবেচনা করি, তখন মোশির সম্পর্কে ইব্রীয় ১১:২৫ পদে বলা কথাগুলি আরো অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে; "…তিনি পাপের ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগ করার বদলে, ঈশ্বরের প্রজাদের সঙ্গে নির্যাতন ভোগ করাই শ্রেয় বলে মনে করলেন।" যখন আমরা তরুণ মোশির শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক সুযোগগুলি উপভোগের বিষয়টি দেখি, তখন আমরা দেখি যে ঈশ্বর একটি মহান জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর দাসকে তৈরি করছিলেন।

(২) বাইবেলের শ্রোতাদের সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?

বাইবেলের লেখকদের সম্পর্কে জানার পাশাপাশি, আমাদের যতটা সম্ভব আসল শ্রোতাদের ব্যাপারেও জানা উচিত।

১ম এবং ২য় বংশাবলীর বেশিরভাগ উপাদানই শমূয়েল এবং রাজাবলী থেকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কেন? ইস্রায়েলের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর বংশাবলী লেখা হয়েছিল। রাজাবলী দেখায় যে কেন ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বিচারের কষ্টভোগ করতে দিয়েছিলেন; বংশাবলী দেখায় যে ঈশ্বর এখনো তাঁর লোকদের জন্য যত্ন নেন।

যিরমিয় যিরুশালেমের ধ্বংসের কাছাকাছি সময়ে প্রচার করতেন। বিচারের ব্যাপারে আমরা যখন তার বার্তা পড়ি, আমাদের তখন মনে রাখা উচিত যে সেই প্রতিজ্ঞা করা বিচার অবশ্যই ঘটার ছিল। তবে, যিরমিয়তে, আমরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাও পড়ি, "কারণ তোমাদের জন্য কৃত পরিকল্পনার কথা আমি জানি, সদাপ্রভু এই কথা বলেন। তা হল তোমাদের সমৃদ্ধির পরিকল্পনা, তোমাদের ক্ষতি করার নয়, তোমাদের এক আশা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলদানের পরিকল্পনা" (যিরমিয় ২৯:১১)। এই প্রতিজ্ঞাটি হল লোকেদেরকে বিদেশে বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হবে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাঁর লোকেদের জন্য বিচারও অন্তর্ভুক্ত থাকে যা তাদেরকে অনুতাপে নিয়ে আসবে।

১ম যোহন পত্রটি সেইসব খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল যারা একটা ভ্রান্ত শিক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল যে কেবল আত্মাই ভালো; দৈহিক বিষয় মন্দ। ভ্রান্ত শিক্ষকেরা বলেছিল যে যিশু সত্যিকারের মানুষ ছিলেন না; তিনি কেবল মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যোহন তার পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে যিশুর একটি রক্ত-মাংসের দেহ ছিল। "প্রথম থেকেই যা ছিল বিদ্যমান, যা আমরা **শুনেছি**, যা আমরা নিজের চোখে **দেখেছি, যা আমরা নিরীক্ষণ করেছি** এবং **নিজের হাতে যা স্পর্শ** করেছি, জীবনের সেই বাক্য সম্পর্কে আমরা ঘোষণা করছি" (১ যোহন ১:১)।

ভ্রান্ত শিক্ষকেরা এটিও বলেছিল যে পরিত্রাণ গুপ্তজ্ঞান থেকে এসেছিল যা কেবল কিছু লোকের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। যোহন দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান পাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই বাধ্য হতে হবে; "আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, তাহলেই বুঝতে পারব যে আমরা তাঁকে জেনেছি" (১ যোহন ২:৩)। যে জ্ঞান অনন্ত জীবন নিয়ে আসে তার মধ্যে প্রেম অন্তর্ভুক্ত; "আমরা জানি, মৃত্যু থেকে আমরা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, কারণ আমাদের ভাইবোনদের আমরা ভালোবাসি; যে ভালোবাসে না, সে মৃত্যুর মাঝেই বাস করে" (১ যোহন ৩:১৪)।

(৩) আমরা পুস্তকের ঐতিহাসিক বিন্যাস সম্পর্কে কী জানতে পারি?

একজন প্রচারকের ব্যাপারে কল্পনা করুন যিনি বলছেন, "আজকে আমি প্রচার করবো যে কীভাবে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর স্ত্রী পাওয়া উচিত। বিচারকর্তৃগণ ২১:২০-২১ আমাদেরকে বলে যে আমাদের কোনো কাছাকাছি গ্রামে যেতে হবে এবং সেখানে ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করতে হবে। যখনই সেই গ্রামের কোনো তরুণী মেয়ে সেখান দিয়ে যাবে, তাকে ধরতে হবে এবং বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। এটিই হল স্ত্রী নির্বাচনের জন্য বাইবেলভিত্তিক আদর্শ।" আপনার এই প্রচারকের শাস্ত্রের প্রয়োগ নিয়ে সন্দেহ করা উচিত!

এই প্রচারকের প্রয়োগে ভুলটি কোথায়? বিচারকর্তৃগণ বলছে যে বিন্যামীন গোষ্ঠীর পুরুষেরা একবার একটা ঘটনায় এইভাবে স্ত্রীদের পেয়েছিল। এটি এমনকি এটাও বলছে যে তারা একটি ভালো উদ্দেশ্যে এটি করেছিল – ইস্রায়েলের একটি গোষ্ঠীকে সংরক্ষণ করার জন্য। তবে, প্রচারক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ অবজ্ঞা করছেন। এই কাহিনীটি বিচারকর্তৃগণের একদম শেষে রয়েছে,

এটি এমন একটি পুস্তক যেটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে ইস্রায়েলের পতনকে দেখায়। বিয়ের ব্যাপারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা তুলে ধরার পরিবর্তে, এই কাহিনীটি দেখায় যে যখন ঈশ্বরের লোকেরা বিদ্রোহ করে, তখন কী ঘটে।

কখনো কখনো আমরা লেখক বা শ্রোতা সম্পর্কে খুবই কম জানতে পারি, কিন্তু আমরা সাধারণ ঐতিহাসিক বিন্যাসের ব্যাপারে জানি। আমরা জানি না রূতের পুস্তক কে লিখেছেন, কিন্তু আমরা জানি যে এই ঘটনাগুলি বিচারকর্তৃগণের শাসনকালে ঘটেছিল (রূত ১:১)। এটি ইস্রায়েলে একটি সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময় ছিল (বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫)। ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার বিপরীতে, রূতের পুস্তকটি রূত নামের এক মোয়াবীয় বিধবার বিশ্বস্ততার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এছাড়াও এই কাহিনীটি জানায় যে কীভাবে বোয়স স্বার্থহীনভাবে রূতকে নয়মীর মৃত ছেলেদের আইনি অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিয়ে করেছিলেন। একজন স্বজাতি-উদ্ধারকর্তা (kinsman-redeemer) হিসেবে, বোয়স নয়মীর জন্য একটি পুত্র প্রদান করার উদ্দেশ্যে তার নিজের উত্তরাধিকারের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। এটি করার মাধ্যমে, বোয়স দায়ূদের বংশে স্থান পেয়েছিলেন (মথি ১:৬, ১৬)।

যোনার পুস্তক ব্যাখ্যা করার সময়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ:

- নীনবী ছিল আসিরিয়া'র রাজধানী শহর, যারা ছিল ইস্রায়েলের সবচেয়ে বিপদজনক শত্রু।
- যে সময়ে যোনা নীনবীতে প্রচার করছিলেন, প্রায় সেই একই সময়ে, আমোষ এবং হোশেয় সতর্ক করে দিচ্ছিলেন যে আসিরিয়দের হাতেই ইস্রায়েলের উপর ঈশ্বরের বিচার নেমে আসবে।

একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আসিরীয়দের কাছে যোনার প্রচার করতে চাওয়ার অনিচ্ছা বোধগম্য। যোনার পুস্তকটি ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখায়, এমন এক ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি যিনি সমস্ত মানুষকে কোনোরকম বাধা ছাড়াই ভালোবাসেন।

(৪) আমরা পুস্তকের সাংস্কৃতিক বিন্যাস সম্পর্কে কী জানতে পারি?

শাস্ত্রের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ বাইবেলের জগতের সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির দিকেও দৃষ্টিপাত করে। আমরা যিশুর বলা রূপক কাহিনীগুলি থেকে নতুন নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাই যখন আমরা প্রথম শতকের প্যালেস্টাইনের রীতি-নীতির বিন্যাসে সেগুলি পড়ি:

- "উত্তম শমরীয়"-এর রূপক কাহিনীটি (লূক ১০:৩০-৩৫) ইহুদি দর্শকদের জন্য খুবই বিস্ময়কর ছিল। যিশুর শ্রোতারা একজন আহত ভ্রমণকারীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের ব্যর্থতায় আশ্চর্য হয়নি। তবে, তারা আশা করেছিল যে উদ্ধারকারী কোনো রব্বি অর্থাৎ গুরু বা ফরিশী হবে। পরিবর্তে, যিশু প্রেমের আদর্শরূপে এক সামান্য শমরীয়কে নির্দেশ করেছেন।

- "হারানো ছেলে"-এর রূপক কাহিনীটিতে (লূক ১৫:১১-৩২), আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইহুদি বাবারা খুবই সম্ভ্রান্ত হতেন। শ্রোতারা আশা করেছিল যে সেই বাবা তার ছেলের ফিরে আসাকে প্রত্যাখ্যান করবেন, বা খুব সম্ভবত তাকে একজন দাস হিসেবে থাকার অনুমতি দেবেন। পরিবর্তে, সেই বাবা তার হারিয়ে যাওয়া ছেলের ফিরে আসার আনন্দে তার নিজের সম্মান-মর্যাদা ভুলে গিয়েছিলেন। এই কাজটা এতটাই বিস্ময়কর ছিল যে যে প্রাচ্যের কিছু সংস্কৃতিতে এই কাহিনীটিকে "ধাবমান পিতার রূপক" বলে থাকে। একইভাবে আমাদের স্বর্গস্থ পিতাও আমাদের ক্ষমা অর্জন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না; বরং তিনি জঘন্য পাপীদের খোঁজ করেন। এটা আমাদের পিতার অপরিমিত ভালোবাসার একটি চিত্র।

পৌলের পত্রগুলি প্রথম শতকের সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনা করে পড়া উচিত। ইফিষীয় ৫:২১-৬:৯ পৌলের পাঠকদের কাছে খুবই হতবাক করে দেওয়ার মতো ছিল। একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে – এই বিষয়ে পৌলের আদেশ খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল; কিন্তু স্বামীদেরকে খ্রিষ্টের আত্মত্যাগের উদাহরণ অনুসরণ করার বিষয়ে তার আদেশটি রোমীয় দর্শকদের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল। সন্তানরা তাদের বাবা-মায়ের বাধ্য হয়ে চলবে – এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু রোমীয় জগতে কেউ কোনোদিন পিতাদেরকে বলেনি যে তারা যেন তাদের সন্তানদের ক্রুদ্ধ না করে।

যখন পৌল ফিলিপীয়দের বলেছিলেন তাদের এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে যেন তাদের নাগরিকত্ব স্বর্গের, তখন তিনি এমন একটি শহরের উদ্দেশ্যে চিঠিটি লিখছিলেন যাদের রোম সাম্রাজ্যে বিশেষ নাগরিকত্বের সুবিধা ছিল। যেহেতু শহরটি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের জন্য একটি কলোনি হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল, তাই ফিলিপীর বাসিন্দারা তাদের নাগরিকত্বকে বিশেষ মর্যাদা দিত। পৌল তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের প্রকৃত নাগরিকত্ব স্বর্গে রয়েছে, কোনো পার্থিব শহরে নয়। এই ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিটি জানা ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রেকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আবিষ্কার করা

যেমন আমরা দেখেছি, আমাদের একটি অনুচ্ছেদের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের অধ্যয়ন প্রশ্ন করা দিয়ে শুরু হয়। আমরা কীভাবে আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পাবো? কোর্সের পরিশিষ্টে বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কিছু উপাদানের উল্লেখ রয়েছে যা আমাদেরকে উত্তর প্রদান করতে পারে। এছাড়াও আমরা Shepherds Global Classroom-এর প্রস্তুত করা পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের প্রাথমিক কোর্সগুলি সুপারিশ করব। এই কোর্সগুলি বাইবেলের প্রতিটি পুস্তকের পটভূমি প্রদান করে।

বাইবেলের প্রেক্ষাপট

বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হল পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষাপট। এটি জিজ্ঞাসা করা গুরুত্বপূর্ণ, "কীভাবে এই পদটি, অনুচ্ছেদটি, অধ্যায়টি, এবং পুস্তকটি বাইবেলের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত?"

কল্পনা করুন যে আপনি একটি চিঠি থেকে ছেঁড়া একটুকরো কাগজ পেয়েছেন যাতে একটিই বাক্য লেখা আছে। কাগজটাতে লেখা আছে, "হ্যাঁ, ৭ ঠিক আছে।" এই বাক্যটি কী বোঝাচ্ছে?

- হয়ত লেখকের কারোর সাথে দেখা করার ছিল। তিনি নিশ্চিত করছেন যে মিটিংয়ের জন্য সন্ধ্যে ৭টা সঠিক সময়।
- হয়ত লেখকের স্ত্রী একটি নোট লিখে জানতে চেয়েছিলেন, "শুক্রবার রাতে ভোজনের কতজনকে নিমন্ত্রণ করব?" তিনি উত্তর দিচ্ছেন, "সাত (জন) ঠিক আছে।"
- হয়ত লেখক কোনো বই ৮ ডলারে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেউ জানতে চেয়েছেন, "আপনি কি দামটা ৭ ডলার করতে পারেন?" লেখক উত্তর দিয়েছেন, "হ্যাঁ, ৭ ডলার ঠিক আছে।"

আমরা একটি বাক্য তখনই বুঝতে পারি যখন আমরা প্রসঙ্গটি জানতে পারি। আমরা একটি সমগ্র অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে একটি বাক্য পড়ি। আমরা একটি সমগ্র চিঠির প্রেক্ষাপটে একটি অনুচ্ছেদ পড়ি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে, আমরা দুই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক চিঠি আদানপ্রদানের ক্রমের প্রসঙ্গে একটি চিঠি পড়ে থাকি।

শাস্ত্র একইভাবে কাজ করে। প্রতিটি পদকে অবশ্যই পারিপার্শ্বিক পদ, অধ্যায়, এবং পুস্তকের প্রসঙ্গ অনুযায়ী পড়তে হবে। প্রসঙ্গটি সরাসরি অনুচ্ছেদ থেকে বেরিয়ে সমগ্র বাইবেলে ছড়িয়ে পড়ে।

একটি নির্দিষ্ট পদকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য, আমাদেরকে অবশ্যই পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গের দিকে দেখতে হবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধানে আনন্দিত হয়, গীত ১:৩ পদ তার জন্য একটি অসাধারণ প্রতিজ্ঞা প্রদান করে। সে একটি সতেজ গাছের মতো যা প্রচুর ফল ধারণ করে। "সে যা কিছু করে তাতে উন্নতি লাভ করে।" কেউ কেউ এটিকে প্রত্যেক বিশ্বস্ত বিশ্বাসীর জন্য বস্তুগত সমৃদ্ধির একটি প্রতিজ্ঞা হিসেবে দাবি করে।

তবে, যখন আপনি গীত ১ অধ্যায়ের বাকি অংশটি পড়েন, তখন মূল দৃষ্টি বস্তুগত আশীর্বাদে নয় বরং যারা সদাপ্রভুর বিধান অনুযায়ী চলে, তাদের আত্মিক উর্বরতার দিকে থাকে। এই গীতটি একটি প্রতিজ্ঞা দিয়ে শেষ হয়েছে; ঈশ্বর "ধার্মিকদের পথে দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু দুষ্টদের সকল পথ ধ্বংসের দিকে যায়" (গীত ১:৬)। ঈশ্বরের পরিচিত (তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁর অনুমোদিত) পথ এবং যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।

গীতসংহিতার বাকি অংশ এবং সামগ্রিকভাবে বাইবেল অনুসরণ করে, এই বার্তাটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন বিশ্বাসীর সমৃদ্ধি বস্তুগত সম্পদে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুমোদনে পাওয়া যায়। এটিই হল প্রকৃত সমৃদ্ধি।

একটি অনুচ্ছেদকে প্রেক্ষাপট বা প্রসঙ্গ অনুযায়ী পড়ার জন্য তিনটি ধাপ অনুসরণ করুন:

১। দেখুন কীভাবে সমগ্র পুস্তকটি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে। আপনি যে পদটি পড়ছেন তার সরাসরি প্রেক্ষাপটটি কী?

২। একটি বা দু'টি বাক্যে অনুচ্ছেদটির ধারণাটিকে সারসংক্ষেপ করুন। এটি আপনাকে সমগ্র বিভাগটির বার্তাটি বুঝতে সাহায্য করবে।

৩। সমগ্র পুস্তকটি পড়ুন এবং প্রশ্ন করুন: "আমি যে অনুচ্ছেদটি অধ্যয়ন করছি, সেটি কীভাবে পুস্তকটির বার্তার সাথে যুক্ত?"

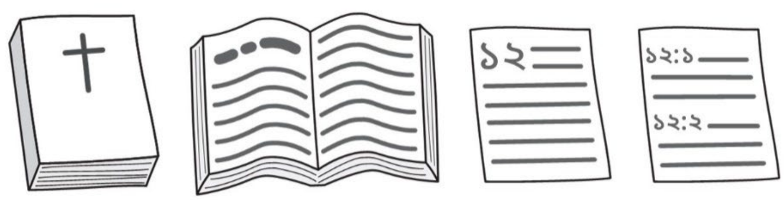

সমগ্র বাইবেল > সম্পূর্ণ পুস্তক > অনুচ্ছেদ বা অধ্যায় > পদ

বাইবেল > পৌলের পত্রসমূহ > রোমীয় > রোমীয় ১২-১৫ > রোমীয় ১২:১-২

রোমীয় ১২:১-২ ঈশ্বরের কাছে আমাদের পূর্ণ সমর্পণের জন্য আহ্বান করে।

> অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা।আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না, কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

এটি একটি বিভাগ (রোমীয় ১২-১৫) শুরু করেছে যেটি দেখায় যে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর দৈনন্দিন জীবনে এই সমর্পণ কেমন হবে। এটির সরাসরি প্রসঙ্গ থেকে সরে, রোমীয় ১২-১৫ তাত্ত্বিক নির্দেশের ১১টি অধ্যায় অনুসরণ করে যা দেখায় যে কীভাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক সঠিক সম্পর্কে আসি।

রোমীয় পুস্তকের প্রেক্ষাপটের পিছনে, পৌলের লেখা প্রত্যেকটি চিঠি আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের ব্যবহারিক বাহ্যিক কাজের জন্য তাঁর উদ্বেগকে প্রকাশ করে। অবশেষে, রোমীয় ১২:১-২ ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য বা বাধ্যতা এবং সমর্পণের বার্তা নিয়ে সমগ্র বাইবেলে মানানসই বা উপযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ১২:১-২ পদের ভাষা লেবীয় পুস্তকে বলিদানের বিষয়টিকে প্রতিফলিত করে। বাইবেলের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটগুলি আমরা যত ভালোভাবে বুঝব, পৌলের কথাগুলি তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

আপনার পালা

► *নিম্নলিখিত প্রতিটি পদ পড়ুন এবং তারপর এগুলির সংযুক্ত প্রেক্ষাপটটি পড়ুন। কীভাবে প্রেক্ষাপটটি পদটি সম্পর্কে আপনার ধারণাকে প্রভাবিত করছে তা আলোচনা করুন।*

১। মথি ১৮:২০ পদটি পড়ুন। এটির অর্থ কী?
২। এবার মথি ১৮:১৫-২০ পদ পড়ুন। এটি কি ১৮:২০ পদের অর্থকে প্রভাবিত করে?

১। রোমীয় ৮:২৮ পদটি পড়ুন। এটি কীসের প্রতিজ্ঞা করছে?
২। এবার রোমীয় ৮:২৮-৩০ পদ পড়ুন। রোমীয় ৮:২৮ পদে কোন মঙ্গলের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে?

১। প্রকাশিত বাক্য ৩:২০ পদটি পড়ুন। কে আমন্ত্রিত?
২। এবার প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২১ পদ পড়ুন। কাকে উদ্দেশ্য করে এই আমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে?

প্রসঙ্গ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কিছু প্রচলিত ভুল

এই পাঠের উপসংহারে, আমরা এমন কিছু প্রচলিত ভুল দেখব যেগুলি ব্যাখ্যাকারীরা শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করার সময়ে করে থাকে।

বেঠিক তথ্য ব্যবহার করা

একজন শিক্ষার্থী মথি ১৯:২৩-২৪ পদের উপরে একটি ভুল উপস্থাপনা দিয়েছিল। সে বলেছিল যে যিশুর সময়কালে যিশালেমের একটি দরজাগুলির মধ্যে একটিকে "সুচের ছিদ্রপথ" বলা হত। এই দরজাটি এতই নিচু ছিল যে সেটির মুখ দিয়ে একটি পশুর যাওয়ার জন্য উটের পিঠ থেকে সমস্ত বোঝা নামিয়ে দিতে হত।

এই শিক্ষার্থীর উপস্থাপনায় দুটি সমস্যা ছিল:

১। যিশুর সময়কালে এই দরজার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। "সুচের ছিদ্রপথ" যিশুর সময়কালেও সেই একই জিনিসকেই বোঝাতো যা এটি এখন বোঝায়, সুচের মাথার দিকে থাকা সূক্ষ্ম ছিদ্র।

২। তার প্রেক্ষাপটের তথ্য ভুল থাকার কারণে, শিক্ষার্থীটি পাঠ্যটি সম্পর্কে মিথ্যে উপসংহারে পৌঁছেছিল। তার উপস্থাপনাটিতে জোর দেওয়া হয়েছিল যে আমাদেরকে আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অতিরিক্ত বোঝা বাদ দিতে হবে যাতে আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি।

তবে, যিশু এটা শেখাচ্ছিলেন না যে ধনী এবং ক্ষমতাশালীদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা খুব কঠিন; তিনি শেখাচ্ছিলেন যে এটা অসম্ভব! শিষ্যরা এই কথায় এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যে তারা বলে উঠেছিল, ‘‘তাহলে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?’’

যিশু প্রত্যুত্তরে বলেলনি, ‘‘এটি কঠিন, কিন্তু যদি তুমি মারাত্মকভাবে চেষ্টা করো, তাহলে প্রবেশ করতে পারো।’’ তিনি সুসমাচারের সুসংবাদ দিয়ে প্রত্যুত্তর করেছিলেন: ‘‘মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।’’ প্রেক্ষাপট অধ্যয়নের সময়ে, ভুল তথ্য দিয়ে নিজেকে ভুল দিকে নিয়ে যাবেন না।

বার্তার উর্দ্ধে প্রসঙ্গ অধ্যয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া

দ্বিতীয় বিপদটি হল পাঠ্যটির বার্তার চেয়ে প্রসঙ্গ অধ্যয়নকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে অনুমতি দেওয়া। পৌল করিন্থীয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ভুল জ্ঞান গর্বিত করে, কিন্তু প্রেম একে অপরকে গেঁথে তোলে (১ করিন্থীয় ৮:১)।[21] এটাও সম্ভব যে আমরা প্রেক্ষাপটের বিশদ দ্বারা এতই মুগ্ধ হয়ে যাই যে আমরা যে পাঠ্যটি অধ্যয়ন করছি তার বার্তাটিই ভুলে যাই।

একজন ব্যক্তি শমরীয় সংস্কৃতির ব্যাপারে সবকিছু শিখে ফেলতে পারে এবং উত্তম শমরীয়র রূপকের উদ্দেশ্যটি ভুলে যেতে পারে: ‘‘যাও ফিরে গিয়ে তুমিও সেরকম করো’’ (লূক ১০:৩৭)। সেক্ষেত্রে, আমাদের জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে যাবে। শাস্ত্রের বার্তাটি বোঝার জন্য অধ্যয়ন করুন; নিজের স্বার্থে অধ্যয়নে নিমজ্জিত হবেন না। অনেক বেশি কার্যকরভাবে প্রচার করা এবং শিক্ষাদানের জন্য অধ্যয়ন করুন, আপনার মহান জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেকে নিয়ে গর্ব করার জন্য নয়!

[21] পৌল জ্ঞানের বিরোধী নন; তিনি নবীন মন্ডলীগুলির জন্য উত্তম নির্দেশনা প্রদান করার জন্য তার পত্রটি লিখেছিলেন। যাইহোক, করিন্থীয়দের গর্বিত ‘জ্ঞান‘ ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছিল, উন্নতির দিকে নয়।

৫ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আমাদের যেকোনো নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অংশের প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন করতে হবে।

(২) ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বাইবেলের সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরে। এটি প্রশ্ন করে:

- বাইবেলের লেখক সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?
- বাইবেলের শ্রোতাদের সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?
- আমরা পুস্তকের ঐতিহাসিক বিন্যাস সম্পর্কে কী জানতে পারি?
- আমরা পুস্তকের সাংস্কৃতিক বিন্যাস সম্পর্কে কী জানতে পারি?

(৩) বাইবেলভিত্তিক প্রেক্ষাপট দেখায় যে কীভাবে একটি পদ শাস্ত্রের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়ে আছে ।

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

১ নং পাঠে আপনি এই কোর্স জুড়ে অধ্যয়ন করার জন্য শাস্ত্রের একটি অংশ বেছে নিয়েছিলেন। আপনার নির্বাচিত সেই শাস্ত্রের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক এবং বাইবেলভিত্তিক প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করুন। নোট লেখার জন্য একটি পৃষ্ঠা রাখুন যেখানে আপনি এই প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে এই পাঠের আলোচনা থেকে যতগুলি সম্ভব প্রশ্নের উত্তর লিখবেন।

প্রশ্ন করুন:

- লেখক কে ছিলেন?
- তিনি কোন সময়ে লিখেছিলেন?
- তার প্রেক্ষাপট কী ছিল?
- তার শ্রোতা কারা ছিলেন?
- তাদের কোন ধরণের সমস্যা ছিল?
- অংশটির পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কেমন ছিল?
- এই পুস্তকটির সময়ে কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল?
- কোন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি বইটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে?

অংশটির বাইবেলভিত্তিক প্রসঙ্গ নির্ধারণ করার জন্য আগে-পরের অধ্যায়গুলি পড়ুন।

পাঠ ৬

ব্যাখ্যা: সাহিত্যিক রূপ

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শাস্ত্রে পাওয়া বিভিন্ন সাহিত্যিক রূপের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা।

(২) কীভাবে সাহিত্যিক রূপ পাঠ্যের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে তা বোঝা।

(৩) শাস্ত্রের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা অনুসরণ করার মতো কোনো উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত কিনা তা বিবেচনা করা।

(৪) শাস্ত্রের যেকোনো অংশে যেকোনো সময়ে যেকোনো জাতির জন্য প্রযোজ্য নীতিগুলি উপলব্ধি করা।

(৫) আজকের বিশ্বাসীর জন্য পুরাতন নিয়মের অংশগুলির ব্যবহার বর্ণনা করা।

ভূমিকা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: আমরা আপনাকে এই পাঠটি দু'টি ক্লাস সেশনে করার পরামর্শ দিই, যাতে বেশিরভাগ উপাদানই সম্পন্ন করা যায়। শিক্ষার্থীদের কেবল দ্বিতীয় ক্লাস সেশনের পরে একটি অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে।

সাহিত্যিক রূপগুলি জানলে তা আমাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

যখন বাইবেল আমাদেরকে বলে যে দায়ূদ ভেড়াদের খেয়াল রাখতেন (১ শমূয়েল ১৬:১১), তখন আমরা জানি যে এটি প্রকৃত অর্থে ভেড়ার ব্যাপারেই বলছে, কারণ তিনি একজন মেষপালক ছিলেন। যখন প্রকাশিত বাক্য বলে যে যোহন একটি ড্রাগন (প্রকাশিত বাক্য ১২:৩) বা একটি সিংহ বা ভাল্লুকের মতো কিছু দেখেছিলেন, তখন আমরা জানি যে সেই পশুগুলি অন্যকিছুকে উপস্থাপন করছে কারণ প্রকাশিত বাক্যে প্রচুর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

যখন ১ রাজাবলী ৫:৬ পদ আমাদের বলে যে শলোমন মন্দির নির্মাণের জন্য দেবদারু গাছ আনিয়েছিলেন, তখন আমরা জানি যে তিনি সত্যিকারের গাছই আনিয়েছিলেন। যখন গীত ১:৩ পদ বলে যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি জলস্রোতের ধারে রোপণ করা গাছের মতো হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটি তুলনা দ্বারা একটি বিষয়কে তুলে ধরছে। যখন যিশাইয় ৫৫:১২ পদে বলছেন যে গাছেরা হাততালি দেবে, এর মানে হল যে সেখানে এত আনন্দ থাকবে যে প্রকৃতিকে দেখেও আনন্দে মেতে উঠেছে বলে মনে হবে।

বাইবেলের ব্যাখ্যায় সাহিত্যিক রূপ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। একটি চিঠির (রোমীয়) চেয়ে একটি কাব্যিক পুস্তক (গীত) আলাদাভাবে সংযোগ স্থাপন করবে। পার্থক্যগুলি বুঝতে পারলে তা আমাদেরকে প্রতিটি পুস্তক লেখকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। এখানে শাস্ত্রের সাহিত্যের মূখ্য প্রকারভেদের একটি ভূমিকা দেওয়া হল।

সাহিত্যিক রূপ: ইতিহাস

বাইবেলের বেশিরভাগটাই ইতিহাস: পঞ্চপুস্তক বা প্রথম পাঁচটি পুস্তক, ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ, সুসমাচারসমূহ, এবং প্রেরিত, এবং অন্যান্য ছোটো ছোটো বিভাগগুলি বাস্তব লোকজন এবং ঘটনার যথার্থ ঐতিহাসিক বিবরণ।

(বাইবেলে ভাববাদীদের বলা কাল্পনিক কাহিনী এবং যিশুর বলা রূপক কাহিনীও আছে। আমরা এইগুলির ব্যাখ্যা পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করব কারণ এটি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যার চেয়ে আলাদা।)

ইতিহাস পড়ার সময়ে যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে হবে

বাইবেলভিত্তিক ইতিহাস পড়ার সময়ে আপনার যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা উচিত:

(১) কাহিনীটি কী?

ইতিহাস পড়ার সময়ে, আমরা কাহিনীটির নকশার দিকে দেখি। উদাহরণস্বরূপ, লূকের সুসমাচার গালীলে যিশুর পরিচর্যা কাজের কথা বলে; তারপরে এটি যিশুর যিরুশালেমে যাত্রার এবং শিষ্যত্বের ব্যাপারে যিশুর শিক্ষাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করে; যিরুশালেমে যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের উপর আলোকপাত করে লূক শেষ করেছেন। প্রেরিতে, লূক মন্ডলীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিচর্যা কাজ দেখিয়েছেন। আবার, তিনি ভৌগোলিক কাঠামো অনুসরণ করেছেন। সুসমাচার যিরুশালেমে প্রচারিত হয়েছে, তারপর যিহূদিয়া এবং শমরিয়াতে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া হয়েছে; অবশেষে রোমে পৌলের পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে সুসমাচার পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

(২) কাহিনীতে কারা রয়েছে?

যখন আমরা বাইবেলে ঐতিহাসিক চরিত্রদের ব্যাপারে পড়ি, আমরা তখন শিখি যে কোন শক্তিগুলি আমাদের শেখা উচিত এবং কোন দুর্বলতাগুলি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। আমরা এইরকম কিছু প্রশ্ন করি, "কোন বিষয়টি নহিমিয়কে একজন কার্যকারী নেতা বানিয়েছিল?" এবং "শৌলের ব্যর্থতা এবং দায়ূদের সাফল্যের মধ্যে কোনটি পার্থক্য গড়ে তুলেছিল?" আমরা পিতর এবং পৌলের সুসমাচার প্রচারের পদ্ধতি তুলনা করি। বাইবেলের ইতিহাসে আমরা ব্যক্তিদের একটি চিত্র লাভ করি।

(৩) ঐতিহাসিক বিবরণ কি অনুসরণ করার মতো কোনো উদাহরণ প্রদান করে?

ইতিহাস পড়ার সময়ে, আমাদের অবশ্যই এই প্রশ্নটি করতে হবে যে সেই কাজগুলি কি আমাদের অনুসরণ করার মতো উদাহরণ। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঈশ্বর তাঁর লোকেদের থেকে কী আশা করেন সেই ব্যাপারে একটি আদর্শ প্রদান করতে পারে। বিপরীত দিকে, এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস প্রদান করতে পারে যা অনুসরণ করার মতো আদর্শই নয়।

কীভাবে একজন স্ত্রী পেতে হয় – এই ব্যাপারে বিচারকর্তৃগণ ২১ ব্যবহার করা সেই প্রচারকের উদাহরণটি আপনার মনে আছে? সেই উদাহরণে, প্রচারক জিজ্ঞাসা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, "বিচারকর্তৃগণ কি এই কাজটির আদেশ দিচ্ছে নাকি কেবল কাজটির বর্ণনা দিচ্ছে?" বিচারকর্তৃগণ ২১ ইস্রায়েলের কাজের বর্ণনা দিয়েছে; এটি এই আচরণটি করার আদেশ দেয়নি।

যখন ইতিহাস পড়া হচ্ছে, আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা উচিত, "এটা কি অনুসরণ করার মতো একটা উদাহরণ?" বা "এটা কি কেবলই একটা বর্ণনা?" বহুক্ষেত্রেই, উত্তরটা খুবই সহজ; কেউই মনে করে না যে বিচারকর্তৃগণ ২১ আমাদেরকে একজন স্ত্রীকে অপহরণ করার কথা বলেছে! তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্টতা কম থাকে। প্রেরিত পুস্তকটি বিশেষভাবে কঠিন। প্রথম শতকের

মন্ডলীতে ঈশ্বর যে ধরণের আশ্চর্য কাজগুলিই করেছিলেন সেগুলি কি মন্ডলীর আজকের দিনে প্রত্যাশা করা উচিত? আত্মাপূর্ণ সকল বিশ্বাসীই কি পরভাষায় কথা বলবে?

কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে কোনো প্যাসেজটি আমাদেরকে অনুসরণ করার একটি উদাহরণ প্রদান করছে কিনা? যদি আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর সঠিকভাবে না দিই, তাহলে আমরা বিচারকর্তৃগণ এবং প্রেরিত-এর মতো ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি ভুলভাবে পড়ব। যদি আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর সঠিকভাবে না দিই, তাহলে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দগুলির ভিত্তিতে বাইবেলভিত্তিক বিশদগুলির উপর জোর দেব বা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করব। এই নীতিটি মনে রাখবেন: **যদি কোনো ঐতিহাসিক প্যাসেজ আমাদেরকে অনুসরণ করার মতো উদাহরণ দেয়, তাহলে আমরা অন্যান্য প্যাসেজগুলিতেও স্পষ্ট নির্দেশনা বা পুনরাবৃত্ত উদাহরণগুলি পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারি।**

উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত পুস্তকটি দেখায় যে প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সুসমাচার প্রচার নিয়ে আগ্রহী ছিল। আমরা জানি যে এটি আমাদের অনুসরণ করার মতোই একটি উদাহরণ কারণ মথি ২৮:১৯-২০ আমাদেরকে শিষ্য বানানোর আদেশ দেয়। প্রেরিত পুস্তকটি মন্ডলীতে পবিত্র আত্মার কাজগুলিকে দেখায়। আমরা জানি এটি মন্ডলীর জীবনে খুবই সাধারণ ব্যাপারে কারণ যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পবিত্র আত্মা তাঁর অনুসরণকারীদের পরিচর্যা কাজকে শক্তিযুক্ত করবেন (প্রেরিত ১:৮)। যদি আমরা সুসমাচার প্রচারের কাজে বা আমাদের পরিচর্যা কাজে পবিত্র আত্মার শক্তি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা প্রেরিত পুস্তকের আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করি না। এই কাহিনীগুলি মন্ডলীর জন্য প্রদত্ত উদাহরণ।

প্রেরিত পুস্তক আমাদের এটাও বলছে যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সবকিছুই সর্বসাধারণের জন্য ছিল এবং তারা নিজস্ব বাড়িতে আরাধনা করত। শাস্ত্রে কি এই কাজ বা অনুশীলনগুলির আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে? না। কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার অনুশীলনটি স্বেচ্ছানির্ভর ছিল, নির্ধারিত নয়, যেমন পিতর অননীয়কে বলেছিলেন (প্রেরিত ৫:৩-৪)। একইভাবে, শাস্ত্র আমাদেরকে নিজস্ব বাড়িতে আরাধনা করার আদেশ দেয়নি।[22]

যেহেতু শাস্ত্রে এই অনুশীলনগুলির আজ্ঞা দেওয়া হয়নি, তাই আমরা বলতে পারি যে এগুলি মন্ডলীর ইতিহাসের একটি অংশ কিন্তু আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করার মতো উদাহরণ নয়। প্রেরিত পুস্তক ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়কে বর্ণনা করছে; এটি সবসময় এগুলি অনুশীলন করার আজ্ঞা দিচ্ছে না।

(৪) এই ঐতিহাসিক ঘটনায় কোন নীতিগুলি শেখানো হয়েছে?

পৌলের বক্তব্য অনুযায়ী, বাইবেলের ইতিহাস আমাদের নির্দেশনার জন্য দেওয়া হয়েছে (১ করিন্থীয় ১০:১১)। এটি দেখায় কীভাবে ঈশ্বর মানব ইতিহাসে কাজ করেছেন এবং কোন বিষয়টি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট করে। পাঠক হিসেবে, আমাদের অবশ্যই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি থেকে নীতিগুলি খুঁজে বের করতে হবে।

কোনো কাহিনী আমাদের বলে না, "ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল এবং তাদের শাস্তি হয়েছিল। আপনার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত নয়।" পরিবর্তে, আমাদের বলা হয়েছে যে ইস্রায়েল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল; আমরা তাদের পাপের ফলাফল দেখেছি, এবং আমাদের যে নীতিটি শেখানো হয়েছে তা বোঝা উচিত। সরাসরি আজ্ঞাগুলির পরিবর্তে, ইতিহাস ইতিবাচক উদাহরণ দেয় অনুসরণ করার জন্য, এবং নেতিবাচক উদাহরণ দেয় এড়িয়ে চলার জন্য। যিহোশূয়

[22] বর্তমানে বিশ্বের কিছু অংশের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রকাশ্য বিল্ডিংয়ে একত্রিত হওয়ার চেয়ে বরং গৃহ উপাসনাকে নিরাপদ বলে মনে করে। এটি স্থানীয় পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, একটি সর্বজনীন আদেশ নয়।

পুস্তকে আমরা দেখি যে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা বিজয় নিয়ে আসে; বিচারকর্তৃগণের পুস্তকে আমরা দেখি যে অবাধ্যতা বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে।

প্রেরিত পুস্তক

প্রেরিত পুস্তকটি যিশুর মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কী কী ঘটেছিল তার একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রদান করে। নতুন নিয়মের পাঠকদের জন্য, প্রেরিত পুস্তকটি মন্ডলীর জন্য লেখা চিঠিগুলির প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষাপট দান করে।

প্রেরিত পুস্তকটি দেখায় যে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত মন্ডলীকে কোনোভাবেই সুসমাচার প্রচারের কাজের তার লক্ষ্য থামানো সম্ভব ছিল না। মন্ডলী তাত্ত্বিক সমস্যা, অভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ, ভুল শিক্ষাদানকারী, কর্তৃপক্ষের সমস্যা, ভন্ড লোকজন, মন্দআত্মার বাধা, সমাজ এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাড়না, এবং যাত্রাকালে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিল। তবুও, মন্ডলী আনন্দের সাথে এবং বিজয়ের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ পবিত্র আত্মা মন্ডলীকে শক্তিযুক্ত করেছিল, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমস্ত জনসমাজগুলি সুসমাচার দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল।

লূকের প্রেরিত পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য ছিল মন্ডলীকে আত্মবিশ্বাস জোগানো যাতে মন্ডলী সুসমাচার নিয়ে জগতের প্রতি প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য তাঁর যে লক্ষ্য রয়েছে তা পূরণ করা অব্যাহত রাখতে পারে। নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি সহযোগে সমগ্র পুস্তকটি জুড়ে তাঁর উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য সমপর্যায়ের পয়েন্টগুলিও যোগ করা যেতে পারে।

- যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচার নিয়ে যেতে বলেছিলেন (প্রেরিত ১:৮)।
- পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা শিষ্যদেরকে সুসমাচার প্রচারের জন্য শক্তিযুক্ত করেছিলেন এবং ৩,০০০ লোক বিশ্বাস করেছিল (প্রেরিত ২:৪১)।
- লোকেরা নিয়মিত মন্ডলীর সাথে যুক্ত হত (প্রেরিত ২:৪৭)।
- ইহুদি গুরু গমলীয়েল বলেছিলেন যে ঈশ্বরের কাজকে কখনোই আটকানো যায় না (প্রেরিত ৫:৩৯)।
- নির্যাতিত বিশ্বাসীরা যিরুশালেম ত্যাগ করেছিল এবং সুসমাচার প্রচার করেছিল (প্রেরিত ৮:১, ৪)।
- তাড়নায় নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তি রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং একজন মহান সুসমাচার প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন (প্রেরিত ৯:১৩-২২)।
- তদকালে জানা পৃথিবীতে পৌল এবং অন্যেরা মিশনারি কাজের জন্য ছড়িয়ে পড়িয়েছিলেন (প্রেরিত ১৩-২১)।
- পৌল শাসকদের কাছেও প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ২৪-২৬)।
- পৌল সম্রাটের রাজধানী রোমে প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ২৮)।

প্রেরিত পুস্তকের প্রয়োগ

কিছু সময়ে একজন পাঠক মনে করে যে প্রেরিত পুস্তকটি আমাদেরকে বলে যে ***কীভাবে***মিশনের কাজ করতে হয়, বাপ্তিস্ম দিতে হয়, মন্ডলীকে পরিচালনা করতে হয়, এবং পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। প্রেরিত পুস্তকটি কীভাবে প্রথম শতকের

মন্ডলী সেই কাজগুলি করেছিল তার ইতিহাস নথিভুক্ত করেছে; তবে, লেখক প্রেরিত পুস্তকটি মন্ডলীর পরিচর্যা কাজের একটি নির্দেশিকা বই হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে লেখেননি।

আমাদের কখনোই এমন ধারণা করে নেওয়া উচিত নয় যে প্রেরিত পুস্তকে মন্ডলী যেভাবে কাজ করেছিল ঠিক সেইভাবেই আমাদের সবকিছু করা উচিত, কিন্তু আমরা কীভাবে মন্ডলী বিভিন্ন সমস্যা সামলেছিল তা দেখে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি।

প্রেরিত পুস্তক আমাদের দেখায় যে মন্ডলীর ক্রমাগত সুসমাচার নিয়ে আরো অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়া উচিত, সর্বদা অগ্রসর হওয়া উচিত এবং পবিত্র আত্মার শক্তি এবং জ্ঞানের সাথে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তা সামলানো উচিত, বাস্তবিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা উচিত।

সাহিত্যিক রূপ: পুরাতন নিয়মের বিধান

পুরাতন নিয়মের বিধানের মূল্য

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী মনে করে যে পুরাতন নিয়মের যে ঐতিহাসিক বিভাগগুলি খ্রিষ্টীয় নীতিগুলিকে তুলে ধরে সেগুলি বাদ দিয়ে আজকের দিনে একজন বিশ্বাসীর জীবনে পুরাতন নিয়মের বিশেষ কোনো ব্যবহার নেই। তারা মনে করে যে আজকের বিশ্বাসীদের জীবনে পুরাতন নিয়মের কোনো প্রয়োগ নেই।

সাধু পৌল বিশ্বাসীদের জন্য পুরাতন নিয়মের বিধানের পরিবর্তিত ব্যবহার সম্পর্কে বহুবার লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে খ্রিষ্টের মৃত্যু বিধানের দণ্ডাজ্ঞা আমাদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং সেইজন্য আমাদের সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের বিচার করা উচিত নয় যারা বিধানের রীতি-নীতি অনুসরণ করে না (কলসীয় ২:১৪-১৭)। তিনি বলেছেন যে প্রেরিতরা আর ইহুদি নিয়মকানুনের অধীনে নয় (গালাতীয় ২:১৪-১৬)। তিনি একজন পরজাতির প্রচারক হওয়ার ক্ষেত্রে ত্বকচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছিলেন (গালাতীয় ২:৩)। তিনি বলেছেন যে ইহুদি খাদ্যাভাস এবং বিশেষ দিনগুলি সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির তার বিবেক অনুসরণ করা উচিত এবং বিশ্বাসীদের সেই প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্পর্কে একে অপরকে বিচার করা উচিত নয় (রোমীয় ১৪)। তিনি বলেছেন যে একজন বিশ্বাসী বিধানের কাছে মৃত এবং আমরা এমনভাবে ঈশ্বরের সেবা করি যা বিধানের উদ্দেশ্য পূরণ করে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা নয় (রোমীয় ৭:৪, ৬)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেছেন যে কেউই বিধানের কাজ দ্বারা ধার্মিকগণিত হবে না (রোমীয় ৩:২০)।

বাইবেল পুরাতন নিয়মের সেই বিধানগুলি নিয়েও বিবৃতি দেয় যেগুলি দেখায় যে এটি এখনো বিশ্বাসীদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের প্রকৃতির একটি প্রকাশ ছিল, তাই কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসলে সে তাঁর বিধানকেও ভালোবাসত (গীত ১:২, গীত ১১৯:৭, ১৬, ৭০ দেখুন)। পৌল বলেছেন যে বিধান হল পবিত্র, ধার্মিক, এবং উত্তম (রোমীয় ৭:১২)। এছাড়াও, তিনি বলেছেন, "সমস্ত শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত এবং শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী" (২ তিমথি ৩:১৬)। যখন তিনি এই বিবৃতিটি দিয়েছিলেন, তখন *শাস্ত্রলিপি* কথাটি প্রাথমিকভাবে পুরাতন নিয়মকে নির্দেশ করত। পৌল তিমথিকে বলেছেন যে সমস্ত শাস্ত্র তাকে [তিমথিকে] পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী করে তুলতে সক্ষম (২ করিন্থীয় ৩:১৫)। এই বিবৃতিগুলি আমাদের বলে যে বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের কখনোই পুরাতন নিয়মের কোনো অংশকে বাতিল করা উচিত নয়। যদিও আমরা ঈশ্বরের বিধান পালনের দ্বারা পরিত্রাণ পাইনি, তবুও আমরা আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা জানতে চাই যাতে আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি (২ করিন্থীয় ৫:৯-১০)।

পুরাতন নিয়মের বিধানগুলির শ্রেণীবিভাগ

কীভাবে বিশ্বাসীদের আজকে পুরাতন নিয়মের বিধান ব্যবহার করা উচিত তা বুঝতে সাহায্য করার জন্য আমরা বিধানগুলির কিছু শ্রেণীবিভাগ দেখব।

আনুষ্ঠানিক বিধানগুলি ছিল বলিদান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস, এবং বিশেষ দিন পালন সংক্রান্ত। পৌল বলেছেন যে এই বিধানগুলি খ্রিষ্টের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে (কলসীয় ২:১৬-১৭)। ইব্রীয় পুস্তকটি পুরাতন নিয়মের অনুষ্ঠানগুলির অর্থের অনেক প্রয়োগ প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মন্দিরে সবকিছু রক্ত দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হত, যা খ্রিষ্টের রক্তকে চিহ্নিত করে, যা বিশ্বাসীদের পরিশুদ্ধ করবে (ইব্রীয় ৯:১৪, ২১-২৪)।

নাগরিক বিধানগুলি ইস্রায়েলকে একটি জাতি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। নাগরিক আইনগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নয়, বরং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি করা হত। উদাহরণস্বরূপ, যারা ডাকিনীবিদ্যা অভ্যাস করত, তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত (যাত্রাপুস্তক ২২:১৮), তবে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিচার এবং মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত মত অনুযায়ী নয়। দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:২-১২ স্থানীয় প্রশাসনের সাক্ষীদের কথা শোনা এবং সেই অনুযায়ী বিচার ঘোষণা করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করে; বেশি জটিল বা কঠিন ঘটনাগুলোর জন্য উচ্চ আদালত উপলব্ধ ছিল।

আজকে কোনো দেশের বিধান আলাদা হতেই পারে, এবং কোনো বিশ্বাসীর কখনোই প্রাচীন ইস্রায়েলের নাগরিক আইনগুলি জারি করার জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। তবে, সেই বিধানগুলি আমাদেরকে ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং তিনি তাঁর লোকেদের থেকে যে ধার্মিকতার প্রত্যাশা করেন সেই বিষয়ে শিক্ষা দেয়। যেমন, যাত্রাপুস্তক ২২:১৮-তে দেওয়া বিধানটি আমাদেরকে বলে যে একজন ব্যক্তির পক্ষে জাদুবিদ্যা (witchcraft) অভ্যাস করা হল অপকর্ম। অন্যান্য নাগরিক আইনগুলি আমাদের জানায় যে ঈশ্বর চান যে একটি জাতি দুঃস্থদের রক্ষা করুক এবং সমস্ত ধরণের লোকের মধ্যে অবিচার রোধ করুক (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৪-১৫, ১৭-২২)।

বাইবেল ব্যাখ্যাকারী প্রথমে পুরাতন নিয়মের নাগরিক আইনের একটি নীতি বোঝার চেষ্টা করে, তারপরে বিবেচনা করে দেখে যে কীভাবে একজন বিশ্বাসীর আজকের দিনে সেই নীতিটি প্রয়োগ করা উচিত। আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "ঈশ্বরের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ছিল? ঈশ্বর যে বিষয়গুলিকে মূল্য দেন সেগুলি সম্পর্কে এই বিধানটি কী প্রকাশ করে?" তারপরে আমরা বিবেচনা করে দেখি যে কোন আধুনিক প্রয়োগটি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে।

নৈতিক বিধানগুলি সঠিক জীবনযাত্রার জন্য ঈশ্বরের স্থায়ী শর্তগুলিকে বিবৃত করে। নৈতিক বিধানগুলি সততা, যৌনতা, মূর্তিপূজা, এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলে (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৫, ১৩-১৬)। বহু নৈতিক বিধানই নতুন নিয়মে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নৈতিক বিধানগুলি হল আজকের বহু দেশ নাগরিক আইনের ভিত্তি, যদিও তাদের আইনগুলি ঈশ্বরের বিধানকে সম্পূর্ণভাবে বা অবিচলিতভাবে অনুসরণ করে না। তাঁর লোকেদের জন্য ঈশ্বরের বিধানগুলির পরিসর সমাজ যা চায় তার চেয়ে অনেক বেশি।

বিধানগুলিকে আমরা যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছি তা নিখুঁত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের অনুচ্ছেদগুলিতে তিনটি শ্রেণীর বিধানই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এমন কিছু বিধানও সেখানে রয়েছে যেগুলিকে শ্রেণিভুক্ত করা সহজ নয়। যদিও এটি নিখুঁত নয়, এই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিটি আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে কীভাবে পুরাতন নিয়মের বিধানগুলি নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য।

পুরাতন নিয়মের বিধানের ব্যাখ্যা[23]

যখন আপনি পুরাতন নিয়মের বিধান পড়ছেন, তখন আপনি যে বিধানটি অধ্যয়ন করছেন তার বৃহত্তর প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করুন। পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করুন। কীভাবে সেই বিধানটি তার সংযুক্ত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানানসই?

এরপর প্রশ্ন করুন:

(১) আসল বা প্রথম শ্রোতাদের কাছে এই পাঠ্যটি কোন অর্থ প্রকাশ করেছিল?

ইস্রায়েল কীভাবে একটি বিধান ব্যাখ্যা করত তা বোঝার জন্য নিচের প্রশ্নগুলি করুন:

- বিধানটি এবং পারিপার্শ্বিক পদগুলির মধ্যে কি কোনো সংযোগ আছে?
- বিধানটি কি ইস্রায়েলের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া?
- বিধানটি কি পুরাতন নিয়মের বলিদান ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত?

(২) বাইবেলের শ্রোতা এবং আমাদের জগতের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে?

আমাদের জগৎ ও নূতন নিয়মের মধ্যে আমাদের জগৎ ও পুরাতন নিয়মের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

- আমরা এখন আর একটাই কেন্দ্রীয় মন্দিরে যাই না; পবিত্র আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন।
- আমরা আর বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসি না; খ্রিষ্ট একবারই সকলের জন্য মারা গেছেন (ইব্রীয় ১০:১০)।
- ঈশ্বরের বাক্য আমাদের দেশের আইন নয়। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে বাস করি।

(৩) এই পাঠ্যে কোন কোন নীতি শেখানো হয়েছে?

পুরাতন নিয়মের আইন অনুসারে নির্দিষ্ট কাজের প্রয়োজন বর্তমানে নাও হতে পারে।। আমাদের সেই বিধানটির মাধ্যমে শেখানো স্থায়ী নীতির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এটিই হল সেই ব্রিজ যা শাস্ত্রকে এটির প্রাচীন বিন্যাস থেকে আধুনিক জগতে নিয়ে আসে। এই নীতিটি পুরাতন নিয়মের শ্রোতা এবং একজন সমসাময়িক শ্রোতা উভয়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক হবে।

১-২টি বাক্যে নীতিটি ব্যাখ্যা করুন। নীতিটি যে প্রকৃতই বাইবেলভিত্তিক তা নিশ্চিত করার জন্য, এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন:

- এই নীতিটি কি বিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে?
- এই নীতিটি কি সবসময়ের এবং সব স্থানের লোকের জন্য প্রযোজ্য?
- এই নীতিটি কি শাস্ত্রের বাকি অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

(৪) নতুন নিয়ম কি কোনোভাবে এই নীতিটি গ্রহণ করেছে?

পূর্বোক্ত তিনটি মূল প্রশ্নের প্রত্যেকটিই শাস্ত্রীয় যেকোনো অংশ ব্যাখ্যার জন্যই কার্যকর। যখন আমরা পুরাতন নিয়মের পাঠ্যগুলি অধ্যয়ন করি, তখন এই শেষ প্রশ্নটি ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াতে যুক্ত হওয়া উচিত। আপনি যদি পুরাতন নিয়মের কোনো অংশে একটি

[23] এই বিভাগটি J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012) থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

সর্বজনীন নীতি খুঁজে পান, তাহলে সেই নীতিটি আজকেও কার্যকর। তবে, নতুন নিয়ম দেখাতে পারে যে পুরাতন নিয়মের চেয়ে সেখানে প্রয়োগটি আলাদা।

উদাহরণস্বরূপ, যাত্রা পুস্তক ২০:১৪ পদ আজ্ঞা দেয়, "তুমি ব্যভিচার কোরো না"। পর্বতের উপরে দেওয়া শিক্ষায় যিশু এই প্রয়োগটিকে কেবল কাজে নয়, ভাবনা-চিন্তাতেও বিস্তার করেছেন (মথি ৫:২৮)। যিশুর শিক্ষা যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ পদের নীতিটিকে বাতিল করে না; বরং এটির প্রয়োগকে আরো গভীর করে।

সাহিত্যিক রূপ: কাব্য

বাইবেলে প্রচুর কবিতা আছে। ইয়োব, গীত, হিতোপদেশ, এবং পরমগীত বেশিরভাগটাই পুরোপুরিভাবে কাব্যিক রূপে লেখা, এবং উপদেশকে কিছু কবিতা রয়েছে। ভাববাদী পুস্তকগুলিতেও অনেক কবিতা রয়েছে। কাব্য হল লেখার এক শৈলী যা দৃঢ় আবেগ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ঐতিহাসিক বর্ণনার বিশদ তুলে ধরার জন্য বা যুক্তিগত বিতর্ক তৈরি করার জন্য লেখা হয়নি। কবিতায়, আমরা কবির হৃদয়ের কথা শুনতে পাই; আমরা খুব নির্দিষ্টভাবে কবিতায় প্রকাশিত আবেগের প্রতি সংবেদনশীল হই।

কবিতা প্রায়শই রূপক বা আলংকারিক রূপ ব্যবহার করে, এবং এটির বর্ণনা সবসময় আক্ষরিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে, তা নয়।

এখানে গীত থেকে একটি কাব্যিক বক্তব্য তুলে ধরা হল: """যখন তারা দেখবে যে তোমার ধনুক তাদের দিকে লক্ষ্য করে আছে" (গীত ২১:১২)। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে ঈশ্বরের কাছে কোনো আক্ষরিক বা প্রকৃত ধনুক নেই যা আক্ষরিক কোনো তীর ছুঁড়বে। লেখক বলছেন যে ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা করতে চায় এমন যেকোনো কাউকেই তিনি পরাজিত করতে সক্ষম। লেখক বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের বিজয়ে আত্মবিশ্বাস রাখতে বলছেন।

কবিতা প্রায়শই কল্পনাপ্রসূত সত্যকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে যা বাইবেলের অন্য কিছু ক্ষেত্রে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কবিতার একটি অনুচ্ছেদ থেকে একটি মতবাদ বা অনুশীলন গড়ে তুলবেন না যদি না কোনো সহজ অনুচ্ছেদে সেই একই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

হিব্রু কবিতা কখনো কখনো শব্দের একটি প্যাটার্ন বা ধারা ব্যবহার করে কিন্তু ঐতিহ্যগত বাংলা বা ইংরেজি কবিতার মতো ছন্দ তৈরি করে না। হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা আপনাকে এর সৌন্দর্যকে আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

হিব্রু কাব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সমান্তরালতা (Parallelism)

হিব্রু কবিতা সাধারণত প্যারালেলিজম বা সমান্তরালতাভিত্তিক। দুটি সমান্তরাল বিবৃতি একসাথে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয় বিবৃতি প্রথম বিবৃতিটিতে কিছু অর্থ যোগ করে কিন্তু সবসময়েই কোনো অতিরিক্ত বক্তব্য যুক্ত করে এমন নয়।

তিন ধরণের সমান্তরালতা আছে:

- একটি পদ একই বিষয় দু'ভাবে বলে (গীত ২৫:৪, গীত ১০৩:১০, হিতোপদেশ ১২:২৮)।

- একটি পদ দেখায় যে কীভাবে দু'টি বিষয় একে অপরের থেকে আলাদা (গীত ৩৭:২১, হিতোপদেশ ১০:১, ৭)।
- একটি পদ প্রথমে একটি বিবৃতি বা বক্তব্য প্রকাশ করে তারপর পরবর্তী বিবৃতিটিতে আরো কিছুটা বিশদ যোগ করে (গীত ১৪:২, গীত ২৩:১, হিতোপদেশ ৪:২৩)।

সমান্তরালতা ব্যাখ্যা করার সময়, দ্বিতীয় লাইনটি প্রথমটিতে কী যোগ করছে তা খেয়াল করুন। এটি কি প্রথম লাইনটিকে দৃঢ় করেছে, এটি কি প্রথম লাইনটির বৈপরীত্য প্রদান করেছে, নাকি এটি কোনো নতুন তথ্য যোগ করেছে?

বাক্যালংকার (Figures of Speech)

বাইবেলের সমস্ত পুস্তকে বাক্যালংকারের ব্যবহার থাকলেও, এগুলি কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হিব্রু কবিতায় যে বাক্যালংকার পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১। দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা যেগুলি কোনোভাবে অনুরূপ: "সদাপ্রভু আমার পালক" (গীত ২৩:১)।

২। একটি বিবৃতিকে দৃঢ় করার জন্য সেটিতে অত্যুক্তির ব্যবহার। দায়ূদ তার কষ্টকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "সারারাত ধরে কেঁদে আমি বিছানা ভিজিয়েছি" (গীত ৬:৬)।

৩। কোনোকিছুর বিষয়ে এমনভাবে কথা বলা যেন সেটি কোনো ব্যক্তি: "পথে পথে প্রজ্ঞা চিৎকার করে বেড়ায়, প্রকাশ্য চকে সে তার সুর চড়ায়" (হিতোপদেশ ১:২০)।

৪। মানবচরিত্র ব্যবহার করে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা: "তিনি পৃথিবীর সকলকে নিরীক্ষণ করেন; তাঁর দৃষ্টি তাদের পরীক্ষা করে" (গীত ১১:৪)।

কাব্যিক রূপক ব্যাখ্যা করার সময়ে জানার চেষ্টা করুন যে চিত্রটি এমন কী প্রকাশ করছে যা আমরা একটি সাধারণ বিবৃতি থেকে বুঝতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, "সদাপ্রভু আমার পালক" – এই কথাটি "ঈশ্বর আমার খেয়াল রাখেন" কথাটির চেয়ে অনেক বেশি গভীর। এটি তাঁর যত্নের ব্যাপারে কথা বলে, কিন্তু সেইসাথে তাঁর প্রেম, তাঁর নেতৃত্ব, আমাদের শত্রুদের থেকে তাঁর সুরক্ষা, এবং যখন আমরা তাঁর যত্ন থেকে বিপথে চলে যাই তখন তাঁর শাসনের কথাও বলে।

গীতসংহিতা পুস্তক

গীতের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরণের গীত আছে। প্রশংসার গীতগুলি ঈশ্বরকে তাঁর চরিত্র, আশীর্বাদ, এবং হস্তক্ষেপের জন্য সম্মান জানায় (গীত ২৩, ২৯)। ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কিত গীতগুলি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং ধার্মিকতার প্রশংসা করে (গীত ১১৯)। বিষাদের গীতগুলি ঈশ্বরের প্রতি অনুভূতি প্রকাশ করে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে (গীত ৩, ১৩, ২২)। রাজার ব্যাপারে লেখা গীতগুলি সেইসমস্ত আশীর্বাদকে বর্ণনা করে যা এমন এক রাজার মাধ্যমে একটি জাতির কাছে আসে যিনি ঈশ্বরকে সম্মান করেন, এবং এই গীতগুলি ভবিষ্যতের মুক্তিদাতার রাজ্যের দিকেও নির্দেশ করে (গীত ২১, ৭২)। ক্রোধের গীতগুলি মন্দ লোকদের জন্য ঈশ্বরের বিচার এবং তাঁর দাসদের জন্য সুরক্ষা প্রার্থনা করে (গীত ৬৯:২১-২৮, গীত ৫৯)। অন্যান্য ধরণের গীতগুলিও তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।

গীতসমূহের প্রয়োগ

নতুন নিয়ম আমাদেরকে গীত ব্যবহারের কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে জানায়। গীত ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আরাধনাকে প্রকাশ করে (ইফিষীয় ৫:১৯)। এগুলি তত্ত্বজ্ঞান এবং অনুপ্রেরণার জন্য উপযোগী (কলসীয় ৩:১৬)।

এমন নয় যে গীতগুলিতে প্রকাশিত প্রতিটি মনোভাবই এমন মনোভাবের উদাহরণ যা আমাদের থাকতে হবে। তবে, আমরা গীতগুলি থেকে শিখতে পারি যে প্রতিটি মনোভাবই ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়া উচিত। প্রার্থনায়, আপনি যা কিছু অনুভব করছেন তা আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। গীত আমাদেরকে দেখায় যে একজন বিশ্বাসী যে আত্মবিশ্বাসহীনতা, ভয়, বা রাগ নিয়ে সংগ্রাম করছে ঈশ্বর তার বিশ্বাসকে নতুন করে তুলতে পারেন ।

সাহিত্যিক রূপ: জ্ঞানমূলক সাহিত্য

ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, এবং গীতের কিছু অংশ এবং যাকোবের পত্র সেই ধারাটিকে উপস্থাপন করে যা প্রবাদ বা জ্ঞানমূলক সাহিত্য নামে পরিচিত। হিতোপদেশ এবং উপদেশক পুস্তকে নির্দেশগুলি নবীন পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে যারা জীবনের নীতিসমূহ শিখছে।

ইয়োবের পুস্তক

ইয়োবের দীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলি বিভিন্ন মানব বক্তার বক্তব্যগুলিকে প্রকাশ করে, যার মধ্যে ইয়োব নিজেই রয়েছেন। বক্তারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। একজন বাইবেল ব্যাখ্যাকারীর মানুষের কোনো বক্তৃতা থেকে বিবৃতি নেওয়া এবং সেগুলিকে বাইবেলের নীতি হিসেবে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের বাক্য এবং দৃষ্টিকোণ দিয়ে সেই বিবৃতিগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে। ইয়োব ৩৮-৪২ অধ্যায়ে ঈশ্বর বক্তৃতাগুলিতে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, এবং ইয়োব ১-২ অধ্যায় ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিটিও দেখায়।

সাহিত্যিক রূপ: হিতোপদেশ

হিতোপদেশ হল জীবনের পর্যবেক্ষণ যা সংক্ষিপ্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সেগুলি সাধারণত যা ঘটে তাই বলে, কিন্তু এগুলি কখনোই বলে না যে সেগুলির কোনো ব্যতিক্রম নেই।

একটি প্রবাদকে সাধারণ স্তর থেকে ব্যাখ্যা করা সহজ। তবে, এই সাহিত্যিক রূপটি একটি নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জকে সামনে আনে। একটি প্রবাদ জীবন সম্পর্কে একটি প্রচলিত বা সাধারণ নীতিকে বিবৃত করে, কিন্তু এটি সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, হিতোপদেশ ২১:১৭ পদ বলে,

> যে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ ভালোবাসে সে দরিদ্র হয়ে যাবে; যে দ্রাক্ষারস ও জলপাই তেল ভালোবাসে সে কখনও ধনবান হবে না ।

সাধারণ নিয়ম হিসেবে, যারা কাজের চেয়ে বেশি বিলাসিতাকে পছন্দ করে তারা দরিদ্র হয়ে পড়বে। এই সাধারণ নিয়মটি সত্য, কিন্তু এর প্রচুর ব্যাতিক্রম রয়েছে। কিছু ধনী ব্যক্তি কোনো পরিশ্রম ছাড়াই উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পত্তি পায়। তারা তাদের জীবন মদ্যপান করে এবং ভোগবিলাসেই কাটিয়ে দেয়, কিন্তু তারা ধনী। আবার অনেকে কঠিন পরিশ্রম করে কিন্তু দরিদ্রই থেকে যায়। এই প্রবাদটি একটি সাধারণ নিয়ম শেখায়, বিশ্বজনীন নীতি নয়।

বাইবেলে কেবল হিতোপদেশ পুস্তকটিতেই নয়, অন্যত্রও অনেক প্রবাদ আছে। এখানে যিশুর বলা একটি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া হল: "... কারণ যারাই তরোয়াল ধারণ করে তারাই তরোয়ালের দ্বারা মৃত্যুবরণ করবে " (মথি ২৬:৫২)। এমন অনেক হিংসাত্মক মানুষ আছে যারা নির্মমভাবে মারা যায়নি। পুনরায়, এই প্রবাদটিও একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ হিসেবে সত্য, কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে।

একটি প্রবাদ ব্যাখ্যা করার সময়ে আমাদের এই প্রশ্নগুলি জানতে চাওয়া প্রয়োজন:

(১) কোন সাধারণ নীতিটি এই শাস্ত্রটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

হিতোপদেশ ২১:১৭ পদে যে নীতিটি দেখা যায় সেটি হল কঠিন পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতার মূল্যবোধ। বেশিরভাগ প্রবাদই একটি নীতির সারসংক্ষেপ করে যা একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা যেতে পারে।

(২) এই নীতিটির কোন কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়?

হিতোপদেশ ২১:১৭ পদের ক্ষেত্রে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ব্যতিক্রম দেখতে পাই। এটি নীতিটির বিরোধিতা করে না; এটি সহজভাবে দেখায় যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে সাধারণ নীতিগুলির ব্যতিক্রম রয়েছে।

(৩) বাইবেলে কোন ব্যক্তিরা এই নীতিটি প্রদর্শন করে?

একটি প্রবাদ ব্যাখ্যা করার সময়ে, বাইবেলের এমন কোনো চরিত্রকে খুঁজে বের করা সহায়ক হবে যে সেই প্রবাদটির নীতিটিকে প্রকাশ করে। যেমন, প্রবাদটি বলছে, “যখন অহংকার আসে, তখন অপমানও আসে, কিন্তু নম্রতার সঙ্গে আসে প্রজ্ঞা” (হিতোপদেশ ১১:২)। শৌলের অহংকার এবং পাপের প্রতি দায়ূদের নম্র স্বীকারোক্তি দেখায় যে এই প্রবাদটি বাস্তব জীবনে কেমন হয়।

হিতোপদেশ পুস্তক

হিতোপদেশ পুস্তকের বেশিরভাগ অংশ শলোমন লিখেছেন। পুস্তকটির উল্লিখিত উদ্দেশ্য হল অপরিণত বা অপক্ক ব্যক্তিকে প্রজ্ঞা অর্জনে সাহায্য করা এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে আরো জ্ঞানী হতে সাহায্য করা (হিতোপদেশ ১:৪-৫)।

হিতোপদেশ পুস্তকটিতে তিন প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে। **সরল ব্যক্তিটি** প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছে কিন্তু তার এখনো জীবনের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি নেই। সরল ব্যক্তিকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এমন ভুল করা এড়াতে হবে যা তার সর্বনাশ করবে।

জ্ঞানী ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের নীতি অনুসারে কীভাবে জীবনযাপন করতে হয় তা বোঝে। মানুষ যদি জ্ঞানী হতে চায় তবে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে ভয় করতে হবে (হিতোপদেশ ৯:১০)। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ক্রমাগত শিখতে থাকে।

মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞান (ঈশ্বরের নীতি) প্রত্যাখ্যান করে এবং শুনতে অস্বীকার করে। সে খারাপ চরিত্র প্রকাশ করে এবং ভুল সিদ্ধান্তে ভোগে। একজন মূর্খের বুদ্ধির অভাব হয় না কিন্তু সে জীবনকে বোঝে না কারণ সে ঈশ্বরের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করেছে।

যে বিষয়গুলি হিতোপদেশ পুস্তকটিতে বারবার দেখা গেছে, সেগুলি হল (১) অলসতার বিপদ এবং পরিশ্রমের মূল্য (২) যৌনতামূলক পাপের ফলে ঘটা বিপর্যয়, এবং (৩) বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের নৈতিকতা।

উপদেশক পুস্তক

উপদেশক পুস্তকটি শলোমন লিখেছেন (উপদেশক ১:১)।

উপদেশকের বার্তা: **যদি** কেবলমাত্র এই জীবন থাকে, তবে জীবনের কোনো ন্যায় বা উদ্দেশ্য বা কোনো মহৎ কৃতিত্ব নেই।

উপদেশক ব্যাখ্যা করে যে কেন পার্থিব জীবন মানুষকে চূড়ান্ত সন্তুষ্টি বা উদ্দেশ্য দিতে পারে না। এই জীবনে:

- ন্যায়বিচার উপেক্ষা করা হয়।
- সবাই মারা যাবে এবং সকলেই বিস্মৃত হবে।
- দুষ্টের উন্নতি হয়।
- প্রজ্ঞা সবচেয়ে শক্তিশালী তবুও তা তুচ্ছ করা হয়।
- প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দুঃখ বাড়ায়।

উপদেশক আমাদের দেখায় যে একজন ব্যক্তি যে শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবন যাপন করে সে:

- আনন্দ করে, কিন্তু জীবনের বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন থাকে।
- মনে রাখে যে মৃত্যু আসছে।
- ভাল জিনিস উপভোগ করে এবং সেগুলিতে আনন্দ পায়, তবে ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে।
- কোনো পার্থিব লক্ষ্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে দেয় না।

শলোমন এই উপসংহারে এসেছিলেন: যেহেতু বিচার আছে, তাই ঈশ্বরের সেবা করুন এবং যুবাবস্থা থেকেই তাঁর আদেশ পালন করুন।

সাহিত্যিক রূপ: পুরাতন নিয়মের ভাববাণী

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের পুস্তকগুলি হল প্রচারিত বার্তাসমূহের লিখিত সংগ্রহ। শাস্ত্রে ১৬ জন ভাববাদীর বার্তা লিপিবদ্ধ আছে। কেবল যিরমিয়ের দু'টি পুস্তক আছে। কিছু ভাববাদী এমন কিছু পুস্তক লিখেছেন যা শাস্ত্রে নেই (১ বংশাবলী ২৯:২৯)। আমরা যতদূর জানি, এমন শত শত ভাববাদী ছিলেন যারা কিছুই লেখেননি।

যে ১৬ জন ভাববাদী লিখেছেন তারা ৭৪০-৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাদে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন (ইস্রায়েলের পতন হয়েছিল ৭২২ খ্রিষ্টপূর্বাদে)। যিহুদার পতন হয়েছিল ৫৮৭ অব্দে।)। ইতিহাসের এই সময়কালে, পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্রাজের উত্থান এবং পতন ইস্রায়েলকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং ধর্মীয়ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই সময়ে, ইস্রায়েল এবং যিহুদার বহু লোক ঈশ্বরের সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং বিভিন্ন প্রতিমার উপাসনা করা শুরু করেছিল।

ভাববাদীরা ঈশ্বরের চুক্তির প্রবক্তা ছিলেন। তারা ঈশ্বরের চাহিদাগুলি সম্বন্ধে লোকদের স্মরণ করিয়ে দিত। বহুকাল আগে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ইস্রায়েল তাঁর প্রতি তাদের বাধ্যতা বা অবাধ্যতার ফলস্বরূপ আশীর্বাদ বা অভিশাপ লাভ করবে (লেবীয় পুস্তক ২৬, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮-৩২)। ভাববাদীরা সেই প্রতিজ্ঞাগুলির পূর্ণতা ভাববাণী করেছিলেন। বাধ্যতার জন্য আশীর্বাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সুন্দর জীবন, সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, কৃষির প্রাচুর্য, স্বাধীনতা, এবং নিরাপত্তা। অবাধ্যতার জন্য অভিশাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মৃত্যু, রোগ, খরা, দুর্ভিক্ষ, বাড়িঘর ও শহর ধ্বংস, যুদ্ধে পরাজয়, স্বদেশ থেকে নির্বাসন, স্বাধীনতা হারানো, দারিদ্র্য এবং অপমান।

ভাববাণী ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া কোনো বার্তার সংযোগ স্থাপন করা। ভাববাণী ছিল প্রচার করা, একটি বর্তমান উদ্বেগকে সম্বোধন করা, এবং অবিলম্বে সাড়া দেবার জন্য আহ্বান করা। ভাববাদীদের বার্তায় প্রায়শই ভবিষ্যদ্বাণী থাকত। তবে, ভাববাদী নিজে একজন প্রচারক ছিলেন। তার বার্তা ভাববাণীমূলক হোক বা না হোক তাতে ভবিষ্যদ্বাণী থাকত।

বহু ক্ষেত্রেই, আমরা জানি না একটি ভাববাণীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কীভাবে বা কবে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সেই প্যাসেজগুলি থেকে শিক্ষালাভের জন্য এ বিষয়ের তথ্যটি জানা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। প্রায়শই একজন ভাববাদী এবং তার সাম্প্রতিক শ্রোতাদের জীবনকালে পূর্ণতা ঘটতে দেখা যেত না, কিন্তু তার বার্তার তাৎক্ষণিক প্রয়োগ এবং প্রত্যুত্তরের জন্য প্রচারিত হত। ভাববাদীরা ঈশ্বরের ভবিষ্যত রাজ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এই কারণে যে বর্তমান সময়ে মানুষের অনুতপ্ত হওয়া এবং ঈশ্বরের অনুগত হওয়া উচিত (হবক্কূক ২:১৪)।

সংযোগ স্থাপন এবং দৃষ্টান্ত তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভাববাদীদের পদ্ধতিগুলি সাধারণত অন্যরকম এবং নাটকীয় হত। তাদের বার্তাগুলি রূপক চিত্র এবং কখনো কখনো বাস্তবিক প্রদর্শন ব্যবহার করত। **তবে, তারা কখনোই প্রচার করেননি যে লোকেদের নতুন এবং অস্বাভাবিক বা অন্যরকম কিছু করা উচিত, বরং তারা বলতেন যে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের প্রকাশিত বিধান মেনে চলা উচিত।**

ভাববাদীদের প্রচার, যা লোকেদেরকে চুক্তির শর্তাবলীর (ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক) প্রতি ফিরিয়ে আনার জন্য ছিল, তা আজকেও মানুষকে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের শর্তে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচার করা যেতে পারে ।

ভবিষ্যদ্বাণীর (এমনকি এমন ঘটনা যা সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে) উদ্দেশ্য ছিল অবিলম্বে তার প্রভাব ফেলা। মানুষকে অনুতপ্ত হতে এবং ঈশ্বরের অনুগত হতে বলা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যটি আজকের প্রচারের উদ্দেশ্যের অনুরূপ।

কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী শর্তসাপেক্ষ ছিল। শ্রোতারা অনুতাপ করে ভবিষ্যদ্বাণীতে করা বিচার এড়াতে পারত (যিরমিয় ১৮:৭-১১, যিরমিয় ২৬:১৩-১৯)। নীনবী নগরে যোনার শ্রোতারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল, যদিও যোনার বার্তাটি অনুগ্রহের বার্তা ছিল না (যোনা ৩:৪-৫, ৯-১০)।

ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের পূর্ণতা শর্তাধীন নয়; উদাহরণস্বরূপ, যিশাইয় ৪৩:৫-৬ পদে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি নির্বাসিতদের ইস্রায়েলে তাঁর নিজের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু অংশটি এমন কোনো শর্ত দেয় না যা ইস্রায়েলকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে । তবুও, এই ঘটনাগুলিতে একজনের নিজের জায়গা তার নিজের পছন্দ দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

ভাববাণীর পুস্তকগুলিতে ঐতিহাসিক বর্ণনার অনুচ্ছেদ রয়েছে, তবে বক্তব্যগুলি সাধারণত কাব্যিক আকারে রয়েছে। সেই ঐতিহাসিক বর্ণনাকে আলাদা করা কঠিন নয় যেটি মূলত প্রতীকধর্মী কাব্যিক অংশের চেয়ে আক্ষরিক অর্থেই ব্যাখ্যা করা উচিত।

ভাববাণী পুস্তকগুলির উল্লেখযোগ্য শর্ত এবং ধারণাসমূহ

মূর্তিপূজা: চুক্তির প্রাথমিক লঙ্ঘন।

ব্যভিচার: যা প্রায়ই মূর্তিপূজার সমপর্যায়ের একটি পাপ এবং মূর্তিপূজা বোঝাতে তা রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

জাতিসমূহ: সেই বিশ্বকে বোঝায় যা ঈশ্বরের সাথে চুক্তির সম্পর্কে ছিল না। দু’টি উপ-বিষয়:

১। এই জাতি ও দেশগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইস্রায়েলের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করে।

২। ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হল যে ইস্রায়েল তাঁকে সমস্ত জাতি ও দেশের মধ্যে গৌরবান্বিত করবে।

মন্দির: ঈশ্বরের উপস্থিতির কেন্দ্রস্থল। দুটি উপ-বিষয়:

১। ভণ্ড উপাসনা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করে।
২। শত্রুদের দ্বারা মন্দিরে আক্রমণ ইস্রায়েলের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি হারানো দেখায়।

দেশ/উত্তরাধিকার: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের আশীর্বাদ করার জন্য যে বিশেষ স্থানে রেখেছিলেন।

বন্দিদশা: ঈশ্বর যে স্থান দিয়েছিলেন সেখান থেকে অপসারণ এবং অন্যান্য জাতির দাসত্ব। বন্দিত্ব মানে ইস্রায়েল ঈশ্বরের আশীর্বাদ হারিয়েছে।

বৃষ্টি (এবং সম্পর্কিত পরিভাষা): তিনি ইস্রায়েলীয়দের যে দেশ দিয়েছিলেন সেখানে ঈশ্বরের ক্রমাগত আশীর্বাদের একটি চিহ্ন। বৃষ্টির অভাব ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কথা বলেছিল।

শষ্যছেদন (এবং সম্পর্কিত পরিভাষা): বৃষ্টি এবং জমির ধারণার সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

প্রভুর দিন: ভবিষ্যতে ঈশ্বরের এক আকস্মিক বিচার যা দুষ্টদের ধ্বংস করবে। ইস্রায়েল ভেবেছিল বিচার অন্যান্য জাতির জন্য এবং তাদেরও বিচার করা হবে শুনে তারা আতঙ্কিত হয়েছিল।

ঘোড়া (অশ্ব): সামরিক শক্তি বা সৈন্যবাহিনীকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

মিশর থেকে মুক্তি: ঐতিহাসিক ঘটনা যা ইস্রায়েলকে একটি জাতি এবং ঈশ্বরকে তাদের রাজা বানিয়েছিল। উদ্ধারের পরে গঠিত চুক্তিকে মূর্তিপূজা অসম্মান করেছিল।

ভাববাণীমূলক সাহিত্যের ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাববাণীমূলক সাহিত্য হল সবচেয়ে কঠিন ধরণের সাহিত্য। যথার্থভাবে ভাববাণীমূলক সাহিত্য ব্যাখ্যা করার জন্য, তিনটি প্রশ্ন ব্যবহার করুন:

(১) ভাববাদী তার জগতে কী বলেছিলেন?

জনপ্রিয় মতামতের বিপরীতে, ভাববাণীমূলক সাহিত্য কেবল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে নয়। ভাববাদী তার নিজের জগতের সাথে প্রথমে কথা বলেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, আমোষ ইস্রায়েল জাতির উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যারা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিল। লোকেরা সমৃদ্ধ ছিল এবং ধরে নিয়েছিল যে তারা কোনো পরিণাম ছাড়াই ঈশ্বরের বিধান উপেক্ষা করতে পারে। আমোষ বিচারের একটি বার্তা ঘোষণা করেছিলেন: ইস্রায়েলের বিচার হবে, কারণ সে ন্যায়বিচার এবং ধার্মিকতা ত্যাগ করেছিল (আমোষ ৫:৭)।

(২) তার বার্তার প্রতি লোকেদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

আমোষের বার্তায় ইস্রায়েলের প্রতিক্রিয়াটি বেথেলের মহাযাজক অমৎসিয়ের প্রতিক্রিয়াতে দেখা যায়। তিনি আমোষকে যিহুদাতে ফিরে যেতে এবং উত্তরের রাজ্যে আর প্রচার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (আমোষ ৭:১০-১৩)।

(৩) ভাববাদীর বার্তার কোন নীতিটি আজকে আমাদের জগতে প্রযোজ্য?

ঠিক যেভাবে প্রাচীন ইস্রায়েলে ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের জন্য ন্যায়বিচার এবং ধার্মিকতাই মাপকাঠি ছিল, ঠিক সেইভাবেই ঈশ্বর আজকে তাঁর লোকেদের থেকে ন্যায়বিচার এবং ধার্মিকতা প্রত্যাশা করেন। ধার্মিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের আহ্বানকে অবজ্ঞা করে আমরা কোনোমতেই তাঁর গৃহে আরাধনা করতে পারি না (আমোষ ৫:২২-২৪)।

এই প্রশ্নগুলি ভাববাদীর জগৎ থেকে আমাদের জগতে ভাববাণীর সত্যতাটিকে নিয়ে আসে। ভাববাদীর জগতের দিকে তাকিয়ে, আমরা নিশ্চিত করি যে আজকের জন্য আমাদের ব্যাখ্যা মূল বার্তাটিতেই নিহিত আছে।

সাহিত্যিক রূপ: অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্য

অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত (apocalyptic) শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হল দানিয়েল, সখরিয়, যোয়েল, প্রকাশিত বাক্য, এবং বাইবেলের অন্যান্য কিছু পুস্তকের বিভিন্ন অংশ।

একটি অন্তিমকালীন বিষয় পুস্তকের লেখক একটি দর্শন বা স্বপ্নে বার্তা লাভ করেন। এটি খুবই প্রতীকী। এটি সাধারণত বিভিন্ন প্রতীক হিসেবে নানাধরণের পশু বা অদ্ভুত, বিকট প্রাণীদের ব্যবহার করে।

সময়ের ক্রমানুযায়ী ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, লেখনীটি বারংবার একই ঘটনা/বিন্যাস তুলে ধরতে পারে, কিন্তু প্রতিবার বলার সময় বিভিন্ন বিবরণ প্রকাশ করে।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার স্বাভাবিক পদ্ধতি হল আক্ষরিক অর্থেই বিশদটিকে বোঝা, যদি না এটি স্পষ্ট হয় যে লেখক বর্ণনাটি রূপকভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ব্যাখ্যাকারীর উপলব্ধি করা উচিত যে লেখক অনেক বিবরণকেই রূপকভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সুস্পষ্ট রূপক বর্ণনার উদাহরণগুলি হল দানিয়েলের দর্শনে দেখা সেইসমস্ত প্রাণী ও বিস্ময়কর প্রাণীসমূহ।

- জীবজন্তুর প্রতীকগুলির উদাহরণ: দানিয়েল ৭:৩-৭, প্রকাশিত বাক্য ১২:৩, প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩, এবং সখরিয় ৬:১-৩।

অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত লেখনী সাধারণত বর্তমান বিশ্বে মন্দ ও অন্যায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস ধরে রাখার প্রতিকূলতা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কথা বলে। এটি প্রচণ্ড সংঘর্ষের সাথে একটি সর্বজনীন যুদ্ধের বর্ণনা দেয়।

বাইবেলে অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত লেখনী ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিজয়কে প্রকাশ করে, যিনি মন্দকে শাস্তি দেন এবং উত্তমকে পুরস্কৃত করেন। মূল ফোকাস হল সার্বভৌম ঈশ্বর যিনি তাঁর লোকেদের সাহায্য করতে আসেন।

অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত লেখনীর প্রাথমিক বার্তাটি বোঝা সম্ভব এমনকি যদি সমস্ত চিহ্নগুলি নাও বোঝা যায়, এবং যদি ব্যাখাকারী ভবিষ্যদ্বাণী করা ঘটনাগুলির একটি সময়রেখা প্রস্তুত করতে সক্ষম নাও হয়।

- যে প্যাসেজগুলি একটি চূড়ান্ত মহাযুদ্ধের বর্ণনা দেয়: যোয়েল ২:৯-১১, প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-২১, এবং প্রকাশিত বাক্য ২০:৭-৯।
- যে প্যাসেজগুলি ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিজয় এবং অনন্ত রাজ্যের কথা প্রকাশ করে: দানিয়েল ৭:১৪, ২৭ এবং সখরিয় ১৪:৯।

অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত পুস্তকগুলি ছাড়াও, শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগগুলিও অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত বর্ণনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ সেগুলি ঈশ্বরের আকস্মিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বলে বিশেষত যখন তিনি মন্দশক্তিদের বিচার করেন এবং ধার্মিকদের উদ্ধার করেন। এই পুস্তকগুলিতে অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত পুস্তকগুলির মতো সমস্ত বৈশিষ্ট্য নেই, যেমন বিভিন্ন দর্শন বা প্রাণীদের প্রতীকসমূহ। (যেমন যিহিষ্কেল ৩৭-৩৯, যিশাইয় ২৪-২৭, মথি ২৪, মার্ক ১৩, লূক ২১, ২ থিষলনীকীয় ২, এবং ২ পিতর ৩।)

অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্যের সাধারণ প্রয়োগ

জগতের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সাংস্কৃতিক বা সামাজিক উন্নতিসাধন নয়। এটি রাজনৈতিক সংস্কার বা বিপ্লব দ্বারা নয়। সমাধানটি হল ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ। তিনি বর্তমানে তাঁর লোকেদের বিশ্বাস, সামর্থ, এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন। ভবিষ্যতে, তিনি হঠাৎই আসবেন এবং জগতকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেবেন।

বিশ্বাসীদের ধৈর্য্য সহকারে বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা কাজের পূর্ণ, বর্তমান বোধগম্যতা জরুরী নয়। বিশ্বাস থাকার অর্থ এই নয় যে লোকেরা নির্দিষ্ট কিছু তাৎক্ষণিক ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলতে পারে। বরং, যাদের প্রকৃত বিশ্বাস আছে, তারা সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের অনুগত থাকে, কারণ তারা জানে যে সবকিছুর শেষে বাধ্যতা বা আনুগত্যই পুরস্কৃত হবে।

সাহিত্যিক রূপ: উপমা

উপমা (parable) হল একটি শিক্ষার হাতিয়ার যা আত্মিক সত্যকে প্রাকৃতিক জিনিস বা জীবনের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে। আত্মিক এবং প্রাকৃতিক সত্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয় যাতে আমরা আত্মিক সত্যকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি।

যিশুর শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম প্রিয় উপায়টি ছিল বিভিন্ন রূপক বা উপমা বলা (মথি ১৩:৩৪)। তিনি ৩০টি উপমা বলেছিলেন এবং অন্যান্য আরো অনেক আলঙ্কারিক তুলনা ব্যবহার করেছিলেন।

উপমার মাধ্যমে যিশু প্রার্থনা (মন্দিরে ফরিশী এবং করগ্রাহীর প্রার্থনা, লূক ১৮:৯-১৪), আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য ভালোবাসা (উত্তম শমরীয়, লূক ১০:২৯-৩৭), ঈশ্বরের রাজ্যের বৈশিষ্ট্য (মথি ১৩ অধ্যায়ের রূপকসমূহ), এবং পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ (হারানো পুত্র, লূক ১৫:১১-৩২) সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন ।

উপমার সাহায্যেই যিশু তাঁর শ্রোতাদের সাথে সরাসরি বিরোধিতা না করেই তাদের ধমক দিতেন। যেহেতু যিশুর বলা উপমাগুলি খুব আকর্ষণীয় ছিল, সেগুলি যিশুর শ্রোতাদের তাঁর কথার প্রতি মনোযোগী করে রাখত যতক্ষণ না তারা হঠাৎ করে এটি উপলব্ধি করে চমৎকৃত হত যে "তিনি তো আমার ব্যাপারে কথা বলছেন!" ভাববাদী নাথন একই কাজ করেছিলেন যখন তিনি দায়ূদকে এক দরিদ্র ব্যক্তির ভেড়া সম্পর্কিত রূপক কাহিনীটি বলেছিলেন (২ শমূয়েল ১২:১-১০)। নাথন যতক্ষণ না বলেছিলেন, "আপনিই সেই লোক", ততক্ষণ দায়ূদ বুঝতে পারেননি যে সেই উপমাটি তার ব্যাপারেই ছিল।

উপমার ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাকারীর লক্ষ্য রাখা উচিত:

- উপমাটি কীভাবে শুরু হয়েছিল?
- উপমাটির উপসংহার কী ছিল?

- উপমাটি কোন প্রতিক্রিয়া বা মনোভাবের পরিবর্তন করতে বলছে?
- আসল দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

(১) উপমাটি কীভাবে শুরু হয়েছিল?

যিশু প্রায়শই কোনো প্রশ্ন বা কোনো আচরণের প্রত্যুত্তর হিসেবে একটি করে উপমা বলতেন। কোন পরিস্থিতিতে উপমাটি বলা হয়েছে তা জানা ব্যাখ্যাকারীকে এটির বার্তাটি বুঝতে সাহায্য করে।

যে কথোপকথন বা পরিস্থিতিটি যিশুকে উপমাটি বলার দিকে চালিত করেছিল, সেটির সাথে উপমাটি নিয়ে আমাদের ব্যাখ্যা যদি সরাসরি সম্পর্কিত না হয়, তাহলে আমরা সম্ভবত মূল বিষয়টি এড়িয়ে গেছি।

একটি প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা উপমা। একটি কথোপকথন চলাকালীন, একজন আইনজীবী যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কে আমার প্রতিবেশী?" যিশু উত্তর দিতেই পারতেন, "তোমার চলার পথে আসা কোনো দুঃস্থ ব্যক্তিই তোমার প্রতিবেশী—এবং তোমার দায়িত্ব।" পরিবর্তে, যিশু সেই একই উত্তরটি উত্তম শমরীয়ের উপমাটি বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দিয়েছিলেন।

অগাস্টিন (Augustine) উপমাটির ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন কারণ যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। অগাস্টিন এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন: যিশু (শমরীয়) আদমকে (নির্যাতিত লোকটি) শয়তানের (ডাকাত) হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং নিরাপত্তার জন্য তাকে মন্ডলীতে (সরাইখানা) নিয়ে গিয়েছিলেন। যিশু পাপ (ক্ষত) বেঁধে দেওয়ার জন্য পৌলকে (সরাইখানার রক্ষক) দুই দিনার বা দু'টি মুদ্রা (এই জীবন এবং আগামী জীবনের প্রতিশ্রুতি) প্রদান করেছিলেন। অগাস্টিনের ব্যাখ্যাটি সঠিক ছিল না কারণ এটি যিশু এবং আইনজীবীর মধ্যে কথোপকথনের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

একটি আচরণের প্রতিক্রিয়ায় বলা উপমা। "আর কর আদায়কারী ও পাপীরা, তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, "এই মানুষটি পাপীদের গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে।" যিশু তখন তাদের এই রূপকটি বললেন" (লূক ১৫:১-৩)।

- একজন মেষপালকের একটি ভেড়া হারিয়ে গিয়েছিল। যখন ভেড়াটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তখন তার আনন্দটি লক্ষ্য করুন!
- একজন মহিলার একটি মুদ্রা হারিয়ে গিয়েছিল। যখন মুদ্রাটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তখন তার আনন্দটি লক্ষ্য করুন!
- একজন পিতার একটি ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। যখন ছেলেটিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তখন তার আনন্দটি লক্ষ্য করুন!

এই তিনটি উপমার মাধ্যমে, যিশু বুঝিয়েছেন, "আমি পাপীদের সাথে বসে আহার করছি বলে তোমাদের দুঃ হতচকিত হওয়া উচিত নয়। যখন এক পাপী অনুতাপ করে তখন স্বর্গে যে আনন্দ হয় তা দেখো!"

এটি মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে **একটি উপমার প্রাথমিক শিক্ষাটি যে প্রশ্ন বা পরিস্থিতি থেকে এটি অনুপ্রাণিত হয়েছে সেটির সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে।**

(২) উপমাটির উপসংহার কী ছিল? উপমাটি কোন প্রতিক্রিয়া বা মনোভাবের পরিবর্তন করতে বলছে?

একটি উপমা সাধারণত একটি মূল পয়েন্ট থাকে, যদিও একাধিক বিভিন্ন প্রয়োগ সম্ভব। উপমাটির প্রতিটি মূল চরিত্র একটি শিক্ষা তুলে ধরতে পারে।

আমরা ইতিমধ্যেই অপব্যয়ী পুত্রের উপমাটির প্রাথমিক শিক্ষাটি দেখেছি: একজন পাপীর অনুতাপে স্বর্গে মহা আনন্দ হয়। যে পরিস্থিতিটি যিশুর উপমাটিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই মূল পয়েন্টটিই সেটির উত্তর দেয়: ফরিশীদের পাপীদেরকে ক্ষমা করার অনিচ্ছা। এই তিনটি চরিত্রের প্রত্যেকটিই একটি প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেয় যা উপমাটির মূল বিপয়েন্টটির সাথে সম্পর্কিত।

চরিত্র	শিক্ষা
হারানো ছেলে	যে সকল পাপীরা অনুতাপের সাথে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে তখনইতারা ক্ষমা পাবে।
প্রেমিক পিতা	ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ক্ষমা করে আনন্দিত হন।
বড় ভাই	একজন ব্যক্তি যে ক্ষমা করতে পারে না তার মধ্যে পিতার মতো প্রেম নেই।

যিশু বড় ভাইয়ের ক্ষমাহীনতার সাথে পিতার ক্ষমাশীলতাকে তুলনা করেছিলেন। যিশুর উদ্দেশ্য ছিল ফরিশীদের ক্ষমাহীনতাকে তিরস্কার করা। তিনি চেয়েছিলেন তারা তাদের ভুল মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হোক।

এই উপমাটি থেকে প্রচার করার সময়ে কেউ একজন পাপীকে অনুতাপ করতে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে পিতার প্রেম ও ক্ষমাশীলতার উপর বিশেষ জোর দিতে পারে। অথবা সে প্রচার করতে পারে যে বিশ্বাসীদের অবিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের মতোই ক্ষমাশীল আচরণ করা উচিত।

(৩) আসল দর্শকদের কেমন প্রতিক্রিয়া ছিল?

একটি উপমা কীভাবে প্রথম শ্রোতাদের প্রভাবিত করেছিল তা বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই তাদের সংস্কৃতিটি বুঝতে হবে। যিশুর উপমাগুলি প্রায়শই তাঁর সংস্কৃতির প্রত্যাশিত নিয়মের বিরুদ্ধে যেত। এটি তাদের বিস্মিত করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, পুনরায় অপব্যয়ী পুত্রের উপমাটি বিবেচনা করুন। যিশুর দর্শকেরা অবশ্যই একটি ছেলের তার বাবার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সম্পত্তি চেয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে মারাত্মক অপমানজনক হিসেবে দেখেছিল। ছেলেটি তারপর সেই সম্পত্তি নষ্ট করেছিল। শ্রোতারা ভেবেছিল যে যখন ছেলেটি ফিরে আসবে, তার বাবা তাকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবেন, তার মুখ দেখতে অস্বীকার করবেন, এবং হয়ত তাকে মারধোর করবেন এবং তাড়িয়ে দেবেন। সেই শ্রোতাদের বিস্ময়টি কল্পনা করুন যখন তারা শুনেছিল যে সেই পিতা ছুটে গিয়ে তার পুত্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন!

উত্তম শমরিয়ের উপমায়, আহত ব্যক্তিটিকে সাহায্য না করে একজন ধর্মগুরু এবং লেবীয় পাশ কাটিয়ে চলে গেছে শুনে শ্রোতারা বিস্মিত হয়নি, কারণ মন্দিরের নেতারা দুর্নীতিগ্রস্থ এবং ভণ্ড হিসেবেই পরিচিত ছিল। তারা ফরিশীদের সম্মান করত, এবং তারা ভেবেছিল যে তৃতীয় যে ব্যক্তিটি আহত লোকটিকে সাহায্য করেছিল সে নিশ্চয়ই কোনো ফরিশীই হবে। সেই সময়ে তাদের

বিস্ময়টা কল্পনা করুন যখন তারা শুনেছিল যে তৃতীয় ব্যক্তিটি একজন শমরীয় ছিল, এমন একজন ব্যক্তি যাকে তারা তার জাতিগত পরিচয় এবং ধর্মীয় পদমর্যাদার অভাবের জন্য অবজ্ঞা করত।

উপমার সাংস্কৃতিক বিন্যাস আমরা যত ভালো করে বুঝব, তত স্পষ্টভাবে আমরা বার্তাটি দেখতে পাবো।

উপমার বিশদসমূহ এবং প্রতীকীবাদ

কিছু প্রচারক ভুলবশত অনুমান করে নেন যে প্রতিটি উপমার প্রতিটি বিবরণ প্রতীকী (symbolic)। উদাহরণস্বরূপ, উত্তম শমরিয়ের দৃষ্টান্তে কেউ কেউ বলেছেন যে ভ্রমণকারী যখন যিরুজালেম থেকে যিরীহোতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি একটি ***ভুল নির্বাচন*** করেছিলেন কারণ তিনি এমন একটি শহরে যাচ্ছিলেন যেটিকে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন। এটি উপমাটির একটি ভালো ব্যাখ্যা নয়, কারণ উপমাটির এটি ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য ছিল যে একজন ব্যক্তি কীভাবে একজন প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা দেখায়। বিস্তারিত বর্ণনাটি আর কোনো কিছুরই প্রতীক নয়।

মার্ক ৪:৩০-৩২ পদের উপমায়, প্রচারকরা কল্পনা করেছেন যে গাছের পাখিরা কীসের প্রতীক, কিন্তু পাখিদের উল্লেখ কেবল এটি দেখানোর জন্য করা হয়েছে যে একটি ছোট বীজ এমন বড় কিছুতে পরিণত হয়েছিল যে পাখিরা এসে ডালে বসতে পারে।

অপব্যয়ী পুত্রের উপমাটিতে বিশদ বিবরণের জন্য প্রতীকী অর্থ খোঁজার চেষ্টা করার কোনো কারণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, শূকর কোনো প্রতীক নয়। ছেলেটির খারাপ অবস্থা দেখানোর জন্য শূকরদের উল্লেখ করা হয়েছে: একজন ইহুদি ছেলে সাধারণত শূকরের কাছাকাছি থাকে না।

কোনো উপমার বিবরণ প্রতীকী হওয়া বিরল ব্যাপার। একটি উপমায় প্রতীকী বিবরণের একটি উদাহরণ হল গম এবং শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত (মথি ১৩:৩৮-৩৯)। আমরা জানি যে এই দৃষ্টান্তের বিবরণগুলি প্রতীকী ছিল কারণ যিশু নির্দিষ্টভাবেই সেগুলিকে প্রতীকী বলেছিলেন।

উপমাসহ প্রচার

একজন প্রচারক তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে একটি পরিচিত পরিস্থিতির সাথে একটি উপমাকে মানানসই করে নিতে পারেন। তবে, উপমাটি প্রথম শ্রোতাদের কাছে কী বোঝায় তা বোঝার জন্য তার সময় নেওয়া উচিত। অন্যথায়, তিনি একই বার্তা তার শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন না।

একজন ব্যাখ্যাকারীর তত্ত্ব বা প্রয়োগের ভিত্তি হিসেবে এমন কোনো উপমা ব্যবহার করা উচিত নয় যেটি অন্য কোনো সুস্পষ্ট শাস্ত্রাংশ দ্বারা সমর্থিত নয়।

সাহিত্যিক রূপ: পত্র

পত্রগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ[24]

নতুন নিয়মের বেশিরভাগ পুস্তকই হল পৌল, যাকোব, পিতর, যোহন, এবং যিহুদার লেখা চিঠি। চিঠিগুলির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও, কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি চিঠির ক্ষেত্রেই সমান। নতুন নিয়মের চিঠিগুলি হল:

১। **কর্তৃত্বমূলক।** নতুন নিয়মের চিঠিগুলি লেখকের উপস্থিতির বিকল্প ছিল। চিঠিটি লেখকের কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছিল; এই কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রায়শই শুরুর পদগুলিতে বলা হয়েছে।[25]

২। **পরিস্থিতিমূলক।** নতুন নিয়মের চিঠিগুলি সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা সমস্যাকেই নির্দেশ করত। যেমন, গালাতীয় পত্র এমন একটি মন্ডলীকে লেখা হয়েছিল যেটি মনে করত যে পরিত্রাণ ইহুদি শর্তসমূহ পালন করার উপর নির্ভর করে। পৌল খ্রিষ্টে আমাদের স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন। অপরদিকে, করিন্থের মন্ডলী স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল – অনৈতিক যৌনাচার বরদাস্ত করেছিল। ১ করিন্থীয়তে, পৌল আনুগত্যের প্রতি আমাদের দায়িত্বশীলতার উপর জোর দিয়েছেন।

৩। **বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা।** চিঠিগুলি আঞ্চলিক মন্ডলী (রোমীয় পত্র) বা কোনো ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বাসীকে (ফিলীমন) বা সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে (যিহুদার পত্র) লেখা হয়েছে। সমস্ত প্রাপকই ঈশ্বরের সাথে পরিত্রাণের সম্পর্কে জীবন যাপন করত না। পৌল করিন্থীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে তাদের কিছু কাজের জন্য অনুতাপ করতে বলেছিলেন; তিনি গালাতীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীদেরকে সুসমাচারের প্রতি ফিরতে বলেছিলেন; এবং যাকোব অধার্মিক ধনী ব্যক্তিদেরকে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার কথা বলেছেন। তবে, চিঠিগুলি বিশ্বিষ্টবিশ্বাসী পরিবারের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিল।

---

[24] এই বিভাগের ধারণাগুলি J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012) থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

[25] উদাহরণস্বরূপ, ইফিষীয় ১:১ পদ পৌলের প্রেরিতত্বের কর্তৃত্বের সম্বন্ধে বলে।: "ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিতশিষ্য, আমি পৌল"

নতুন নিয়মের পত্রগুলির পরিকাঠামো
ভূমিকা • লেখকের নাম এবং পদমর্যাদা • প্রাপক • শুভেচ্ছা • সূচনামূলক প্রার্থনা মূল দেহ (পত্রটির প্রাথমিক বার্তা) উপসংহার (বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত, যেমন) • ভ্রমণ পরিকল্পনা (তীত ৩:১২) • প্রশংসা এবং শুভেচ্ছা (রোমীয় ১৬) • অন্তিম নির্দেশাবলী (কলসীয় ৪:১৬-১৭) • আশীর্বচন (ইফিষীয় ৬:২৩-২৪) • ডক্সোলজি বা ঈশ্বরের প্রশংসা স্তব (যিহুদা ২৪-২৫)

পত্রের ব্যাখ্যা

যখন আপনি কোনো বন্ধুর থেকে একটি চিঠি পান, আপনি এক জায়গায় বসেন এবং পুরো চিঠিটি পড়েন। নতুন নিয়মের চিঠিগুলিও একইভাবে পড়ুন। লেখকের বার্তার একটি ধারণা পাওয়ার জন্য সমগ্র চিঠিটি পড়ুন। যখন আপনি পড়ছেন, তখন বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের একটি তালিকা তৈরি করুন। যত বেশি বিশদ আপনি পর্যবেক্ষণ করবেন, চিঠিটি ব্যাখ্যার কাজে আপনি তত বেশি নির্ভুল থাকবেন।

যখন আমরা বাইবেলের একটি চিঠি পড়ি তখন বিভিন্ন প্রশ্ন জানার থাকে:

(১) চিঠিটির প্রাপক কে?

চিঠিটির প্রাপক মন্ডলী বা ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যত বেশি জানতে পারব, আমরা চিঠিটি তত ভালো করে বুঝতে পারব। পৌলের লেখা কোনো চিঠি অধ্যয়ন করার সময়ে প্রেরিত পুস্তকে প্রাপক মন্ডলীর ব্যাপারে দেওয়া তথ্যগুলি অধ্যয়নের দ্বারা শুরু করার আমাদের পক্ষে সহায়ক হবে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিঠিটি ভালো করে বুঝতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ:

- ফিলিপী শহরের মন্ডলীটি তাড়না বা নির্যাতনের সময়ে গড়ে উঠেছিল (প্রেরিত ১৬:১২-৪০)। এটি পৌলের নির্দেশটিকে তুলে ধরে যে তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতিতেও আনন্দ করতে হবে।

- ইফিষীয় পত্রগুলি (পৌলের লেখা অন্যান্য চিঠিগুলির মতো) বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। যখন পৌল প্রার্থনা করছেন যে ইফিষীয় বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হবে, (ইফিষীয় ৩:১৯) তখন তিনি আসলে প্রার্থনা করছেন যে ঈশ্বরের সন্তানরা আরো বেশি করে ঈশ্বরের পূর্ণতা লাভ করবে। তিনি প্রার্থনা করছেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা “পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক” (ইফিষীয় ১:৪) হবে।

(২) লেখক কে? তিনি কীভাবে প্রাপকের সাথে সম্পর্কিত?

যখন আপনি মেলে কোনো চিঠি পান, তখন আপনি জানতে চান: "এটা কে লিখেছে?" আপনি লেখককে যত ঘনিষ্ঠভাবে চিনবেন, চিঠিটি আপনার কাছে তত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। একইভাবে, বাইবেলের একটি চিঠির লেখককে আমরা যত ভালো করে জানবো, আমরা তাঁর বার্তাটি তত ভালো করে বুঝতে পারব।

প্রেরিত যোহন তার চিঠিগুলিতে প্রেমের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। যোহন আগে "বজ্রপাতের সন্তান" নামে পরিচিত ছিলেন (মার্ক ৩:১৭)। সেই সময়ে, যোহন এবং তার ভাই আকাশ থেকে আগুন নামিয়ে আনার জন্য যিশুর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন (লূক ৯:৫৪)। পরবর্তীকালে যোহনের লেখা চিঠিগুলি আমাদের দেখায় যে তিনি পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

পিতর নির্যাতিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য চিঠিগুলি লিখেছিলেন। তিনি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শয়তানের আক্রমণের সামনে তারা দৃঢ় হতে পারে (১ পিতর ৫:৮-৯)। পিতর জীবনের প্রথমদিকে, তিনি তার ভয়ের কারণে অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি যিশুকে চেনেন (মার্ক ১৪:৬৬-৭২)। পিতরের চিঠিগুলি আমাদেরকে তার জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখায়।

লেখক এবং প্রাপকের মধ্যবর্তী সম্পর্কটা জানা সাধারণত একটি চিঠি পড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। ফিলিপী শহরের মন্ডলীর সাথে পৌলের নিবিড় সম্পর্ক তার আনন্দপূর্ণ চিঠির পুরোটা জুড়েই প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে, পৌল এবং করিন্থীয় মন্ডলীর অবাধ্য সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ১ম এবং ২য় করিন্থীয়তে কড়া তিরস্কারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

(৩) কোন পরিস্থিতি চিঠিটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল?

আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতির ব্যাপারে জানি যেগুলি পৌলের একাধিক চিঠিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১ম এবং ২য় করিন্থীয় করিন্থের সমস্যা এবং প্রশ্নসমূহের প্রত্যুত্তর হিসেবে লেখা হয়েছিল। ফিলীমনকে লেখা চিঠিটি ওনীষিম নামের একজন পালিয়ে যাওয়া দাসের পক্ষ হয়ে একটি আবেদন হিসেবে লেখা হয়েছিল।

গালাতীয়দের লেখা চিঠিটি একটি চিঠির পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি বোঝার গুরুত্বটি দেখায়। গালাতীয়র কিছু পদ পড়ে আপনি প্রশ্ন করবেন, "গালাতীয়তে সমস্যাটা কী ছিল?" পৌল শুরু করেছেন, "আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, যিনি তোমাদের খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আহ্বান করেছেন, তাঁকে তোমরা এত শীঘ্র ছেড়ে দিয়ে, অন্য এক সুসমাচারের দিকে ঝুঁকে পড়েছ" (গালাতীয় ১:৬)। এটি দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই নতুন রূপান্তরিতরা বিশ্বাসের দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে ধার্মিকতার সুসমাচার ত্যাগ করছে। তারা পরিবর্তে কাজ দ্বারা ধার্মিকতার একটি বার্তায় বিশ্বাস করছে। পৌলের আবেগপূর্ণ কথাগুলি এই রূপান্তরিতদের প্রতি তার ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। তিনি কেবল বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকগণিত হওয়া বার্তা ঘোষণা করার জন্যই তার জীবনকে অঙ্গীকারবদ্ধ করেছেন। তিনি বিস্মিত যে গালাতীয়রা সত্যকে পরিত্যাগ করছে এবং একটি মিথ্যা সুসমাচার গ্রহণ করছে।

সাহিত্যিক রূপ: ব্যাখ্যান

ব্যাখ্যান (exposition) হল ক্রমভিত্তিক সুবিন্যস্ত শিক্ষদান। এটি ১ম পয়েন্ট থেকে ২য় পয়েন্টে একটি যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতিতে এগোয়। এই সাহিত্যিক রূপটি নতুন নিয়মের চিঠিগুলিতে, বিশেষত পৌলের চিঠিগুলিতে খুবই প্রচলিত একটি রূপ। এই চিঠিগুলিতে পৌল একজন ভালো শিক্ষকের মতো সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে সত্যগুলিকে উপস্থাপন করেছেন।

ব্যাখ্যান বিভিন্ন সংযোগকারী শব্দ ব্যবহার করে যেমন *অতএব, এবং,* বা *কিন্তু*। এটি প্রায়শই প্রশ্ন এবং উত্তরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ব্যাখ্যান সত্যের একটি যুক্তিযুক্ত উপস্থাপনা প্রদান করে।

কলসীয়তে, পৌল খ্রিষ্টের প্রকৃতির একটি ব্যাখ্যান উপস্থাপন করেছেন। পৌল শিক্ষা দিচ্ছেন যে খ্রিষ্ট সমস্ত মানবিক দর্শন এবং ট্র্যাডিশনের উপরে শ্রেষ্ঠ। পৌল একই যৌক্তিক বিন্যাসটি অনুসরণ করেছেন:

১। পৌল খ্রিষ্টের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন (কলসীয় ১:১৫-২৩)

- তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত।
- তাঁর দ্বারাই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছিল।
- তিনি মন্ডলীর মস্তক।
- পুনর্মিলন তাঁর মাধ্যমেই আসে।

২। পৌল লেখার মধ্যে তার উদ্দেশ্যের কথা তার পাঠকদের স্মরণ করিয়েছেন। মহিমান্বিত খ্রিষ্টের বার্তা পরজাতিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পৌলকে দেওয়া হয়েছে (কলসীয় ১:২৪-২:৫)

৩। যে শিক্ষাগুলি খ্রিষ্টের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে সেগুলির বিরুদ্ধে পৌল সতর্ক করেছেন (কলসীয় ২:৬-২৩)।

- ঈশ্বরের বিধান পালনের দ্বারা মানুষের পরিত্রাণ লাভের শিক্ষা
- আত্মাদের সাথে বিপদজনক সংযোগের অনুশীলন
- আত্মিক ফলাফলসমূহের জন্য দৈহিক শৃঙ্খলার উপর ভুল জোর দেওয়া

৪। অতএব, খ্রিষ্টের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যেভাবে আপনার জীবন যাপন করা উচিত তা হল (কলসীয় ৩-৪):

- খ্রিষ্টের কাছে সমর্পণ আমাদের নৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করবে।
  - আমরা আর অনৈতিক আচরণ করব না (কলসীয় ৩:১-১১)।
  - আমরা শান্তি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপনে জীবন যাপন করব (কলসীয় ৩:১২-১৭)।
- খ্রিষ্টের কাছে সমর্পণ অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে (কলসীয় ৩:১৮-৪:৬)।

৫। সমাপ্তিসূচক শুভেচ্ছাগুলি পাঠকদেরকে কলসীয় বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের ব্যক্তিগত উদ্বেগকে মনে করিয়ে দেয় (কলসীয় ৪:৭-১৮)।

পৌলের চিঠি হল খ্রিষ্টের প্রভুত্বের মতবাদের একটি ব্যাখ্যান। এটি খ্রিষ্টের প্রকৃতি এবং বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের জীবনে এই সত্যটির প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

৬ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে শাস্ত্রের অনুচ্ছেদটি অধ্যয়ন করছি তার সাহিত্যিক রূপটি বুঝতে হবে।

(২) বাইবেলে যে সাহিত্যিক রূপগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল:

- ইতিহাস: বাস্তব লোকজন এবং ঘটনার সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ।

  ইতিহাস ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - কাহিনীটি কী?
  - কাহিনীতে কারা রয়েছে?
  - ঐতিহাসিক বিবরণ কি অনুসরণ করার মতো কোনো উদাহরণ প্রদান করে?
  - এই ঐতিহাসিক ঘটনায় কোন নীতিগুলি শেখানো হয়েছে?

- পুরাতন নিয়মের বিধান

  পুরাতন নিয়মের বিধান নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ:

  - এটি ঈশ্বরের চরিত্রের একটি প্রকাশ।
  - এটি আমাদেরকে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী করে তোলে।
  - এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে সাহায্য করে।

  পুরাতন নিয়মের বিধানের তিনটি বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা করা সহায়ক হতে পারে:

  - আনুষ্ঠানিক বিধান
  - নাগরিক বিধান
  - নৈতিক বিধান

  পুরাতন নিয়মের বিধান ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - আসল বা প্রথম শ্রোতাদের কাছে এই পাঠ্যটি কোন অর্থ প্রকাশ করেছিল?
  - বাইবেলের শ্রোতা এবং আমাদের জগতের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে?
  - এই পাঠ্যে কোন কোন নীতি শেখানো হয়েছে?
  - নতুন নিয়ম কি কোনোভাবে এই নীতিটি গ্রহণ করেছে?

- কাব্য

  হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

  - সমান্তরালতা
  - বাক্যালংকার

- জ্ঞানমূলক সাহিত্য: কীভাবে জীবন চলে তা শেখায়

- হিতোপদেশ: জীবনের পর্যবেক্ষণ যা সংক্ষিপ্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

  প্রবাদ ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - কোন সাধারণ নীতিটি এই শাস্ত্রটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?
  - এই নীতিটির কোন কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়?
  - বাইবেলে কোন ব্যক্তিরা এই নীতিটি প্রদর্শন করে?

- পুরাতন নিয়মের ভাববাণী: ঈশ্বরের বার্তাসমূহের সংযোগ স্থাপন।

  পুরাতন নিয়মের ভাববাণী ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - ভাববাদী তার জগতে কী বলেছিলেন?
  - তার বার্তার প্রতি লোকেদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
  - ভাববাদীর বার্তার কোন নীতিটি আজকে আমাদের জগতে প্রযোজ্য?

- অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্য

  অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্য ব্যাখ্যা করার সময়ে মনে রাখবেন:

  - এটি খুবই প্রতীকী।
  - এটি মূলত ঘটনাগুলিকে সময়ানুভিত্তিক ক্রমে বর্ণনা করে না।
  - এটি বিবিধ বিশদসহ বারংবার একই ঘটনা তুলে ধরতে পারে।

  অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল:

  - বর্তমান বিশ্বে মন্দ ও অন্যায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস ধরে রাখার প্রতিকূলতা বা চ্যালেঞ্জ।
  - সার্বভৌম ঈশ্বর যিনি তাঁর লোকেদের সাহায্য করতে আসেন।

- উপমা: একটি শিক্ষা যা আত্মিক সত্যকে প্রাকৃতিক জিনিস বা জীবনের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো প্রশ্ন বা কোনো আচরণের প্রত্যুত্তর হিসেবে উপমা বলা হত।

  উপমা ব্যাখ্যার সময়ে প্রশ্ন করুন:

  - উপমাটি কীভাবে শুরু হয়েছিল?
  - উপমাটির উপসংহার কী ছিল?
  - উপমাটি কোন প্রতিক্রিয়া বা মনোভাবের পরিবর্তন করতে বলছে?
  - আসল দর্শকদের কেমন প্রতিক্রিয়া ছিল?

- পত্র

  নতুন নিয়মের পত্রগুলি হল:

  - কর্তৃত্বমূলক

- পরিস্থিতিমূলক
- বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা

পত্রগুলি ব্যাখ্যা করার সময়ে প্রশ্ন করুন:

- চিঠিটির প্রাপক কে?
- লেখক কে? তিনি কীভাবে প্রাপকের সাথে সম্পর্কিত?
- কোন পরিস্থিতি চিঠিটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল?

- ব্যাখ্যান: ক্রমভিত্তিক শিক্ষা

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

১ নং পাঠে**,** আপনি এই কোর্স জুড়ে অধ্যয়ন করার জন্য শাস্ত্রের একটি প্যাসেজ বেছে নিয়েছিলেন। আপনার নির্বাচিত সেই প্যাসেজের সাহিত্যিক রূপটি কেমন? প্যাসেজটি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য এই পাঠে দেওয়া তথ্য ব্যবহার করুন। নির্দিষ্ট সাহিত্যিক রূপের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

অধ্যায় ৭

ব্যাখ্যা: শব্দ অধ্যয়ন

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) গভীরভাবে শব্দ অধ্যয়নের মূল্য উপলব্ধি করা।

(২) শব্দ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলগুলি এড়িয়ে চলা।

(৩) শব্দ অধ্যয়নের জন্য একটি প্রক্রিয়া বোঝা এবং তা প্রয়োগ করা।

(৪) বাইবেলের আলঙ্কারিক (figurative) ভাষা চিহ্নিত করা।

ভূমিকা

বাইবেল অর্থে পরিপূর্ণ, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছু লোক শাস্ত্রের বার্তা না বুঝেই তা পড়ে।[26] বাইবেল একাধিক পুস্তক, অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পদ, এবং শব্দ নিয়ে তৈরি হয়েছে। শব্দগুলির মানে বুঝলে তা আমাদেরকে আমরা যে অংশটি অধ্যয়ন করছি তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। এই পাঠটির বিষয়বস্তু হল কীভাবে শব্দ অধ্যয়ন করতে হয়। বাইবেলের একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে একটি শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা বোঝার জন্যই আমরা শব্দ অধ্যয়ন করি।

কখনত্ত কখনত্ত লোকেরা বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন সহায়িকা ব্যবহার করে বাইবেলের মূল গ্রিক এবং হিব্রু শব্দগুলি অধ্যয়ন করে। এই ধরণের শব্দ অধ্যয়নের জন্য সহায়িকাগুলি ব্যাপকভাবে উপলব্ধ নয়, তাই আমরা এই পাঠে সেগুলি আলোচনা করব না। পরিবর্তে, আমরা শিখব যে কীভাবে আমাদের বাইবেলের স্থানীয় অনুবাদে বিভিন্ন শব্দ অধ্যয়ন করতে হয়।

আমরা শব্দ অধ্যয়নের জন্য একটি তিন-ধাপের প্রক্রিয়া ব্যবহার করব:

১। অধ্যয়নের জন্য শব্দগুলিকে নির্বাচন করুন।

২। বেছে নেওয়া প্রত্যেকটি শব্দের সম্ভাব্য অর্থগুলির তালিকা করুন।

৩। অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ অনুযায়ী বেছে নেওয়া প্রতিটি শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করুন।

শব্দ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কিছু প্রচলিত ভুল

যেহেতু আমরা শব্দ অধ্যয়ন (word studies) শুরু করছি, তাই এক্ষেত্রে আমাদের কিছু ভুল এড়িয়ে চলতে হবে। এই ভুলগুলি প্রায়শই ভুল ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়।

---

[26] এই পাঠের বেশিরভাগ উপাদান J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God's Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012) পুস্তকটির ৯ নং অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

শব্দটির পূর্ববর্তী অর্থটি এড়িয়ে যাওয়া

মাঝে মাঝে এমন হয় যে একটি শব্দ আগে যেভাবে ব্যবহৃত হত, সময়ের সাথে সাথে তার ব্যবহার বদলে গেছে। যদি আমাদের ব্যবহৃত বাইবেলের অনুবাদ বহু বছর আগে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন যে আমাদের বাইবেলে কিছু শব্দের অর্থ আজকে সেই একই শব্দগুলি যে অর্থ প্রকাশ করে তার থেকে আলাদা হতে পারে। যদি আমরা বুঝতে না পারি যে একটি শব্দ আগে কীভাবে ব্যবহৃত হত, তাহলে আমরা যে অংশটি অধ্যয়ন করছি তাতে যা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারে ভুল উপসংহারে পৌঁছাতে পারি। (সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুবাদ করা বাইবেল যখন আমরা পড়ি, তখন এই সমস্যাটি খুব বেশি হয় না।)

► আপনার ভাষার এমন একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করুন যা বর্তমান অর্থ এটি আগে যে অর্থ প্রকাশ করত তার থেকে আলাদা।

অনুমান করে নেওয়া যে প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে একটি শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করছে

বাইবেলের লেখকেরা এমন অনেক শব্দই ব্যবহার করেছেন যেগুলির একটির চেয়ে বেশি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে। একই শব্দ একটি প্রসঙ্গে একটি অর্থে এবং আরেকটি প্রসঙ্গে আরেকটি আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা যে পদটি অধ্যয়ন করছি তাতে কোন অর্থটি সঠিক তা জানার জন্য শব্দটি কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখতে হবে।

শব্দ অধ্যয়নের প্রক্রিয়া

প্রথম ধাপ: অধ্যয়নের জন্য অনুচ্ছেদ থেকে শব্দগুলিকে নির্বাচন করুন

আমাদের বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নিয়েই একটি গভীর অধ্যয়ন করার প্রয়োজন নেই। কখনো কখনো একটি শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। যেমন, যখন বাইবেল বলছে যে দায়ূদ পাঁচটা পাথর তুলে নিলেন (১ শমূয়েল ১৭:৪০), আমাদের *পাথর* শব্দটির অর্থ খোঁজার জন্য শব্দটি নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন নেই।

কোন শব্দগুলি অধ্যয়ন করবেন তা নির্বাচন করার জন্য যা যা খেয়াল রাখবেন:

- যে শব্দগুলি অংশটির অর্থের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ
- পুনরাবৃত্ত শব্দ
- বাক্যালংকার
- যে শব্দগুলি অস্পষ্ট বা কঠিন

► রোমীয় রোমীয় ১২:১-২ পড়ুন এবং অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলিকে গোলাকারভাবে চিহ্নিত করুন। শব্দটির পাশে, আপনার শব্দটি নির্বাচন করার কারণটি লিখুন:

১ = উল্লেখযোগ্য শব্দ
২ = পুনরাবৃত্ত শব্দ
৩ = বাক্যালংকার
৪ = অস্পষ্ট বা কঠিন শব্দ

অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত বা আত্মিক আরাধনা। আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না, কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

যে শব্দগুলি আপনি সম্ভবত চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল:

১ = উল্লেখযোগ্য শব্দ: মিনতি, উৎসর্গ, অনুযায়ী [অনুরূপ], রূপান্তরিত, নতুনীকরণ
২ = পুনরাবৃত্ত শব্দ: এই অনুচ্ছেদে একটিও নেই
৩ = বাক্যালংকার: জীবন্ত বলি
৪ = অস্পষ্ট বা কঠিন শব্দ: আত্মিক আরাধনা

দ্বিতীয় ধাপ: শব্দটির সম্ভাব্য অর্থগুলির তালিকা করুন

বেশিরভাগ ভাষায় এমন শব্দ আছে যেগুলি বিভিন্ন অর্থসহ একাধিক ভাবে ব্যবহৃত হয়। একজন শ্রোতা সাধারণত প্রসঙ্গের কারণেই জানে যে একজন বক্তা কোন অর্থ প্রকাশ করতে চাইছে। মাঝে মাঝে, হাস্যকর বা গুরুতর ভুল বোঝাবুঝি ঘটে যখন একজন শ্রোতা প্রসঙ্গটি বিবেচনা করে না এবং বক্তা কী অর্থ বোঝাতে চাইছে তা নিয়ে ভুল বোঝে।

► আপনার এমন কোনো ঘটনা মনে আছে যেখানে কারোর ভুল করার কারণটি ছিল যে তারা বক্তা কোন অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছে সেই ব্যাপারে ভুল বুঝেছিল?

এই দ্বিতীয় ধাপে, একটি শব্দকে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন প্রতিটি সম্ভাব্য উপায় আমাদের ভেবে দেখার চেষ্টা করা উচিত। যদি আমাদের বাইবেলের অনুবাদটি পুরানো হয়, তাহলে আমাদের এটিও চিন্তা করা উচিত যে অতীতে এই শব্দের আরো

কোনো অতিরিক্ত অর্থ ছিল কিনা।[27] যদি আমাদের একটি অভিধান থাকে, তাহলে এটি আমাদের সম্ভাব্য সব অর্থের একটি তালিকা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। আমরা যদি অন্যদের সাথে অধ্যয়ন করি, তাহলে তারা আমাদের এমন অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে যা হয়ত আমরা ভেবে দেখিনি।

যদি সম্ভব হয়, বাইবেলের অন্যান্য অনুবাদগুলি দেখুন যে সেগুলি একই শব্দ ব্যবহার করে কিনা।[28] যদি একটি অনুবাদ একটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে পার্থক্যগুলি দেখার জন্য শব্দগুলির তুলনা করুন। সেগুলি কি একই অর্থ প্রকাশ করছে? যদি না হয়, তাহলে সেগুলি কীভাবে আলাদা? একটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে কি অংশটির অর্থ পরিবর্তন করা যায়?

► রোমীয় ১২:১-২ থেকে অধ্যয়ন করার জন্য আমরা যে শব্দগুলি চিহ্নিত করেছিলাম, তার মধ্যে অন্যতম হল *উৎসর্গ*। সকলে মিলে একসাথে *উৎসর্গ* শব্দটির সমস্ত সম্ভাব্য অর্থের তালিকা তৈরি করুন।

তৃতীয় ধাপ: অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ অনুযায়ী শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করুন

একটি শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার দেখার পরে এবং সম্ভাব্য অর্থের একটি তালিকা তৈরি করার পরে, আপনি যে অংশটি অধ্যয়ন করছেন তাতে শব্দটির অর্থ কী তা বুঝতে আপনি প্রস্তুত। প্রসঙ্গটি আপনাকে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেবে। মনে রাখবেন, লেখক এমন কোনো বিশেষ অর্থ ব্যবহার করতে চাননি যা কেবল কয়েকজন লোকই বুঝতে পারবে। লেখক চেয়েছেন যেন সকল পাঠকই তা বুঝতে পারে।

আমরা ৫ নং পাঠে প্রেক্ষাপট বা প্রসঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে দেখেছি, তাই আমরা এই বিষয়টি এখানে বেশি বিশদে পর্যালোচনা করব না। প্রসঙ্গের ভূমিকার সারসংক্ষেপ করার ক্ষেত্রে, আমরা একটি শব্দের সেরা ব্যাখ্যাটি নির্ধারণ করার জন্য পারিপার্শ্বিক পদ, অধ্যায়, এবং পুস্তকটি দেখব।

প্রসঙ্গটি দেখার সময়ে এবং যখন আপনি একটি শব্দের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তখন নিচের প্রশ্নগুলি বিবেচনা করে দেখবেন।

(১) অংশটিতে কি কোনো বৈপরীত্য বা তুলনা আছে যা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে?

► যোহন ৩:১৬ পদ পড়ুন: "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" সবাই মিলে একসাথে, *বিনষ্ট* শব্দটির সম্ভাব্য সবকটি অর্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। (আপনার কাছে কোনো অভিধান থাকলে তা ব্যবহার করতে পারেন।) এবার, পদটিতে দেওয়া বৈপরীত্যটি বিবেচনা করুন। **বিনষ্ট হওয়া** হল **অনন্ত জীবন পাওয়া**-র বিপরীত। আপনার তালিকায়, *বিনষ্ট* শব্দের সম্ভাব্য কোন অর্থটি যিশু এই বাক্যে বোঝাতে চেয়েছিলেন?

(২) লেখক কীভাবে এই শব্দটিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন?

যোহন ৩:১৬ পদে *জগৎ* শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। *জগৎ* শব্দটি বিভিন্ন বিষয়কে বোঝাতে পারে:

- বাস্তব মহাবিশ্ব

---

[27] আমরা যদি বাইবেলের একটি পুরানো অনুবাদ ব্যবহার করি, তাহলে একটি নতুন বাইবেল অনুবাদও আমাদের সেই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে একটি শব্দের সম্ভাব্য অর্থ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

[28] ওয়েবসাইটগুলির একটি তালিকার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন, যেখানে আপনি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্করণে বাইবেল পড়তে পারেন।

- সমস্ত মানুষ
- পরিচিত সমস্ত সভ্য জাতি ও দেশ
- সাধারণ সমাজ যা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে

লেখকেরা *জগৎ* শব্দটিকে শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় এই প্রত্যেকটি বিষয়কে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। যোহন ৩:১৬ পদে *জগৎ* শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা উপলব্ধি করার জন্য, আমাদেরকে যোহনের এই শব্দটি ব্যবহার করা অন্যান্য উদাহরণগুলি দেখতে হবে।

- যোহন ১:১০, "তিনি জগতে ছিলেন, **জগৎ** তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হলেও **জগৎ** তাঁকে চিনল না।" এই পদটি যিশুর ব্যাপারে বলছে। জগৎ তাঁকে চিনতে পারেনি।

- যোহন ৭:৭, "**জগৎ** তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে। কারণ জগৎ যা করে, তা যে মন্দ, তা আমি প্রকাশ করে দিই।" যিশু এই পদে কথা বলছিলেন। জগৎ তাঁকে ঘৃণা করে।

- যোহন ১৪:১৭, "তিনি সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ **জগৎ** তাঁকে দেখে না, তাঁকে জানেও না। কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন।" জগৎ সত্যের আত্মাকে গ্রহণ করে না।

- ১ যোহন ২:১৫-১৭, "**জগৎ** কে বা জাগতিক কোনো কিছুই তোমরা ভালোবেসো না। কেউ যদি **জগৎ**কে ভালোবাসে, তাহলে পিতার প্রেম তার অন্তরে নেই। কারণ এ জগতের সমস্ত বিষয়—শারীরিক অভিলাষ, চোখের অভিলাষ ও জীবনের অহংকার—পিতা থেকে নয়, কিন্তু **জগৎ** থেকে আসে। আর **জগৎ** ও তার কামনাবাসনা বিলুপ্ত হবে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে চিরকাল জীবিত থাকবে।" জগতের সমস্ত মূল্যবোধ এবং চাহিদা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বিপরীত।

সাধু যোহন মূলত *জগৎ* শব্দটি সাধারণ সমাজকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন যা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি যিশুর প্রতিজ্ঞার পরিধিটি দেখায়: যারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন তাদেরকে ঈশ্বর এতই ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে দান করলেন যাতে সকলেই পরিত্রাণ পেতে পারে।

(৩) শব্দটির অর্থের ব্যাপারে প্রসঙ্গ কী প্রকাশ করে?

► লূক ১:৬৮-৭৯ পদ দেখুন।

লূক ১:৭১ পদে, সখরিয় ইস্রায়েলের *উদ্ধারের* জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি কীসের ব্যাপারে কথা বলছেন? এই পদে "*উদ্ধার*" কথাটির অর্থ কী?

শাস্ত্রে "*পরিত্রাণ*" শব্দটির ধারণার একাধিক অর্থ আছে। এটি নির্দিষ্টভাবে যা যা বোঝাতে পারে তা হল:

- কোনো শত্রু বা বিপদ থেকে উদ্ধার
- অসুস্থতা থেকে উদ্ধার
- পাপ থেকে উদ্ধার

তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গটি (লূক ১:৬৮-৭৪) দেখায় যে *উদ্ধার* শব্দটি এখানে এক শত্রুর থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা বলছে। উদ্ধার (পরিত্রাণ অর্থে) ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ করবে যা তিনি অব্রাহামকে করেছিলেন (লূক ১:৭৩)।

কয়েকটি পদ পরেই, লূক *পরিত্রাণ* শব্দটি একটি গভীরতর বোধে ব্যবহার করেছেন (লূক ১:৭৭)। পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের মাধ্যমে, সখরিয় দেখেছেন যে তাঁর পুত্রকে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের ভাববাদী বলা হবে। সখরিয়ের পুত্র প্রভুর লোকেদেরকে তাদের পাপের ক্ষমার জন্য পরিত্রাণের জ্ঞান প্রদান করবেন। এখানে, *পরিত্রাণ* পাপের ক্ষমার সাথে সংযুক্ত।

পরিত্রাণের বিভিন্ন অর্থ এই প্রার্থনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা প্রসঙ্গ থেকে অর্থ নির্ধারণ করি।

অনুশীলন কাজ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই অনুশীলন অ্যাক্টিভিটিগুলির জন্য ক্লাসে পর্যাপ্ত সময় রাখুন। যদি আপনার ক্লাস সেশনটি এক ঘণ্টার হয়, তাহলে একটা পুরো ক্লাস সেশন এই অনুশীলনগুলি করার জন্য রাখুন। প্রত্যেকটা অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাস চলাকালীন একসাথে অনুশীলন করা শিক্ষার্থীদেরকে তারা যে ধারণাগুলি শিখছে তা প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে। অন্যদের সাথে শব্দ অধ্যয়নের প্রক্রিয়া অভ্যাস করা তাদেরকেও বুঝতে সাহায্য করবে যে প্রায়শই এমনকিছু দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশদ থাকে যা তারা একা একা কাজ করলে হয়ত বিবেচনা করে দেখত না।

স্মল গ্রুপের অ্যাক্টিভিটির জন্য, প্রত্যেকটি গ্রুপে তিনজন করে শিক্ষার্থীকে রাখুন। সবকটি গ্রুপ শেষ পাঁচ মিনিট সবাই মিলে একত্রিত হবে এবং যা যা শিখেছে তা আলোচনা করবে।

► **স্মল গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি (২০ মিনিট)।** আপনার গ্রুপে, বেশ কিছু পদ খুঁজে বের করুন যেখানে একটি একক শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আপনার শুরু করার জন্য কিছু ধারণা দেওয়া হল: *বাড়ি, দর্শন, দিন, ফল*। একই শব্দকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করেছে এমন কিছু পদ চিহ্নিত করার পরে, সেই শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে এমন সমস্ত উপায়ের একটি তালিকা তৈরি করুন। কীভাবে শব্দ অধ্যয়ন প্রতিটি পদের সঠিক ব্যাখ্যায় সাহায্য করে?

► **পুরো গ্রুপের অ্যাক্টিভিটি (১০ মিনিট)।** এবার রোমীয় ১২:১ পদে ফিরে যান এবং *উৎসর্গ* শব্দটির জন্য সম্ভাব্য সমস্ত অর্থ দিয়ে তৈরি করা আপনার তালিকাটি দেখুন। উপরের প্রশ্নগুলি ব্যবহার করে নির্ধারণ করুন যে সেই পদে কোন অর্থটি বোঝানো হয়েছে?

► **ছোটো গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি (৩০ মিনিট)।** আপনার গ্রুপে, শব্দ অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুশীলন চালিয়ে যান। আপনি ইতিমধ্যেই রোমীয় ১২:১-২ পদের শব্দগুলি চিহ্নিত করেছেন যেগুলি খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হবে। প্রত্যেকটি শব্দের জন্য সম্ভাব্য প্রত্যেকটি অর্থের তালিকা প্রস্তুত করুন এবং নির্ধারণ করুন যে প্রসঙ্গটিতে শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে।

একটি বিশেষ ক্ষেত্র: আলংকারিক ভাষা

৬ নং পাঠে আমরা সংক্ষেপে রূপক ভাষার ব্যবহার দেখেছিলাম। আমরা যতই মনোযোগ দিয়ে একটি শব্দকে অধ্যয়ন করি, আমাদের সমস্ত উপসংহার ভুল হবে যদি আমরা লেখকের রূপক ভাষাটিই ভুল বুঝি। রূপকের ক্ষেত্রে, শব্দের আক্ষরিক বা সাহিত্যিক অর্থ গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সেগুলি যে ধারণাটি প্রতীকরূপে তুলে ধরে তা গুরুত্বপূর্ণ।[29]

---

[29] এই বিভাগের উপাদানটি Howard G. Hendricks and William D. Hendricks, *Living By the Book* (Chicago: Moody Publishers, 2007) পুস্তকের ৩৬ নং অধ্যায় থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে।

আমরা সকলেই আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করি। কল্পনা করুন যে একজন আমেরিকান বন্ধু আপনাকে তার বাগানের ছবি দেখাচ্ছে। আপনি বাগানটি দেখে খুবই আপ্লুত হলেন এবং আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কীভাবে এই সুন্দর গাছগুলিকে বৃদ্ধি করেছ?" সে উত্তর দিল, "আমার সবুজ বুড়ো আঙ্গুল (green thumb) দিয়ে।" সে মোটেই এটা বলেনি যে তার হাতের বুড়ো আঙ্গুল আক্ষরিক অর্থে সবুজ। সে আমেরিকান ইংলিশের একটি আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করেছে যার অর্থ হল, "আমার গাছ বৃদ্ধি করার একটি দুর্দান্ত ক্ষমতা আছে।"

► আপনার ভাষায় এমন কোনো কথা আছে যেগুলি তাদের আক্ষরিক অর্থ থেকে আলাদা কোনো অর্থ প্রকাশ করে?

কখনো কখনো একটি শব্দ অন্য কিছু উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সেই শব্দের মতো নয় যার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলে কিছু লোককে *কুকুর* বলা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫)। বিবৃতিটি এমন লোকদের সমালোচনা করে যাদের ব্যক্তিত্বে কুকুরের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের থাকা উচিত নয়। *কুকুর* শব্দের অর্থ এখানেও সেই প্রাণীটিই যাকে আমরা কুকুর বলি, তবে এটি মানুষকে বোঝাতে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যিশু শিমনকে "পিতর" নামটি দিয়েছিলেন, যার অর্থ *পাথর,* কারণ পিতরের মধ্যে পাথরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা মানুষের জন্য ভালো একটি বৈশিষ্ট্য (মথি ১৬:১৮)। যিশু *পাথর* শব্দের সাধারণ অর্থ ব্যবহার করছিলেন, এটি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে শিমনের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য একটি পাথরের মতো ছিল।

যিশু হেরোদকে শিয়াল বলেছেন (লূক ১৩:৩২)। আমাদের *শিয়াল* শব্দের বিভিন্ন আক্ষরিক অর্থ অধ্যয়ন করার দরকার নেই, কারণ তারপরের প্রেক্ষাপটটি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে যিশু কী ধরণের প্রাণী বোঝাতে চেয়েছিলেন। এটি একটি রূপক বিবৃতি, তাই আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত যে যিশু হেরোদকে শিয়াল বলে উল্লেখ করে হেরোদের সম্বন্ধে কী বলতে চেয়েছিলেন। যিশু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে হেরোদ বুদ্ধিমান, কিন্তু তার খারাপ চরিত্রের কারণে তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

► একজন ব্যক্তির সমালোচনা করার জন্য আপনার সংস্কৃতিতে কোন প্রাণীকে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়?

কীভাবে আমরা বুঝবে যে কোনো বিবৃতি আক্ষরিক নাকি রূপক? এখানে বিবেচনার জন্য দু'টি নির্দেশিকা দেওয়া হল:

১। **যখন অংশটি নিজেই আপনাকে রূপক বোধ ব্যবহার করতে বলে তখন তা করুন।** আদিপুস্তক ৩৭ অধ্যায়টি দু'টি স্বপ্নকে সম্পর্কিত করে। বাইবেলে, স্বপ্ন সাধারণত একটি রূপক বার্তাকেই তুলে ধরে। এই কারণেই, আমাদের আশা করা উচিত নয় যে যোষেফের স্বপ্ন সত্যিকারের অর্থেই বুঝিয়েছিল যে একটি শস্যের আঁটি আরেকটি আঁটিকে প্রণাম করবে, বা সূর্য, চাঁদ, তারা আক্ষরিক অর্থে যোষেফকে প্রণাম করবে। পরিবর্তে, এই স্বপ্নের বিবৃতিটি আমাদেরকে রূপক ভাষাটি বুঝতে বলে। এইক্ষেত্রে, এর ব্যাখ্যা আদিপুস্তক ৩৭:৮, ১০ পদে দেওয়া আছে।

২। **যখন একটি আক্ষরিক অর্থ অসম্ভব বা অযৌক্তিক, তখন রূপক বোধ ব্যবহার করুন।** প্রকাশিত বাক্য ১:১৬ পদে প্রভু যখন আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর মুখ থেকে একটি দ্বি-ধার তরোয়াল বেরিয়ে আসবে। চিত্রকল্পপূর্ণ এই পুস্তকটিতে, এটিকে যিশুর একটি আক্ষরিক ছবি হিসেবে খুবই অসম্ভব বলে মনে হয়! কিন্তু আমরা প্রকাশিত বাক্য যত পড়তে থাকি, আমরা দেখি যে একটি বড় দ্বি-ধার তরোয়াল সহ যিশুর চিত্রটি মন্দতার সমস্ত শক্তির উপরে ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের বার্তাটিকে প্রকাশ করে।

মনে রাখবেন যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে সত্য প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন, সত্য গোপন করার জন্য নয়। বাইবেলের বেশিরভাগ রূপক ভাষাই সুস্পষ্ট। আমরা ৬ নং পাঠে বিভিন্ন ধরণের রূপক দেখেছিলাম। এগুলি আপনাকে ভালোভাবে রূপক ভাষা ব্যাখ্যা

করতে সাহায্য করবে। রূপকটি বোঝার পর, প্রশ্ন করুন, "কেন ঈশ্বর এই নির্দিষ্ট চিত্রকল্পটিই অনুপ্রাণিত করেছিলেন? এই চিত্রটির মাধ্যমে কোন সত্য প্রকাশিত হয়েছে?"

কখনো কখনো একটি শব্দ রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং একটি স্থায়ী চিহ্নে পরিণত হয়। যখন যিশু বলেছেন, "আমার মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে…" (যোহন ১০:২৭), শ্রোতারা জানত যে তিনি তাঁর অনুসরণকারী লোকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন এবং বাইবেল সেই প্রতীকটি অন্য অনেকবারই ব্যবহার করেছে (উদাহরণস্বরূপ, গীত ২৩)। প্রকাশিত বাক্য ৫ অধ্যায়ে, যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হয়। একটি বাইবেল অভিধান ব্যাখ্যা করে যে "যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ" একটি শিরোনাম যা মশীহকে বোঝায়। যখন আপনি এটি জানেন, আপনি জিজ্ঞাসা করুন, "কেন যোহন এই শিরোনাম ব্যবহার করেছেন? শিরোনামটি যিশু সম্পর্কে আমাদের কী বলে?" এই বাক্যালংকারটি আমাদেরকে মুক্তিদাতারূপে যিশুর ক্ষমতা সম্পর্কে যোহনের দেওয়া চিত্রটি বুঝতে সাহায্য করে।

বাইবেলের লেখকরা কখনো কখনো আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করেছেন – এর অর্থ এই নয় যে আমাদের কখনোই শাস্ত্রকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। বরং, কখনো কখনো ব্যবহার করা আলংকারিক ভাষার জ্ঞানের সাহায্যে, আমাদেরকে অবশ্যই লেখকের উদ্দেশ্য অনুসারে পাঠ্যটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কল্পনাকে এমন কোনো অর্থে বাইবেলের বিবৃতি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয় যে অর্থটি আসলে লেখক বলার চেষ্টা করেননি।

উপসংহার

হিতোপদেশের লেখক এমন একজন ব্যক্তির জন্য এই প্রতিজ্ঞাটি করেছেন যে জ্ঞানের খোঁজ করে; "ও যদি রুপোর মতো তার খোঁজ করো ও গুপ্তধনের মতো তা খুঁজে বেড়াও, তবেই তুমি সদাপ্রভুর ভয় বুঝতে পারবেও ঈশ্বরের জ্ঞান খুঁজে পাবে" (হিতোপদেশ ২:৪-৫)। ঈশ্বরের বাক্যের চেয়ে জ্ঞানের আর কোনো বড় উৎস নেই। আপনার শাস্ত্র অধ্যয়ন আপনাকে অন্তনকালীন পুরস্কার প্রদান করবে।

৭ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) শব্দ অধ্যয়ন হল একটি প্যাসেজের প্রসঙ্গ অনুযায়ী সেটির মধ্যে থাকা তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি অর্থ খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে সেগুলির পর্যালোচনা করা। শব্দ অধ্যয়ন আমাদেরকে আমরা যে প্যাসেজেটি অধ্যয়ন করছি তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

(২) শব্দ অধ্যয়নের সময় যে দু'টি প্রচলিত ভুল এড়িয়ে চলতে হয়:

- শব্দটির পূর্ববর্তী অর্থটি এড়িয়ে যাওয়া
- অনুমান করে নেওয়া যে প্রত্যেকটি প্রসঙ্গে একটি শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করছে

(৩) শব্দ অধ্যয়নের প্রক্রিয়া:

- অধ্যয়নের জন্য শব্দগুলিকে বেছে নিন।
  - যে শব্দগুলি অংশটির অর্থের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ
  - পুনরাবৃত্ত শব্দ
  - বাক্যালংকার
  - যে শব্দগুলি অস্পষ্ট বা কঠিন
- বেছে নেওয়া প্রত্যেকটি শব্দের সম্ভাব্য অর্থগুলির তালিকা করুন।
- অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ অনুযায়ী বেছে নেওয়া প্রতিটি শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করুন।

(৪) প্রসঙ্গটিতে শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করতে যে প্রশ্নগুলি আপনাকে সাহায্য করবে:

- অংশটিতে কি কোনো বৈপরীত্য বা তুলনা আছে যা শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে?
- লেখক কীভাবে এই শব্দটিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন?
- শব্দটির অর্থের ব্যাপারে প্রসঙ্গ কী প্রকাশ করে?

(৫) আলংকারিক ভাষা অধ্যয়নের সময়ে যে বিষয়গুলি মনে রাখবেন:

- যে ধারণাটি প্রতীকীরূপে দেখানো হয়েছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ।
- একটি রূপক চিত্র, বাক্যাংশ, বা শব্দ অন্যকিছুকে উপস্থাপন করে।
- আলংকারিক ভাষা নিজে যেটিকে প্রকাশ করে সেটির বৈশিষ্ট্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- লেখক যেভাবে কোনো পাঠ্যকে বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের অবশ্যই সেইভাবেই পাঠ্যটিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে—তা সেটির অর্থ আক্ষরিক হোক বা রূপক।

(৬) কখন একটি শাস্ত্রীয় বিবৃতিকে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করবেন:

- যখন প্যাসেজটি নিজেই আপনাকে তা ব্যবহার করতে বলে
- যখন এর আক্ষরিক অর্থ অসম্ভব বা অযৌক্তিক

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) ১ নং পাঠে, আপনি এই কোর্স জুড়ে অধ্যয়ন করার জন্য শাস্ত্রের একটি অংশ বেছে নিয়েছিলেন। সেই অংশটি থেকে আপনার যে শব্দগুলিকে অধ্যয়নের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়, সেগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ, পুনরাবৃত্ত শব্দ, বাক্যালংকার, বা সেই শব্দগুলিকে খুঁজে বের করুন যেগুলি অস্পষ্ট বা কঠিন। এই পাঠ্যে ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে অধ্যয়ন করুন। প্রসঙ্গটি বিবেচনা করুন। আপনার অধ্যয়ন করা অনুচ্ছেদটির প্রসঙ্গ অনুযায়ী প্রতিটি শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ করছে তা নির্ধারণ করুন।

(২) আপনি এইমাত্র যে শব্দগুলি অধ্যয়ন করছেন তার প্রতিটি বিবেচনা করুন। প্রতিটি শব্দের জন্য সেগুলির সম্ভাব্য অর্থের তালিকাটি দেখুন। কীভাবে আপনার নির্বাচিত শব্দের অর্থ ভুল বোঝার কারণে অনুচ্ছেদের একটি ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে? ২-৪টি বাক্যে তা ব্যাখ্যা করে লিখুন।

পাঠ ৮

ব্যাখ্যা: সাধারণ নীতি

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) বাইবেল ব্যাখ্যা করার প্রাথমিক নীতগুলি বোঝা।

(২) শাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা।

(৩) কীভাবে এই নীতিগুলি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়া তাত্ত্বিক ত্রুটির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া।

ভূমিকা

এই পাঠের নীতিগুলি শাস্ত্র অধ্যয়নের মূল ভিত্তি। এইগুলি হল এমন কিছু নীতি যা প্রাজ্ঞ বাইবেল শিক্ষকরা তাঁদের অধ্যয়নকে পরিচালনা করার জন্য গড়ে তুলেছেন। এই নীতিগুলি আপনার বাইবেল অধ্যয়ন পদ্ধতির ভিত্তি হওয়া উচিত। অনুগ্রহ করে এই নীতিগুলি বোঝার জন্য পর্যাপ্ত সময় নিন এবং তারপর এগুলিকে আপনার অধ্যয়নে প্রয়োগ করুন।

লেখকের অভিপ্রায় বিবেচনা করুন

লেখক তার পাঠকদেরকে কিছু বলতে চেয়েছেন। অভিপ্রেত অর্থই হল লিখিত অংশটির প্রকৃত অর্থ। ব্যাখ্যা হল লেখকের অভিপ্রেত বার্তাটি বোঝার চেষ্টা করার কাজ। আমাদের কখনোই একটি বার্তার জন্য শাস্ত্রকে একটি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় যা লেখকের উদ্দেশ্যমূলক অর্থের চেয়ে আলাদা।

একটি শাস্ত্রীয় বিবৃতি লেখক যা বোঝাতে চেয়েছেন তার চেয়েও বেশি কিছু বোঝাতে পারে। যখন অব্রাহাম ইসাহাককে বলেছিলেন যে *"ঈশ্বর স্বয়ং হোমবলির জন্য মেষশাবকের জোগান দেবেন..." (*আদিপুস্তক ২২:৮*)*, তিনি সম্ভবত বুঝতে পারেননি যে ঈশ্বর যিশুর আগমনের মাধ্যমে মহান উপায়ে তার বাক্য পরিপূর্ণ করবেন। যখন মোশি অব্রাহামের এই কথাগুলি লিখেছিলেন, মোশিও সম্ভবত বিবৃতিটির পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারেননি। তবে, যিশুর আগমনের প্রতি এই বিবৃতিটি প্রয়োগ করা মোশির উদ্দেশ্যের থেকে একটি সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ প্রকাশ করে না; এটি নীতিটির একটি বৃহত্তর, আরো পরিপূর্ণ অর্থ যা ঈশ্বর প্রদান করেন যা আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন।

বাইবেলের প্রত্যেক লেখকই চেয়েছিলেন যে প্রথম পাঠকেরা তার বার্তাটি একটি বাস্তবিক উপায়ে প্রয়োগ করুক। আমাদের বার্তার প্রয়োগ প্রথম পাঠকদের প্রয়োগদের চেয়ে আলাদা হতে পারে, কিন্তু এটি একই নীতি অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু আমরা একটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে বাইবেলের নীতিগুলি প্রয়োগ করছি, তাই আমাদের কার্যকলাপগুলি আলাদা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইস্রায়েলের লোকেদেরকে তাদের বাড়ির ছাদগুলোর চারপাশে রেলিংগুলো দিতে বলা হয়েছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৮)। সেই সময়ে বাড়িতে ন্যাড়া ছাদ থাকত, এবং ছাদটি থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হত। আপনি যদি এমন কোনো বাড়িতে না থাকেন যেখানে ন্যাড়া ছাদে মানুষ যায়, তাহলে এটির চারধারে বেড়া দিয়ে এটিকে সুরক্ষিত স্থান করার দরকার নেই। তবে, আমরা এখনো লোকেদের জন্য আমাদের বাড়ি বা সম্পত্তিকে নিরাপদ রাখার নীতিটি প্রয়োগ করতে পারি।

ব্যাখ্যাকারীর কোনো অনুচ্ছেদ বা অংশের বিশদের কাল্পনিক ব্যাখ্যা (imaginary interpretation) করা উচিত নয়। এখানে এক আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করা শমরীয় ব্যক্তিকে নিয়ে বলা যিশুর গল্পের একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যার উদাহরণ দেওয়া হল (লূক ১০:৩০-৩৫):

> শমরীয় একজন সুসমাচার প্রচারক, আহত ব্যক্তিটি একজন পাপী যে রূপান্তরিত হয়েছে, হোটেলটি হল একটি মন্ডলী, এবং দুটি মুদ্রা হল বাপ্তিস্ম এবং মিলন।

এই ব্যাখ্যাটি আমাদের প্রতিবেশীদেরকে প্রেম করার ব্যাপারে যিশু যা বলতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে (লূক ১০:২৭-২৯, ৩৬-৩৭): যাদের প্রয়োজন আছে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে।

কাল্পনিক ব্যাখ্যাসমূহের তিনটি সমস্যা আছে:

১। এগুলি ব্যাখ্যাকারীর মতামত থেকে আসে।
২। এগুলি ভালো ব্যাখ্যামূলক নীতি দ্বারা পরিচালিত নয়।
৩। কোনো স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে এগুলিকে মূল্যায়ন করা যায় না।

পাঠ্যটি দিয়ে শুরু করুন, আপনার নিজের উপসংহার দিয়ে নয়

কৌশিক তার গন্তব্যে যাওয়ার জন্য রাস্তা খুঁজতে একটা ম্যাপ দেখছিল, কিন্তু তারপরে বলল, "এই ম্যাপটা ভুল।" কৌশিকের প্যাসেঞ্জার প্রশ্ন করলেন, "আপনি কীভাবে জানলেন ম্যাপটি ভুল?" কৌশিক দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিল, "আমি জানি কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। ম্যাপটা ভুল।" কয়েক ঘণ্টা পর, পুরোপুরিভাবে রাস্তা হারিয়ে, কৌশিক হার স্বীকার করে নিল এবং ম্যাপটা বোঝার চেষ্টা করতে ও সেই মতো অনুসরণ করতে শুরু করল। তার কী ভুল ছিল? সে উপসংহার দিয়ে শুরু করেছিল। সে নিশ্চিত ছিল যে তার কাছে সঠিক উত্তর আছে, তাই সে ম্যাপের কথা শুনতে অস্বীকার করেছিল যা তাকে একটি ভিন্ন উত্তর দিয়েছিল।

কিছু কিছু লোক এইভাবেই বাইবেল পড়ে। একবার একজন প্রচারক শাস্ত্রের একটি পদ পড়েছিলেন যা তার পছন্দ হয়নি। তিনি বলেছিলেন, "আমি জানি না এটি কী বোঝাচ্ছে, কিন্তু এটি যা বলছে তা বোঝাচ্ছে না।" তিনি তার উপসংহার দিয়ে শুরু করেছিলেন ("আমি এই শিক্ষাদানের সাথে একমত নই") এবং তারপর শাস্ত্রটি পড়েছিলেন। তিনি তার উপসংহারের সাথে শাস্ত্রকে মানানসই করে নিতে পারেননি, তাই তিনি সহজভাবেই শাস্ত্র এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ("এটি যা বলছে তা বোঝাচ্ছে না")।

শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের অবশ্যই শাস্ত্র দিয়ে শুরু করতে হবে এবং তারপর আমাদের উপসংহার খুঁজতে হবে। আমাদের সকলেরই নির্দিষ্ট কিছু অনুমান রয়েছে। আমরা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করি। সেটা ভালো। সমস্যা হল যখন আমাদের অনুমান আমাদেরকে শাস্ত্রের সুস্পষ্ট শিক্ষা এড়িয়ে চলার দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা পাঠ্য (text) দিয়ে শুরু করছি, আমাদের উপসংহার দিয়ে নয়। আমাদের কখনোই আমাদের অনুমানকে পাঠ্য অবজ্ঞা করার দিকে পরিচালিত করতে দেওয়া উচিত নয়।

একটি উদাহরণ

"অতএব, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও" (মথি ৫:৪৮)।

কেউ কেউ বলে, "কেউই সিদ্ধ বা নিখুঁত নয়!" অর্থাৎ, তারা যিশুর আজ্ঞাকে উপেক্ষা করে। তারা তাদের উপসংহার দিয়ে শুরু করেছে ("কেউই সিদ্ধ বা নিখুঁত নয়!") এবং যিশু কী বলেছেন তা বোঝার চেষ্টাও করে না।

মথি ৫:৪৮ অধ্যয়ন করার সময়ে আমাদের অবশ্যই জানতে চাওয়া উচিত, "যিশু 'সিদ্ধ' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?" কীভাবে আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতো হতে পারি?" মথি ৫:৪৮ পদের আগের কয়েকটি পদই উত্তরটি দিয়েছে: আমাদেরকে সেই একইভাবে আমাদের শত্রুদেরকেও ভালোবাসতে হবে এবং তাদের প্রতি মঙ্গলসাধন করতে হবে যেভাবে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা "…সব মানুষের উপরে সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের উপরে বৃষ্টি দেন" (মথি ৫:৪৫)।

শাস্ত্রীয় শিক্ষাসমূহ শাস্ত্রীয় শিক্ষার বিরোধীতা করে না

যখন আমরা একজন মানব লেখকের লেখা কোনো বই পড়ি, এটি কোনোক্ষেত্রে নিজেরই বিপরীত হতে পারে। দু'জন মানব লেখকের কিছু কিছু বিষয়ে একে অপরের বিরোধিতা করার সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য; এটির নিজের বিরোধিতা করে না।

ঈশ্বর কখনো পরিবর্তন হন না (যাকোব ১:১৭)। এই কারণে শত শত বছর ধরে মানব লেখকদের দ্বারা লিখিত হলেও তাঁর বাক্য এখনো সংগতিপূর্ণ। ঈশ্বরের বাক্য তাঁর নিজের সাথে বিরোধিতা করে না।

এই নীতিটি হল অনুপ্রেরণার মতবাদের (doctrine of inspiration) একটি আবশ্যিক ফলাফল: "সমস্ত শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত …" (২ তিমথি ৩:১৬-১৭)। যদি শাস্ত্রের চূড়ান্ত উৎস ঈশ্বর হন, তাহলে বাইবেল কোনোমতেই নিজের বিরোধিতা করতে পারে না। এটি ভালো বাইবেল ব্যাখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যখন দু'টি অনুচ্ছেদ বা অংশকে পারস্পরিকভাবে বিপরীত *মনে হয়*, তখন আমাদের জানতে চাওয়া উচিত আমরা কোনো একটি শাস্ত্রীয় অংশকে ভুলভাবে বুঝেছি কিনা। যখন আমরা প্রতিটি অংশকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারব, আমরা দেখব যা উভয় অংশই সঠিক।

একটি উদাহরণ

"কারণ আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, একজন ব্যক্তি বিধান পালন না করে বিশ্বাসের মাধ্যমে নির্দোষ গণ্য হয়" (রোমীয় ৩:২৮)।

"...বিধান পালন করে কোনো মানুষ নির্দোষ প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু হয় যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস দ্বারা" (গালাতীয় ২:১৬)।

"তোমরা দেখতে পাচ্ছ, কোনো মানুষ কেবলমাত্র বিশ্বাসে নয়, কিন্তু তার কর্মের দ্বারাই নির্দোষ গণ্য হয়" (যাকোব ২:২৪)।

কিছু পাঠক বিশ্বাস করে যে পৌল এবং যাকোব বিশ্বাস এবং কাজের ভূমিকা নিয়ে সহমত ছিলেন না। পৌল জোর দিয়েছেন যে মানুষ বিধান পালন ছাড়াই নির্দোষ গণ্য হয়েছে। যাকোব লিখেছেন যে একজন ব্যক্তি কাজের দ্বারাই নির্দোষরূপে গণ্য হয়, কেবল বিশ্বাসের দ্বারা নয়।

এই পদগুলির প্রসঙ্গের দিকে না দেখে একজন ব্যক্তি মনে করতেই পারে যে যাকোব পৌলের বিরোধিতা করেছেন। তবে, প্রতিটি অংশের প্রসঙ্গ দেখায় যে পৌল এবং যাকোব কী বলছিলেন। একজন ব্যক্তি কীভাবে পরিত্রাণ পায় এবং ধার্মিক বলে গণিত হয় সেই ব্যাপারে পৌল কথা বলছেন। একজন ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক হয়ে ওঠে। যাকোব বলছেন যে কীভাবে একজন ব্যক্তি প্রকাশ করে যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে। একজন ব্যক্তি কাজের দ্বারা তার ধার্মিকতার প্রকাশ করে। পৌল এবং যাকোব দুজনেই সহমত যে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক হয়, তারপর কাজের মাধ্যমে ধার্মিকতার প্রকাশ করে।

শাস্ত্রই হল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী

এই নীতিটি আগের নীতিটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু শাস্ত্র নিজের বিরোধিতা করে না, তাই যেখানে অর্থটি তুলনামূলকভাবে কম স্পষ্ট এমন অংশগুলি বোঝার সুবিধার ক্ষেত্রে সরল অর্থযুক্ত অংশগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি। আমরা তুলনামূলকভাবে জটিল বা কঠিন পদগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য সুস্পষ্ট পদগুলি ব্যবহার করি; আমরা বেশি কঠিন পদগুলির জন্য আমাদের ব্যাখ্যা মানানসই করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সহজ পদগুলিকে জটিল করি না।

ব্যাখ্যার একটি পাঠ্যপুস্তকে এরকম বলা হয়েছে: "প্রায়শই সাধারণত বাইবেলে একটি অংশে যেটি অস্পষ্ট, অন্য অংশে সেটি সুস্পষ্ট।"[30] সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা, আমরা বেশি জটিল অংশগুলির উপরে সহজ অংশগুলির আলো প্রতিফলিত করি।

একটি উদাহরণ

"এখন পুনরুত্থান যদি না থাকে, তাহলে যারা মৃতদের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ উত্থাপিত না হয়, লোকেরা কেন তাদের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে?" (১ করিন্থীয় ১৫:২৯)

এই পদের কারণে কিছু লোক মনে করে যে জীবিত লোকদের সেইসব মৃত লোকদের স্বার্থে বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত যারা বাপ্তাইজিত না হয়ে মারা গেছে। কিন্তু বাইবেল কোথাওই আমাদেরকে তা করতে বলেনি। পৌল একটি প্রথার উল্লেখ করেছেন যা তার পাঠকেরা অনুশীলন করত, কিন্তু আমরা জানি না সেই প্রথাটি কী ছিল।

শাস্ত্রই হল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী। এই নীতিটি আমাদেরকে ১ করিন্থীয় ১৫:২৯ পদের ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। যখন আমরা মথি ২৮:১৯, প্রেরিত ২:৪১, প্রেরিত ৮:১২, এবং প্রেরিত ১৯:৫ পড়ি, আমরা দেখি যে বাপ্তিস্ম জীবিত বিশ্বাসীদের জন্য ছিল। যেহেতু ১ করিন্থীয় ১৫:২৯ মৃতদের জন্য স্পষ্টভাবে বাপ্তিস্মের আজ্ঞা দেয় না এবং যেহেতু অন্যান্য পদগুলি প্রথম শতকের মন্ডলীগুলির সাধারণত নিয়মপালনকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, তাই এটি বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় মৃতদের জন্য বাপ্তিস্মের আজ্ঞা দেয়।

বুঝতে পারার জন্যই শাস্ত্র লেখা হয়েছিল

ব্যাখার নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া ব্যবহারের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ শাস্ত্রের নিজের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য গোপন কোডে লেখা হয়নি।

মন্ডলীর শুরু থেকেই সমস্ত সুসমাচারের সত্য কেবল মন্ডলীর কিছু বিশেষ সদস্যদের জন্যই নয়, বরং সকলের জন্য উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যিশু বলেছিলেন যে তাঁর অনুসরণকারীদের জন্য তাঁর কাছে কোনো গোপন ধর্মতত্ত্ব বা শিক্ষা নেই (যোহন ১৮:২০)। সাধু পৌল তিমথিকে বলেছিলেন অন্যদের কাছে সেই সত্যের শিক্ষা দিতে যা পৌল জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন (২ তিমথি ২:২)। পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে যদি লোকেরা সত্য দেখতে না পায়, তাহলে তার কারণ এটা নয় যে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, বরং এর কারণ হল শয়তান তাদের অন্ধ করে রেখেছে (২ করিন্থীয় ৪:১-৬)। ঈশ্বরের সত্য উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করাই মন্ডলীর সর্বসময়ের উদ্দেশ্য হয়ে এসেছে।

---

[30] Walter Kaiser and Moises Silva, *An Introduction to Biblical Hermeneutics* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 132.

এটি সত্য যে বেশিরভাগ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের অর্থের জন্য অবশ্যই সতর্কভাবে অধ্যয়ন করা উচিত, কিন্তু সেগুলির সত্য আমাদের কাছে গোপন করে রাখা হয়নি। শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অস্পষ্ট পদগুলিতে সমাহিত করে রাখা হয়নি। গীতরচয়িতা বলেছেন, "তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ,এবং আমার চলার পথের আলো" (গীত ১১৯:১০৫)। ঈশ্বরের বাক্য উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে পথ দেখানো, সত্যকে লুকিয়ে রাখা নয়।

> "অনন্য বা অতুলনীয় ব্যাখ্যাগুলি সাধারণত ভুলই হয়।"
> -গর্ডন ফী (Gordon Fee, How to Read the Bible)

ঈশ্বরের বাক্যের বার্তাকে উন্মুক্ত করার জন্য কোনো বিশেষ চাবির প্রয়োজন নেই। এমন কোনো বইকে বিশ্বাস করবেন না যেগুলি বাইবেলের গোপন কোডগুলিকে উন্মুক্ত করার দাবি করে। ঈশ্বর বলেছিলেন যাতে আমরা তাঁর বাক্য বুঝতে পারি।

একটি উদাহরণ

কিছু বছর অন্তর কেউ না কেউ দাবি করবে, "ঈশ্বর আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যে যিশু পরের বছর আসছেন।" ১৯৮৭ সালে খুব জনপ্রিয় একটি বই অনুমান করেছিল যে যিশুর পুনরাগমন ১৯৮৮ সালে হবে। লেখক দাবি করেছিলেন যে তিনি প্রাচীন ইহুদি পর্ব সংক্রান্ত একটি অধ্যয়ন থেকে এই সত্যটি আবিষ্কার করেছেন। সেই একই লেখক ১৯৮৯ সালে পুনরাগমনের কথা অনুমান করে পরের বছরই আরেকটি বই লিখেছিলেন। আমাদের এমন কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে বাইবেলের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গোপনীয় বা লুকানো পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষাদান করে। যিশু বলেছেন, "কিন্তু সেই দিন বা ক্ষণের কথা কেউই জানে না, এমনকি স্বর্গদূতেরাও বা পুত্রও জানে না, কেবলমাত্র পিতা জানেন" (মথি ২৪:৩৬)।

বাইবেলের একটি আজ্ঞা বাইবেলের একটি প্রতিজ্ঞাকে তুলে ধরে

এই নীতিটি শেখায় যে যদি ঈশ্বর কোনো আদেশ দেন, তাহলে তিনি তা মেনে চলাও সম্ভব করে তোলেন।

একজন বাবার কথা কল্পনা করুন যিনি তার ছেলেকে বলছেন, "আমাকে খুশি করতে গেলে তোমাকে আবশ্যিকভাবে দু'মিনিটের মধ্যে এক মাইল দৌড়ে আসতে হবে।" একটা সময় পর্যন্ত, ছেলেটি সর্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করে যাবে, কিন্তু সে সবসময়েই তার বাবার চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি নিরাশ হবে এবং চেষ্টা করা ছেড়ে দেবে। এই ব্যক্তি কি একজন ভালো বাবা?

কিছু কিছু লোক মনে করে যে ঈশ্বর হলেন একজন অযৌক্তিক পিতা। যখন ঈশ্বর বলেন, "পবিত্র হও,"[31] তারা বলে, "ঈশ্বর জানেন যে আমরা তাঁর আদেশগুলি পালন করতে পারব না।"

জন কেলভিন (John Calvin) বলেছেন যে আমরা "... ঈশ্বরের [আজ্ঞা] দ্বারা মানুষের শক্তি পরিমাপ করতে" পারি না।[32] কেলভিন বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর যে আজ্ঞাগুলি দেন তা আমরা মানবিক শক্তিতে মেনে চলতে পারি না, কিন্তু যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তাদের জন্য সেগুলি মেনে চলার শক্তি তিনিই প্রদান করেন। জন ওয়েসলি (John Wesley) শিখিয়েছেন যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি আদেশ হল একটি প্রতিজ্ঞা যে ঈশ্বরের শক্তি একজন বিশ্বাসীর মধ্যে পরিপূর্ণ হবে।

একজন ব্যক্তি স্বাভাবিক, মানবিক শক্তিতে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পূরণ করতে পারে না। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পূরণ করতে পারি। একজন প্রেমিক পিতা তাঁর সন্তানদের তাঁর আজ্ঞাগুলি পালনের জন্য শক্তি দেন। একজন প্রেমিক

[31] ঈশ্বর এটি বহুবার আজ্ঞা দিয়েছেন, কেবল একবার নয়। (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪, ৪৫, লেবীয় পুস্তক ২০:৭, এবং ১ পিতর ১:১৬।)
[32] John Calvin's commentary on 1 Thessalonians 5:23 from *The Epistles of Paul to the Romans and Thessalonians*.

পিতা অসম্ভব আদেশ দিয়ে তাঁর সন্তানদের হতাশ করেন না। শাস্ত্রের প্রতিটি আদেশ পালনের জন্য সংযুক্ত অনুগ্রহও প্রদত্ত রয়েছে।

যিশু আদেশ দিয়েছেন, "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে" (মথি ২২:৩৭)। এটি একইসাথে একটি আজ্ঞা এবং একটি প্রতিজ্ঞা। একটি অবিভক্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য ঈশ্বরের আদেশটি মূলত যদি আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদেরকে একটি অবিভক্ত হৃদয় প্রদান করার জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞাটি প্রকাশ করে।

একটি উদাহরণ

"অতএব, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও" (মথি ৫:৪৮)।

প্রেক্ষাপট থেকে আমরা বুঝতে পারি যে যিশু প্রেমের কথা বলছেন, সবকিছুতে নিখুঁত হওয়ার কথা বলছেন না। আমরা এটাও বুঝতে পারি যে এটি এমন কিছু নয় যা আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে সাধন করতে পারি। যে ঈশ্বর আমাদেরকে সিদ্ধ বা নিখুঁত হওয়ার আজ্ঞা দেন, তিনিই হলেন সেই ঈশ্বর যিনি আজ্ঞা পরিপূরণ করেন। গীতরচয়িতা সাক্ষ্য দিয়েছেন, "ঈশ্বর আমায় শক্তি জোগান আর আমার পথ সুরক্ষিত রাখেন" (গীত ১৮:৩২)।

যিশুর আদেশ অবশ্যই যথার্থভাবে বোঝা উচিত। এটি অবশ্যই যিশুর শিক্ষার তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এবং একটি নিখুঁত বা সিদ্ধ (অবিভক্ত) হৃদয় এবং একটি পবিত্র (পৃথক) লোকেদের প্রতি বাইবেলের শিক্ষার আলোকে পড়তে হবে। একবার আমরা এটি বুঝতে পারলে, যিশুর আদেশ একটি করুণাময় প্রতিশ্রুতি হয়ে ওঠে, তা আর মানুষের প্রচেষ্টার জন্য একটি অসম্ভব মান হয়ে থাকে না।

বাইবেলের উপর তিনটি লেন্স

একজন ইভাঞ্জেলিকালপন্থী খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমরা বাইবেলকে মতবাদ এবং অনুশীলনের জন্য চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসেবে গ্রহণ করি। পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান বাইবেলের মধ্যে রয়েছে।

তবে, এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যা ব্যাখ্যা করি তা আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পড়ি। বেশিরভাগ ইভাঞ্জেলিকালপন্থীর জন্য তিনটি লেন্স রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা বাইবেল পড়ি। এই লেন্সগুলি কোনোভাবেই শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে প্রতিস্থাপন করে না। এগুলি হল কেবল আমাদের শাস্ত্র পড়ার এবং তা বুঝতে পারার উপায়সমূহ।

শাস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য আমাদের এই তিনটি লেন্সকেই ব্যবহার করতে হবে। যদি আমরা কোনো একটি লেন্সকে উপেক্ষা করি, তাহলে আমরা শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারি। এই উপায়গুলি ব্যবহার করে বাইবেল পড়া আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের বার্তা আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

এই ছবিটি আপনাকে বাইবেলের সাথে এই লেন্সগুলির সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করতে পারে। আমরা লেন্সগুলির মাধ্যমে বাইবেলকে দেখি।[33]

---

[33] এই উদাহরণটি Danny Coleman: https://dannycoleman.blogspot.com/2013/02/quadrilateral-lenses.html ওয়েবলগ থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে। Image of Bible by Wolfgang Eckert from Pixabay, https://pixabay.com/illustrations/a-book-bible-literature-pages-6402285/ থেকে সংগৃহিত।

বাইবেলের উপর তিনটি লেন্স

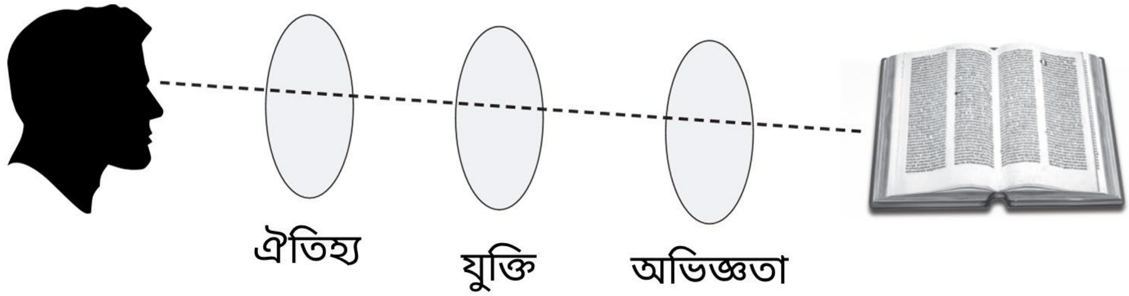

লেন্স ১: ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য

প্রথম যে লেন্সটির মধ্যে দিয়ে আমরা শাস্ত্রকে দেখি তা হল ট্রেডিশন বা **ঐতিহ্য।** ঐতিহ্যের লেন্সটি প্রশ্ন করে, "ইতিহাসে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা কীভাবে এই শাস্ত্রটি বুঝেছে?" ট্রেডিশন টেক্সট সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে ইতিহাস জুড়ে অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর্দৃষ্টির তুলনায় আমাদের বোধগম্যতা পরীক্ষা করে।

> "ট্রেডিশন বা ঐতিহ্য হল যুগে যুগে আত্মার শিক্ষাদানের ক্রিয়াকলাপের ফল··· এটি অব্যর্থ নয়, তবে এটি [গুরুত্বহীন]ও নয় এবং আমরা যদি তা উপেক্ষা করি তাহলে নিজেদেরকে দরিদ্র করে তুলি।"
> - জে. আই. প্যাকার (J.I. Packer, "Upholding the Unity of Scripture Today")

ট্রেডিশনের মধ্যে রয়েছে প্রথম শতকের মন্ডলীর ক্রীড সমূহ, মহান ধর্মতত্ত্ব সকল যা অতীতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মের শিক্ষাসমূহ। ঐতিহ্য দেখায় কীভাবে মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে বাইবেল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মন্ডলীর ঐতিহ্য সব বিষয়ে সহমত হয় না; কিন্তু যা মন্ডলী সর্বত্র এবং সর্ব সময়ে শিখিয়ে এসেছে সেই ঐতিহ্য হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা ডিনোমিনেশনগুলির ঐতিহ্য বিবেচনা করা উচিত, তবে এটি সর্বজনীন মন্ডলীর ঐতিহ্যের মতো এতটা কর্তৃত্বের অধিকারী নয়।

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্য বুঝতে সাহায্য করতে ঐতিহ্যের মাধ্যমের কথা বলেন। যদি আপনার ব্যাখ্যা শাস্ত্রকে এমন একটি অর্থ প্রদান করে যা কেউ কখনো দেখেনি বা প্রকাশ করেনি, আপনার বোঝা বা অনুমান করা উচিত যে আপনি ভুল করছেন!

লেন্স ২: যুক্তি

যুক্তি (Reason) হল আমাদের ব্যবহার করা দ্বিতীয় লেন্স। এই লেন্সটি প্রশ্ন করে, "এই শাস্ত্রাংশটির একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কী?" যুক্তির লেন্সটি আমাদেরকে আমরা শাস্ত্রে যা পড়েছি যা বোঝার জন্য আমাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করার কথা বলে। আমরা শাস্ত্র বোঝার জন্য যুক্তি ব্যবহার করি; তবে, আমরা শাস্ত্রকে সত্য **প্রমাণ করার** জন্য যুক্তিকে ব্যবহার করতে পারছি না বলে আমাদের কখনোই শাস্ত্র থেকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। বহু লোক অলৌকিক কাজ সংক্রান্ত বাইবেলের নথিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ তারা মনে করে সেই অলৌকিক কাজগুলিই যুক্তির সাথে বিপরীত। তবে অলৌকিক কাজগুলি যুক্তির বিরোধী নয়, কারণ আমরা যৌক্তিকভাবে বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতায় রয়েছে।

কিছু লোক যুক্তির ব্যবহারের বিরোধিতা করে; তারা তর্ক করে যে আমাদের পতিত মন ঈশ্বরের বাক্য বোঝার জন্য বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। এটি সত্য যে মানুষের সীমিত মানসিক ক্ষমতায় আছে। তবে পৌল তার যুক্তিতর্কগুলি করার সময় সংগতিপূর্ণভাবে যুক্তিপ্রয়োগ করার জন্য আহ্বান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় পত্রে পৌল একগুচ্ছ প্রশ্ন করেছেন যা তার পাঠকদেরকে পরিত্রাণের মহান সত্যের একটি যৌক্তিক বোধগম্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের যুক্তি কখনোই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব না হলেও, আমাদের শাস্ত্রের যৌক্তিক অর্থকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

লেন্স ৩: অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা (experience) হল শেষ লেন্স। এই লেন্সটি প্রকাশ করে, "আমি যা বুঝেছি তা কি অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতার সাথে মেলে?" ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কখনোই পরম সত্যের উর্দ্ধে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে, ঐতিহ্য এবং যুক্তির সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে অভিজ্ঞতা মূল্যবান।

এই প্রত্যেকটি লেন্সই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি কেবল ঐতিহ্যকে ব্যবহার করি, আমরা রোমান ক্যাথলিকদের মতো মন্ডলীর শিক্ষাকে শাস্ত্রের কর্তৃত্বের সমান রূপে দেখার মতো ভুল করব। আমরা যদি কেবল যুক্তি ব্যবহার করি, তাহলে আমরা চূড়ান্ত কর্তৃত্বের স্থানে চিন্তা ভাবনাকে দেখব। যদি আমরা কেবল অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করি, যদি আমরা কেবল অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করি, আমাদের ব্যাখ্যা সীমিত হয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি, দৃষ্টিকোণ, এবং মানুষের মতামতের উপর নির্ভরশীল হবে। এই লেন্সগুলি হল আমাদের শাস্ত্র বোঝার উপায়, কিন্তু এগুলি এমনভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয় যা শাস্ত্রের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে।

একটি উদাহরণ

"এই কারণের জন্য আমি পিতার কাছে নতজানু হই... যেন ঈশ্বরের সকল পূর্ণতায় ভরপুর হয়ে ওঠো" (ইফিষীয় ৩:১৪, ১৯)।

পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন ইফিষীয় মন্ডলী ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কে গভীরভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় পূর্ণ হয়। যদি আমরা এই তিনটি লেন্স দিয়ে এই প্রার্থনাটি দেখি তাহলে আমরা কী দেখব?

ঐতিহ্য। সমস্ত প্রজন্মের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা শিখিয়েছেন যে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জন্য একটি গভীর পথচলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কীভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যটি সম্পন্ন করেন তার বিশদ বিবরণে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একমত হননি, তবে মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে, বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একমত হয়েছেন যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদেরকে নিজের সাথে গভীর সম্পর্কের জন্য আহ্বান করেন।

দ্বিতীয় শতকে ইরেনিয়াস (Irenaeus) লিখেছেন যে আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল "যেন আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং সদৃশ হতে পারি।"[34] ইরেনিয়াস বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক বিশ্বাসীই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। চতুর্থ শতকে পূর্বদেশীয় লেখকরা যেমন গ্রেগরি অফ নাইসা (Gregory of Nyssa) শিখিয়েছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় আরো বেশি করে পূর্ণ হয়ে উঠতে হবে। ১৭ শতকে ফরাসী ক্যাথলিক ফ্র্যাঙ্কোইস ফেনেলন (Francois Fenelon)

[34] As quoted in William M. Greathouse, *From the Apostles to Wesley* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1979), 38

লিখেছিলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ শক্তিতে, আমরা "যিশুর মতো জীবন যাপন করতে, তাঁর মতো চিন্তাভাবনা করতে..." সক্ষম।[35] ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমেই আমরা তাঁর প্রতিমূর্তির অনুরূপ হয়ে উঠতে পারি।

যুক্তি। পৌলের প্রার্থনাটি পড়ার সময়ে, আমাদের যুক্তি প্রশ্ন করে, "এই প্রার্থনার আমার ব্যাখ্যা কি শাস্ত্রের বাকি অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?" খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য একটি গভীর জীবনের প্রতিশ্রুতি হিসেবে এই প্রার্থনাকে ব্যাখ্যা করা কি যুক্তিযুক্ত? অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলির দেখলে, আমরা দেখি যে রোমীয় ১২:১, ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩, এবং অন্যান্য পাঠ্য একটি গভীর জীবনের পরামর্শ দেয় বা সুপারিশ করে যা বিশ্বাসীর জন্য উপলব্ধ। ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতায় পূর্ণ হওয়ার বাস্তবতাটি যুক্তিযুক্ত।

অভিজ্ঞতা। ইতিহাস জুড়ে মহান খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা একটি গভীর জীবনের জন্য তাদের আকাঙ্খাকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরকে আরো জানার জন্য ক্ষুধার্ত বা প্রবলভাবে আকাঙ্খিত। মহান খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সাক্ষ্যগুলি দেখায় যে এই ক্ষুধা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল।

বিতর্কমূলক অংশগুলি বিবেচনার সময়ে কিছু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

শাস্ত্রে এমন কিছু অংশ বা অনুচ্ছেদ আছে যেগুলি বিভিন্ন মন্ডলীতে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কখনও কখনও বন্ধুদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যখন আপনি এরকম কোনো অংশ দেখেন তখন কেবল আপনার মতামত রক্ষা করার পরিবর্তে নিচের প্রশ্নগুলি বিবেচনা করুন:

- আমি কি উপসংহার দিয়ে শুরু করছি? আমি কি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি পড়ার আগেই শাস্ত্রটি কী প্রকাশ করতে পারে তা ভেবে ফেলেছি?
- এই শাস্ত্রটি নিয়ে আমার ব্যাখ্যা কি শাস্ত্রের অন্যান্য অংশগুলির বিরোধিতা করে?
- অন্যান্য পদগুলি কি এই অংশটির জন্য আরো সুস্পষ্ট কিছু বোঝায়?
- আমার ব্যাখ্যা কি কোনো গোপন বার্তাভিত্তিক, নাকি আমি সম্ভাব্য সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে অংশটি ব্যাখ্যা করছি?
- এই অংশটি কি কোনো আদেশ দিচ্ছে? যদি তাই হয়, আদেশটির দ্বারা কোন প্রতিশ্রুতির কথা বোঝানো হয়েছে?
- বিভিন্ন সময়কাল ধরে এই অংশটি সম্পর্কে খ্রিষ্টবিশ্বসী মন্ডলীর ঐতিহ্য কী প্রকাশ করে এসেছে?
- এই অংশটির একটি সুস্পষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত অন্তর্দৃষ্টিটি কী?
- এই অংশটি সম্পর্কে অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা কী বলে?

এই প্রশ্নগুলি নিশ্চয়তা দেয় না যে আপনি একটি অংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সম্মতি পাবেন। তবে এগুলি আপনাকে সম্মতির জায়গাগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। যদি তা না হয়, তাহলে প্রশ্নগুলি সেই সমস্ত কারণ চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে যেগুলি নিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ খাঁটি খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা শাস্ত্রের কিছু অংশ বা অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করে।

[35] *From the Apostles to Wesley*, 85

৮ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) বাইবেলের ব্যাখ্যার মৌলিক নীতিগুলি বুঝতে পারলে তা আপনাকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে আসা থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করবে।

(২) পাঠ্য (text) দিয়ে শুরু করুন, আপনার নিজের উপসংহার দিয়ে নয়। আপনার অনুমানগুলি আপনাকে পাঠ্যটিকে উপেক্ষা করার কারণ হতে দেবেন না।

(৩) শাস্ত্রীয় শিক্ষাসমূহ শাস্ত্রীয় শিক্ষার বিরোধীতা করে না। যদি দু'টি অংশকে বিপরীতার্থক বলে মনে হয়, তাহলে বিবেচনা করে দেখুন যে আপনি কোনো একটি অংশকে ভুল বুঝেছেন কিনা।

(৪) শাস্ত্রই হল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী। তুলনামূলকভাবে কঠিন অংশগুলির ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ অংশগুলি ব্যবহার করুন।

(৫) বুঝতে পারার জন্যই শাস্ত্র লেখা হয়েছিল। পাঠ্যের সাধারণ বোধগুলি লক্ষ্য করুন।

(৬) বাইবেলের একটি আজ্ঞা বাইবেলের একটি প্রতিজ্ঞাকে তুলে ধরে। যে ঈশ্বর আদেশ দেন, সেই ঈশ্বরই আমাদের আনুগত্যকে শক্তিযুক্ত করেন।

(৭) পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞান বাইবেলের মধ্যে রয়েছে।

(৮) আমরা তিনটি লেন্সের মাধ্যমে শাস্ত্রের দিকে দেখি যা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করে:

- ঐতিহ্য: ইতিহাস জুড়ে অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর্দৃষ্টি।
- যুক্তি: পাঠ্যের অর্থের একটি যুক্তিযুক্ত বোধগম্যতা।
- অভিজ্ঞতা: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আত্মিক অভিজ্ঞতা।

পাঠ ৯

প্রয়োগ

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) বাইবেলের প্রয়োগের জন্য মিথ্যা বিকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

(২) পাঠ্যের ব্যাখ্যা থেকে প্রয়োগ পর্যন্ত আসার জন্য একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

(৩) পাঠ্যের বিভিন্ন প্রয়োগ খুঁজে বের করার জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি করতে হবে তা জানা।

(৪) শাস্ত্রের নির্বাচিত অংশগুলিতে এই ধাপগুলি অনুশীলন করা।

ভূমিকা

► আপনার বর্তমান বাইবেল অধ্যয়নে **ব্যাখ্যা** এবং **প্রয়োগ**-এর সম্পর্ক আলোচনা করুন। যখন আপনি প্রচার করেন বা শিক্ষা দেন, কোনটি তুলনামূলক সহজ: পাঠ্যটি ব্যাখ্যা করা নাকি এটিকে আজকের জগতে প্রয়োগ করা? যখন আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বা একটি সারমন শোনেন, আপনি কি তখন আপনার জীবনে সেটির প্রয়োগ খুঁজে পেতে সক্ষম?

জনার্দন বলেছিল, "পাস্টার, একদিন দেখা করা যেতে পারে? বাইবেল নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে।" এক সপ্তাহ পরে, পাস্টার জনার্দনের সাথে দেখা করেন এবং শাস্ত্র থেকে একাধিক অংশ দেখেন যা জনার্দনের সমস্যাটি তুলে ধরেছিল। কয়েক মিনিট পর, জনার্দন বাইবেল বন্ধ করে দেয় এবং বলে, "আমি একদম সত্যি বলছি। আমি ইতিমধ্যেই জানি যে বাইবেল কী বলছে, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। এটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন।"

> "যে বাক্য শোনে অথচ তার নির্দেশ পালন করে না, সে এমন মানুষের মতো যে আয়নায় তার মুখ দেখে,নিজেকে দেখার পর সে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যায়, সে দেখতে কেমন"
> - যাকোব ১:২৩-২৪

ব্যাখ্যা করা জনার্দনের সমস্যা ছিল না; সমস্যাটি ছিল তা প্রয়োগ করা। শাস্ত্র কী বলছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সেটির অর্থ ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়; আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জীবনে এটিকে প্রয়োগ করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, বাইবেল অধ্যয়ন ব্যাখ্যা পর্যায়েই শেষ হয়ে যায়।

পাঠ্যটি কী বলছে তা পর্যবেক্ষণ করা দিয়ে আমরা শুরু করি; আমরা এটির অর্থ ব্যাখ্যার দ্বারা এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাই; এবং আমরা অবশ্যই পাঠ্যটি আমাদের জীবনে প্রয়োগের দ্বারা সমাপ্ত করব। আমরা তিনটি প্রশ্নের দ্বারা এই প্রক্রিয়াটির সারসংক্ষেপ করতে পারি:

- পাঠ্যটি কী বলছে? (পর্যবেক্ষণ)
- পাঠ্যটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে? (ব্যাখ্যা)
- পাঠ্যটি কীভাবে আমার জীবনে কাজ করে? (প্রয়োগ)

প্রয়োগের কিছু বিকল্প

গীতরচক লিখেছেন, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুর বিধানে আনন্দ করে এবং যে বিধান নিয়ে ধ্যান করে, "সেই ব্যক্তি জলস্রোতের তীরে লাগানো গাছের মতো, যা যথাসময়ে ফল দেয়" (গীত ১:২-৩)। শয়তান আমাদেরকে বাইবেল থেকে দূরে রাখতে চায়। সে জানে যে যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের পুষ্টি গ্রহণ না করি, তাহলে আমরা দুর্বল হয়ে যাব এবং আত্মিকভাবে মারা যাব।[36]

যদি শয়তান আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে দূরে সরাতে না পারে, তাহলে সে আমাদের জীবনে সত্যকে প্রয়োগ করা থেকে আমাদেরকে দূরে সরাতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের বাক্যে জীবন যাপন করব, আমরা ফলদায়ক বা সফল হয়ে উঠব না। যদি শয়তান আমাদেরকে বাইবেল পড়া থেকে দূরে সরাতে না পারে, তাহলে সে আমাদেরকে প্রয়োগের কোনো বিকল্প গ্রহণ করতে প্রলোভিত করবে।

আমরা প্রয়োগের পরিবর্তে ব্যাখ্যাকে বিকল্প হিসাবে নিই

শাস্ত্রের একটি অংশকে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং সেটির অর্থ নির্ধারণ করেও সেটিকে প্রয়োগ না করা সম্ভব। যখন দায়ূদ নাথানের কাছে এক ধনী ব্যক্তির রূপক কাহিনীটি শুনেছিলেন যেখানে ধনী ব্যক্তিটি এক গরীব লোকের ভেড়া চুরি করেছিল, তখন দায়ূদ সেটির সঠিক ব্যাখ্যাটি বুঝে উত্তর দিয়েছিলেন। "…জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্যি, যে এ কাজটি করেছে তাকে মরতেই হবে! সেই শাবক ভেড়ীটির চারগুণ দাম তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, কারণ সে এরকম কাজ করেছে ও তার মনে দয়ামায়াও হয়নি" (২ শমূয়েল ১২:৫-৬)।

দায়ূদের ব্যাখ্যা সঠিক ছিল। দায়ূদ সদাপ্রভুর নামে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন; তিনি সুবিচারের উপর জোর দিয়েছিলেন; তিনি ক্ষতিপূরণের দাবি করেছিলেন। কেউই দায়ূদের ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে না, কিন্তু দাউদ তার নিজের জীবনে রূপকটি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভাববাদী সেই প্রয়োগের কাজটি করেছিলেন, "আপনিই সেই লোক!" (২ শমূয়েল ১২:৭)।

প্রচারক এবং শিক্ষকদের জন্য এটি একটি বিশেষ বিপদ। আমরা অন্যদেরকে শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়ে থাকি যেখানে আমরা নিজেরাই নিজেদের অবাধ্যতাকে এড়িয়ে যাই। যাকোব বাধ্যতাহীন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। "তাহলে, সৎকর্ম করতে জেনেও যে তা করে না, সে পাপ করে" (যাকোব ৪:১৭)। শাস্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার পর, আমাদের কোনোমতেই এটির প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। আমাদের কখনোই প্রয়োগের জন্য ব্যাখ্যাকে প্রতিস্থাপন করা উচিত নয়।

আমরা পূর্ণ বাধ্যতার পরিবর্তে আংশিক বাধ্যতাকে বিকল্প হিসাবে নিই

আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন না করতে দিয়েও শাস্ত্রের একটি অংশ অধ্যয়ন করা, এটির অর্থ নির্ধারণ করা, এবং প্রয়োগের কিছু ক্ষেত্র খুঁজে নেওয়া সম্ভব। আমরা এমন অনেক জায়গা খুঁজে পাই যেখানে আমরা শাস্ত্রের বাধ্য হয়ে চলি, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে অবাধ্যতার গভীরতম জায়গাগুলি এড়িয়ে যাই।

আমরা হয়ত ইফিষীয় ৪:২৯ অধ্যয়ন করেছি, তোমরা কোনো অশালীন কথা বোলো না, প্রয়োজন অনুসারে যা অপরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক, যা শ্রোতার পক্ষে কল্যাণকর, তোমাদের মুখ থেকে শুধু এমন কথাই বের হোক।" প্রয়োগ পর্যায়ে, আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলি পরীক্ষা করে দেখি। আমরা প্রশ্ন করি:

---

[36] এই পাঠের উপাদানটি Howard G. Hendricks and William D. Hendricks, *Living By the Book* (Chicago: Moody Publishers, 2007) পুস্তক থেকে অভিযোজিত করা হয়েছে।

- "আমার প্রচারগুলি কি আমার মন্ডলীর লোকেদের গেঁথে তোলে?" "হ্যাঁ; আমি একজন বিশ্বস্ত পাস্টার।"
- "আমি কি আমার সন্তানদের সাথে অনুপ্রেরণাদায়ক কথা বলি?" "হ্যাঁ; আমি একজন প্রেমময় বাবা/মা।"
- "আমি কি আমার স্বামী/স্ত্রী'কে গেঁথে তুলি?" "না; আমি প্রায়ই নেতিবাচক মন্তব্য করি।"

আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে আপনার কথোপকথন হল এমন এক জায়গা যেখানে ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে পরিবর্তন করতে চান। শয়তান আপনাকে আপনার স্বামী বা স্ত্রী'র সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যটির একটি জীবন-পরিবর্তনকারী প্রয়োগের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধ্যতা প্রতিস্থাপন করতে প্রলোভিত করে। সে আপনাকে পূর্ণ বাধ্যতার পরিবর্তে আংশিক বাধ্যতা স্বীকার করতে প্রলোভিত করে।

আমরা অনুতাপের পরিবর্তে অজুহাতকে বিকল্প হিসাবে নিই

এক আইনজীবী যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" (লূক ১০:২৫)। সেই আইনজীবী উত্তরটি জানতেন: "তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে; এবং, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে" (লূক ১০:২৭)।

আইনজীবী শাস্ত্রটি বুঝতে পেরেছিলেন। "কিন্তু সে নিজের সততা প্রতিপন্ন করতে যীশুকে প্রশ্ন করল, 'বেশ, আমার প্রতিবেশী কে?'" (লূক ১০:২৯)। তার সমস্যা ব্যাখ্যা করায় ছিল না; তার সমস্যা ছিল প্রয়োগ করা। আইনজীবী তার ভালোবাসার অভাবকে যুক্তিযুক্ত করেছিলেন।

সম্ভবত ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে বলছেন, "তোমার কথা তোমার স্বামী বা স্ত্রীকে উন্নত করছে না; এটি ধ্বংসাত্মক সংযোগ ।" আপনি বাক্য পড়েছেন; আপনি বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন; এখন এটি শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগ করার সময়। পরিবর্তে, আপনি ভাবতে পারেন, "আমার স্বামী বা স্ত্রী সবসময়েই নেতিবাচক। আমি যদি নেতিবাচক হই, তবে এর কারণ হল আমার স্বামী বা স্ত্রী খুবই নেতিবাচক। এটি আমার দোষ নয়!" আপনি কী করলেন? আপনি ঈশ্বরের বাক্য মানতে আপনার ব্যর্থতার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আপনার আচরণের জন্য অজুহাত দিলেন।

আমরা রূপান্তরের পরিবর্তে আবেগকে বিকল্প হিসাবে নিই

যাকোব এমন এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে, কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করে না (যাকোব ১:২৩-২৪)। কখনো কখনো একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য শোনে এবং প্রকৃতভাবেই উদ্দীপিত হয়, কিন্তু সে সত্যিকারের পরিবর্তনের পরিবর্তে একটি আবেগজনক প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়। প্রত্যেক পাস্টারই একটি বিষয়ের উপর প্রচার করার পর লোকেদের কাছে থেকে "এই সারমনটি আমাকে চেতনা দিয়েছিল" শোনার পর কোনো স্থায়ী রূপান্তর দেখতে না পাওয়ার হতাশাটি জানেন।

আপনি হয়ত কোনো ম্যারেজ [বিবাহ] সেমিনারে ইফিষীয় ৪:২৯ পদের ব্যাপারে শিখেছিলেন। সেমিনারের শেষে প্রতিজ্ঞা করার সময়ে, আপনি আপনার স্বামী অথবা স্ত্রীকে বললেন, "আমি দুঃখিত। আমি এখন থেকে ইতিবাচক কথা বলতে চাই। আমি আরো ভালো হওয়ার চেষ্টা করব!" কিন্তু, আপনি দ্রুতই খারাপ কথা বলার, নেতিবাচক বক্তব্য প্রকাশ করার এবং আঘাত দেয় এমন সমস্ত কথা বলার যে পুরনো অভ্যাস আপনার ছিল সেটিতে পতিত হবেন।

কী ঘটল? আপনার বক্তব্যটি একটি আবেগজনক প্রত্যুত্তর ছিল, সেখানে কোনো প্রকৃত রূপান্তর ছিল না। এটা বিপদজনক; বারংবার ব্যর্থতার পর, আমরা মেনে নিই যে রূপান্তর অসম্ভব। সত্যের প্রতি একটি আবেগজনক প্রত্যুত্তর অবশ্যই প্রকৃত রূপান্তর এবং বাধ্যতা দ্বারা পরিপূর্ণ হতে হবে, যা কেবল তখনই সম্ভব যখন আমরা পবিত্র আত্মার কাজের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি।

শাস্ত্র প্রয়োগের ধাপসমূহ

আয়নায় নিজেকে দেখার পর তাকে কেমন দেখতে তা ভুলে যাওয়া ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়ার পর, যাকোব সেই ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন যে তার জীবনে শাস্ত্রকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করে। "কিন্তু যে নিখুঁত বিধানের প্রতি আগ্রহভরে দৃষ্টি দেয়, যা স্বাধীনতা প্রদান করে ও যা শুনেছে তা ভুলে না গিয়ে নিরন্তর তা **পালন করতে থাকে**, সে সবকাজেই আশীর্বাদ পাবে" (যাকোব **১**:২৫)। ঈশ্বরের বাক্য কেবল শোনাই যথেষ্ট নয়, আমাদের অবশ্যই বাক্যকে প্রয়োগ করতে হবে। শাস্ত্রের যথার্থ প্রয়োগের জন্য কী প্রয়োজন?

শাস্ত্রকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই তিনটে কাজ করতে হবে।

ধাপ ১: শাস্ত্রের অর্থ জানা

এই কারণেই পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যার উপর লেখা পাঠগুলি গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা পাঠ্যটি না জানি, আমাদের প্রয়োগ সঠিক হবে না। আমরা এই প্রশ্নটির দ্বারা প্রয়োগের ধাপটি শুরু করি, "কীভাবে প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের জগতে এই শাস্ত্রটি প্রয়োগ করেছিলেন?"

উদাহরণস্বরূপ, পৌল লিখেছেন, "যিনি আমাকে শক্তি দান করেন, তাঁর মাধ্যমে আমি সবকিছুই করতে পারি" (ফিলিপীয় ৪:১৩)। কিছু শিক্ষক এটিকে একটি প্রতিজ্ঞা হিসেবে নিয়েছেন যে আমরা যা কিছু আকাঙ্খা করি, সেই সবকিছুই অর্জন করতে পারি কারণ "খ্রিষ্ট আমাদের শক্তি দেন।" খেলোয়াড়রা ঘোষণা করে, "আমি আজকের খেলাটা জিতব কারণ 'খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমি সবকিছুই করতে পারি।'" বিশ্বাসে সুস্থকারীরা (faith healers) তাদের শ্রোতাদের আশ্বস্ত করে, "যদি আপনার পর্যাপ্ত বিশ্বাস থাকে, আপনি সুস্থ হবেন কারণ 'খ্রিষ্টের মাধ্যমে আপনি সবকিছুই করতে পারেন।'" মিথ্যা সমৃদ্ধির সুসমাচার (prosperity gospel) প্রচারকারীরা ঘোষণা করে, "ঈশ্বর আপনাকে ধনী করতে চান। আপনাকে অবশ্যই যা করতে হবে তা হল ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করা। আপনি 'খ্রিষ্টের মাধ্যমে সবকিছুই করতে পারেন।'"

যখন আমরা প্রশ্ন করি, "কীভাবে ফিলিপির খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এই পদটি প্রয়োগ করেছিলেন?", তখন আমরা দেখতে পাই যে এটি কোনো জাগতিক সাফল্যের প্রতিজ্ঞা ছিল না, বরং এটি ছিল আত্মিক সহ্যশক্তির এক প্রতিজ্ঞা। পৌল রোমে কারাগারে বন্দী ছিলেন; তার শ্রোতারা নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছিল। তিনি বলেননি যে তিনি জাগতিক সাফল্য পেয়েছেন, কিন্তু বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস এবং বাধ্যতা দ্বারা সমস্ত পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে সক্ষম ছিলেন। পৌল সমস্ত পরিস্থিতিতে অবিচল থাকতে শিখেছিলেন কারণ খ্রিষ্টের মাধ্যমে তিনি সেই সবকিছুই করতে পারতেন যা ঈশ্বর তাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিলেন। তিনি এক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা বলেননি; এটি প্রকাশ করেছে যে কঠিন পরিস্থিতির মুখেও তার সন্তুষ্টির আত্মাকে হারিয়ে ফেলেননি।

ধাপ ২: কীভাবে জীবনে শাস্ত্রকে প্রয়োগ করতে হয় তা বোঝা

পৌল তিমথিকে সচেতন করেছিলেন যে অন্যদের মধ্যে সফলভাবে পরিচর্যা কাজ করার জন্য তিমথির অবশ্যই নিজেকে খুব ভালোভাবে জানা ও চেনা দরকার। "তোমার জীবন ও শাস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে একান্তভাবে সচেতন থেকো। এসব পালন করে চলো তাহলে তুমি নিজেকে এবং তোমার কথা যারা শোনে, তাদেরও রক্ষা করতে পারবে" (১ তিমথি ৪:১৬)। যেহেতু তিমথি নিজের প্রতি ও তিনি যে শিক্ষা প্রচার করতেন তার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন, তিনি তার শ্রোতাদের কাছে এক কার্যকর পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

এই পাঠ্যটি জানার পর এবং এটি কীভাবে এটির প্রথম পাঠকদের কাছে প্রযোজ্য হয়েছিল তা জানার পর, আমাকে অবশ্যই নিজেকে জানতে হবে এবং জানতে হবে যে কীভাবে পাঠ্যটি আমার জগতে প্রযোজ্য হবে। হয়ত আমি নিজের দিকে দেখলাম, এবং দেখলাম যে আমার জীবন বা কাজ সাধারণভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা সাহায্য প্রত্যাশা করার মতো নয়। ফিলিপীয় ৪:১৩ আমাকে বলছে আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের প্রতিকূলতাগুলির মোকাবিলা করতে, কারণ "যিনি আমাকে শক্তি দান করেন, তাঁর মাধ্যমে আমি সবকিছুই করতে পারি।"

এখন প্রয়োগটি স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পদটির পাশে, আমি লিখতে পারি, "খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের বিরোধী পরিবেশে কাজ করার সময়ে, আমি বিশ্বস্ততায় নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস করব। আমি **খ্রিষ্টের মাধ্যমে** সবকিছু করতে পারি।" এটিই পদটিকে প্রথম শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসে।

শাস্ত্রের সঠিক প্রয়োগ বাস্তব জগতে কাজ করবে। ঈশ্বরের বাক্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত। আমি শাস্ত্র প্রয়োগ করার সময়ে জিজ্ঞাসা করব না, "এই পাঠ্যের 'ধর্মীয়' প্রয়োগটি কী?" পরিবর্তে, আমি জিজ্ঞাসা করব, "কিভাবে এই পাঠ্যটি অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনযাপন করব?"

জন ওয়েসলি (John Wesley) লিখেছেন, "খ্রিষ্টের সুসমাচার ধর্মের নয় কিন্তু তা সমাজের জন্য; সামাজিক পবিত্রতা ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতার নয়।"[37] যেভাবে সাধুরা সমাজ থেকে লুকিয়ে জীবন যাপন করে সেইভাবে নয়, বরং অন্যদের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকা বিশ্বাসী হিসেবে আমরা সুসমাচারের জীবন যাপন করি। আমরা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পবিত্রতায় বেড়ে উঠি না, বরং একটি মন্ডলীর প্রেক্ষাপটে সকলের সাথে পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাই।

এর আগে, আমরা ইফিষীয় ৪:২৯ পদ দেখেছি। আমি এই পদটির প্রয়োগ বিবেচনা করার সময়ে, সহবিশ্বাসীদের সাথে আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার এটি প্রয়োগ করা উচিত: "আমার কথা কি আমার সহবিশ্বাসীদের গড়ে তোলে, নাকি তাদের ভেঙে দেয়?" এই পদটি আমার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত: "আমার কথা কি আমার পরিবারকে গড়ে তোলে, নাকি এটি আমার স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানদের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে?" আমার কাজের সাথে পদটিকে যুক্ত করা উচিত: "আমি কি এমন একজন কর্মচারী যে ইতিবাচক কথা বলে, নাকি আমি নেতিবাচক ধারণা ছড়িয়ে দিই?" ইফিষীয় ৪:২৯ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত।

এই কারণেই পৌল লিখেছেন যে, যে সকল দাসেরা তাদের মনিবদের সাথে যথার্থ সম্পর্কে থাকে, তারা সব বিষয়ে আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বরের শিক্ষাকে সুশোভিত করবে (তীত ২:১০)। শাস্ত্রের সচেতন প্রয়োগ আমাদের চারপাশের লোকেদের মধ্যে সুসমাচারকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

ধাপ ৩: শাস্ত্রের বাধ্য হওয়া

বাইবেল অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হল দৈনন্দিন প্রয়োগ। ২ তিমথি ২:৩-৬-তে পৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে সৈনিক, দৌড়বীর, এবং কৃষক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই চিত্রগুলি এমন এক ব্যক্তির বর্ণনা দেয় যে তার নিজের উদ্দেশ্য পূরণে অবিচল। সৈনিক কখনো যুদ্ধ চলাকালীন বিশ্রাম নেয় না; দৌড়বীর কখনো দৌড়ের মাঝপথে থেমে যায় না; কৃষক কখনো কাজ শেষ না হওয়া

[37] John and Charles Wesley's 1739 edition of *Hymns and Sacred Poems*-এর মুখবন্ধ।

পর্যন্ত লাঙল টানা বন্ধ করে দেয় না। খ্রিষ্টীয় জীবন ধৈর্য্য চায়। ‘‘আর যে দৌড় আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এসো ধৈর্যের সঙ্গে সেই অভিমুখে ছুটে চলি’’ (ইব্রীয় ১২:১)।

যখন আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, তখন প্রশ্ন করুন, ‘‘আমার জীবনে কি এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেখানে এই সত্যটি আমার অনুশীলন করা উচিত?’’ আপনার জীবনে সত্যটি শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়োগ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চান। যখন আপনি এটি করবেন, ঈশ্বর আরো অনেক সত্য আপনার সামনে প্রকাশ করবেন। আপনি তখন আত্মিক খাদ্যের জন্য আরো বেশি চাহিদা গড়ে তুলবেন।

যদি ঈশ্বর আপনার কথার ব্যাপারে চেতনা দেওয়ার জন্য ইফিষীয় ৪:২৯ পদের মাধ্যমে আপনার সাথে কথা বলেন, আপনার অবশ্যই এমন কথা বলার অভ্যাসের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যা গঠনমূলক। এটি ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্য কারোর জীবনে একদিন অনুগ্রহের কথা বলার সুযোগ চাওয়ার মতোই সহজ ব্যাপার। এটি হতে পারে আপনি একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে বললেন যে আপনার মুখ থেকে কোনো ক্ষতিকারক শব্দ শুনলেই সে যেন আপনাকে সচেতন করে দেয়। এটিই দৈনন্দিন ভিত্তিতে ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করার একটি পদ্ধতি হয়ে ওঠে।

কলেজে এক যুবক ছিল যে প্রলোভনের একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে লড়াই করছিল। জয়ন্ত মিউজিক ভালোবাসত, তার মধ্যে এমনকিছু গানের কথা ছিল যেগুলি তাকে তার দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলিতে প্রলোভিত করত। জয়ন্ত প্রলোভনের উপরে বিজয় লাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে শাস্ত্রকে তার জীবনে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করেনি।

সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে একটি উদ্দীপনা সভা হয়। জয়ন্ত মঞ্চের কাছে অলটারে যায়। সে তার নিজের ঘরে ফিরে আসে এবং তার অনুপযুক্ত মিউজিকগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কয়েক সপ্তাহের জন্য, সে এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। তারপর সে সেই ধরণের কিছু নতুন মিউজিক কিনতে শুরু করে। দ্রুত সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে; নভেম্বরে মাসে সে বলতে পারে, ‘‘আমি পিছিয়ে পড়েছি।’’

ফেব্রুয়ারিত মাসে সেখানে একটি বাইবেল কনফারেন্স হয়। জয়ন্ত মঞ্চের কাছে অলটারে যায়। সে তার সমস্ত রেকর্ডগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। তারপর এপ্রিল মাসে সে আবার কিছু রেকর্ড কেনে এবং একই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়!

জয়ন্তর কী প্রয়োজন ছিল? আরো ভালো ব্যাখ্যা? না! সে তার দুর্বলতার ক্ষেত্রটি জানত; সে জানত যে একটি বিশুদ্ধ মনের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে বাইবেল কী বলে; সে জানত যে ওই নির্দিষ্ট মিউজিক তার আত্মিক জীবনে কী প্রভাব ফেলছে। জয়ন্তর সমস্যা ব্যাখ্যায় ছিল না; সে যা জানত তা কেবল অনুশীলন করার প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োগের কোন ক্ষেত্রটি আপনার অনুশীলন করা প্রয়োজন?

যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন

শাস্ত্রকে কীভাবে জীবনে প্রয়োগ করাবেন তা জানার জন্য এই পাঁচটি প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

(১) এমন কোনো পাপ আছে যা এড়িয়ে চলতে হবে?

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসীই নিরাশ হয়ে পড়ে যখন তারা এমন এক ক্ষেত্র দেখে যেখানে তাদের জীবনে শাস্ত্রের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। যখন ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে আমাদের জীবনে থাকা পাপের কোনো ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলেন তখন আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই স্বেচ্ছায় তাঁর বাক্যের বাধ্য হওয়া উচিত।

(২) এমন কোনো প্রতিজ্ঞা আছে যা দাবি করতে হবে?

কখনো কখনো প্রয়োগ হল সরল ভাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি দাবি করা। আমাদের অবশ্যই প্রতিজ্ঞাগুলি যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কিছু কিছু প্রতিজ্ঞা কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ইস্রায়েল জাতির জন্য করা হয়েছিল। আমাদের কখনোই কোনো প্রতিজ্ঞাকে সেটির প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু, যখন আমরা কোনো প্রতিজ্ঞাকে এটির বাইবেলভিত্তিক প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছি এবং জানি যে প্রতিজ্ঞাটি সকল বিশ্বাসীদের জন্য, তখন আমরা আমাদের জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাটি দাবি করতে পারি।

(৩) এমন কোনো পদক্ষেপ আছে তা নিতে হবে?

প্রশ্ন করুন, "শাস্ত্রের এই অংশটির কারণে আমার কী করা উচিত? এই অংশটি কোন সত্যের শিক্ষা দিচ্ছে? এটি কি আমাকে আমার মতবাদের কোনো ভুল সম্বন্ধে সতর্ক করছে? এই শাস্ত্রটির সাথে মানানসই হওয়ার জন্য আমাকে কি আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে? এই শাস্ত্রটির জন্য আমাকে কোন পদক্ষেপটি নিতে হবে?"

একটি উদাহরণ হল প্রার্থনা। যখন আমরা দায়ূদ, পৌল, নহিমিয়, এবং যিশুর প্রার্থনা দেখি, তখন আমরা আমাদের নিজেদের প্রার্থনার জীবনের জন্য বিভিন্ন আদর্শ বা মডেল খুঁজে পাই। পৌল বা যিশুর প্রার্থনা অনুকরণ করে প্রার্থনা করতে শেখা কতই না ভালো ব্যাপার! যেমন আমি পড়ি, তেমনভাবে আমি আমার নিজের জীবনের জন্য বিভিন্ন প্রার্থনা শেখার পদক্ষেপ নিতে পারি।

(৪) এমন কোনো আদেশ আছে যা মেনে চলতে হবে?

পৌলের চিঠিগুলির দ্বিতীয়ভাগগুলিতে সাধারণত বিভিন্ন আদেশ রয়েছে। এই আদেশগুলি মূলত খুবই সাধারণ এবং সরাসরি। মাঝে মাঝে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা গভীর সত্যগুলির খোঁজ করে, যেখানে তারা ইতিমধ্যেই যা জানে সেইগুলোর সহজ প্রয়োগকে এড়িয়ে চলে!

কেউ একজন স্পষ্ট সত্যকে উপেক্ষা করে গভীর সত্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করার বিপদের বিষয়ে লিখেছিলেন। তিনি নতুন নিয়মের গ্রিক নিয়ে তার প্রথম দিকের অধ্যয়নের ব্যাপারে বলেছিলেন। মথি ১৬:২৪ পদে যিশু বলেছেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, সে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে, তার ক্রুশ তুলে নেবে ও আমাকে অনুসরণ করবে।" আসল গ্রিকে কোনো আলাদা, বিস্ময়কর অর্থে এটি লেখা নেই। গ্রিকে, এই পদটির মানে ঠিক সেটাই আছে যা এই পদটি প্রকাশ করেছে। অর্থটি বোঝা কঠিন নয়। বরং, পালন করা বা মেনে চলা কঠিন।[38]

কখনো কখনো যা প্রয়োজন তা হল সহজভাবে বলা, "হ্যাঁ, প্রভু। আমি মেনে চলব।"

(৫) এমন কোনো উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?

বেশিরভাগ শাস্ত্রাংশই হল জীবনচরিত। যখন আমরা বায়োগ্রাফি পড়ি, আমরা প্রশ্ন করি, "এমন কোনো উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?"

[38] Andy Crouch, "Information and Formation" in *Christianity Today,* March 2014 থেকে অভিযোজিত হয়েছে। অনলাইনে https://www.christianitytoday.com/ct/2014/march/information-and-formation.html থেকে উপলব্ধ।

যখন আমরা আদিপুস্তক ১৮ অধ্যায়ে অব্রাহামের ব্যাপারে পড়ি, তখন আমরা আমাদের জগতের জন্য বিনতি-প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে অব্রাহামের আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। একজন শিক্ষক নাইজেরিয়াতে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। নাইজেরিয়া মুসলিম এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে বিভক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন তার সহপাঠীকে প্রশ্ন করেছিল, “কেন আমরা মুসলিমদের জন্য প্রার্থনা না করে ওদের সাথে বেশি করে যুদ্ধ করছি? আমরা কি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর তাদেরকে পরিত্রাণে নিয়ে আসতে পারেন? যদি তাই হয়, আমাদের অব্রাহামের উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত এবং ওদের জন্য বিনতি-প্রার্থনা করা উচিত!” এটাই হল প্রয়োগ।

এটি অনুশীলন করুন

আমরা রোমীয় ১২:১-২ পদ পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা এই পদগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলির উপর শব্দ অধ্যয়নের কাজটিও করেছি। পৌলের বার্তাটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, এবং বাইবেলভিত্তিক প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করেছি।

আমরা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। কীভাবে আপনি আপনার জীবনে রোমীয় ১২:১-২ পদ প্রয়োগ করবেন?

► আগের পাঠগুলিতে আপনি রোমীয় ১২:১-২ পদের উপর যে নোটগুলি তৈরি করেছিলেন সেগুলি পর্যালোচনা করুন। তারপর তিনটে নির্দিষ্ট বিষয়ের তালিকা করুন যেগুলি আপনি আপনার জীবনে এই পাঠ্যটি প্রয়োগ করার জন্য করতে পারেন।

► যদি আপনি এই পাঠটি একটি গ্রুপের সাথে অধ্যয়ন করছেন, তাহলে আপনার প্রয়োগটি গ্রুপের সকলের সাথে আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে আবার দেখা হলে, জবাবদিহিতা গড়ে তুলুন। কিছু অঙ্গীকার করুন এবং আপনার গ্রুপকে বলুন তারা যেন আপনি কীভাবে আপনার প্রয়োগে উন্নতি করছেন তা জানতে চেয়ে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখে।

উপসংহার

এই কোর্সটি হল অন্যদেরকে শেখানোর উদ্দেশ্যে বাইবেলের ব্যাখ্যা করার সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যাকারী হিসেবে আমাদেরকে এই কাজটি করতে আহ্বান করা হয়েছে। তবে, এটিতে একটি বিপদ আছে। যদি আমরা সচেতন না থাকি, তাহলে আমরা কেবল প্রচার করা এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারি। আমরা বাইবেলের সত্যগুলি আমাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হতে পারি।

বাইবেল স্টাডির উদ্দেশ্য কেবল শেখা এবং শেখানো নয়। ঈশ্বরের বাক্যকে সেই খাবারে সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা আমাদেরকে দৈহিকভাবে পরিপুষ্ট করে। খাবার খাওয়ার দৈনন্দিন এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আছে। আপনি একটা স্বাস্থ্যকর খাবার একবার খেয়ে কোনোভাবেই আপনার কোলেস্টেরলকে কমাতে পারবেন না, এবং আপনি ঈশ্বরের বাক্যে একদিন সময় কাটিয়ে আত্মিক শক্তি গড়ে তুলতে পারবেন না। দৈহিক সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হয়, এবং আত্মিক শক্তি গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বরের বাক্য দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবুও দৈনন্দিনের খাবারটি সেইদিন আপনি যা কিছুর মুখোমুখি হন তার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, ঠিক যেমন একটি ভালো ব্রেকফাস্ট আপনাকে দিনের কঠিন পরিশ্রমে সাহায্য করে।

পাস্টার, শিক্ষক এবং মন্ডলীর লিডার হিসেবে আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের নিজস্ব আত্মিক জীবনও অবশ্যই প্রতিদিন পরিপুষ্ট করা উচিত। অন্যদের শেখানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টায়, আমাদের কখনোই ঈশ্বরের বাক্যের রুটি দিয়ে নিজেদের হৃদয়কে তৃপ্ত করা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা যখন নিজেদের পরিপুষ্ট করে তুলি তখনই আমাদের মধ্যে সেই আত্মিক শক্তি থাকে যা ঈশ্বরের লোকদের পরিচর্যা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন।

পৌল এই বিপদটি নিয়ে খুব ভালোভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি অন্যদের কাছে প্রচার করার পর নিজেকে অযোগ্যরূপে দেখার মারাত্মক সম্ভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন (১ করিন্থীয় ৯:২৭)। যখন আমরা আমাদের নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করে অন্যদের শিক্ষা দিই, তা কী শোচনীয় ব্যাপার। অন্যদের শেখানোর জন্য অধ্যয়ন করুন, কিন্তু আপনার নিজের অন্তরে ঈশ্বরের কথা শোনার জন্যও অধ্যয়ন করুন।

এটি অনুশীলন করুন

► লূক ১৪:২৫-১৭:১০ হল উপমা এবং নির্দেশনার একটি সিরিজ। যিশু যখন শেষবার যিরুশালেমে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর শেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। যখন আপনি যিশুর দেওয়া শিক্ষাগুলি পড়ছেন, এই পদগুলি থেকে নির্দিষ্ট প্রয়োগগুলি খুঁজে বের করুন। প্রশ্ন করুন:

- এমন কোনো পাপ আছে যা এড়িয়ে চলতে হবে?
- এমন কোনো প্রতিজ্ঞা আছে যা দাবি করতে হবে?
- এমন কোনো পদক্ষেপ আছে তা নিতে হবে?
- এমন কোনো আদেশ আছে যা মেনে চলতে হবে?
- এমন কোনো উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?

৯ নং পাঠের মূল পয়েন্ট

(১) ঈশ্বরের বাক্য কেবল যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়; এটিকে অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

(২) শয়তান আমাদেরকে বিভিন্ন বিকল্প দ্বারা প্রয়োগকে প্রতিস্থাপন করতে প্রলোভিত করে:

- আমরা প্রয়োগের পরিবর্তে ব্যাখ্যাকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।
- আমরা পূর্ণ বাধ্যতার পরিবর্তে আংশিক বাধ্যতাকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।
- আমরা অনুতাপের পরিবর্তে অজুহাতকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।
- আমরা রূপান্তরের পরিবর্তে আবেগকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারি।

(৩) আমাদের জীবনে শাস্ত্রকে প্রয়োগ করার জন্য, আমাদের তিনটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত:

- শাস্ত্রের অর্থ জানা।
- কীভাবে জীবনে শাস্ত্রকে প্রয়োগ করতে হয় তা বোঝা।
- শাস্ত্রের বাধ্য হওয়া।

(৪) শাস্ত্রকে কীভাবে জীবনে প্রয়োগ করাবেন তা জানার জন্য এই প্রশ্নগুলি ব্যবহার করুন**:**

- এমন কোনো পাপ আছে যা এড়িয়ে চলতে হবে?
- এমন কোনো প্রতিজ্ঞা আছে যা দাবি করতে হবে?
- এমন কোনো পদক্ষেপ আছে তা নিতে হবে?
- এমন কোনো আদেশ আছে যা মেনে চলতে হবে?
- এমন কোনো উদাহরণ আছে যা অনুসরণ করতে হবে?

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

১ নং পাঠে, আপনি এই কোর্স জুড়ে অধ্যয়ন করার জন্য শাস্ত্রের একটি অংশ বেছে নিয়েছিলেন। পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যায় আপনি যে নোটগুলি তৈরি করেছিলেন সেগুলি ব্যবহার করে আপনি যে শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করছেন তার জন্য বাস্তবিক প্রয়োগের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ১০

অংশভিত্তিক অধ্যয়ন অনুশীলন

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শাস্ত্রের নির্বাচিত অংশগুলিতে ব্যাখ্যার ধাপগুলি প্রয়োগ করুন।

(২) একটি শাস্ত্রীয় অংশের একটি বিশদ অধ্যয়নের উপর একটি লিখিত বা মৌখিক উপস্থাপনা তৈরি করুন।

ভূমিকা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই পাঠের অ্যাক্টিভিটিগুলি অনুশীলন করার জন্য ক্লাসে পর্যাপ্ত সময় রাখুন, প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ক্লাস সেশনের ব্যবস্থা রাখতে পারেন।

এই কোর্সে আমরা বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার ধাপগুলো দেখেছি: পর্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ। আমরা সাধারণত বাইবেলের ব্যাখ্যার কাজে যে ভুলগুলি হয় সেগুলি এড়ানোর বিষয়ে শিখেছি। আমরা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি আলোচনা করেছি। আমরা প্রতিটি ধাপ অনুশীলন করেছি। এই পাঠে আমরা প্রথমে পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করব। তারপর পুরো ক্লাস এই প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করে একসাথে পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ের বিভিন্ন অংশ অধ্যয়ন করবে। আপনি নিজেও নিজের মত করে এই দক্ষতাগুলি অনুশীলন করবেন। তারপর আপনি ১ নং পাঠে শুরু করা কোর্স প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করবেন।

শুরু করার জন্য এই চিত্রটি পর্যালোচনা করুন:

বাইবেল ব্যাখ্যা করা[39]

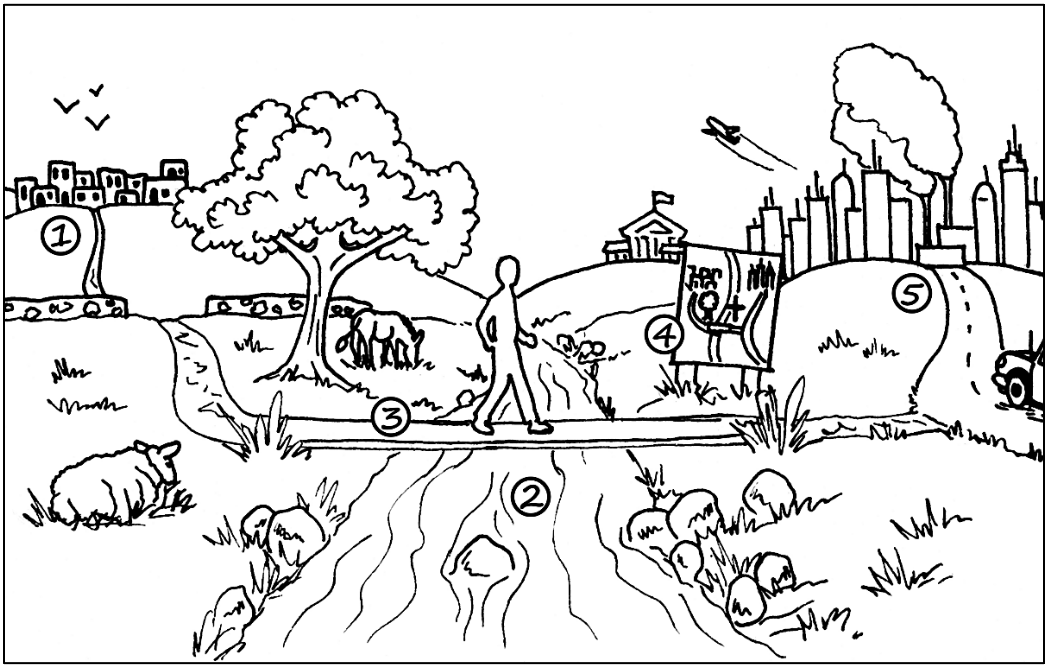

১	তাদের শহর	শাস্ত্রের আসল বার্তা
২	নদী	ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্যসমূহ যা আমাদের পৃথিবীকে প্রাচীন পৃথিবী থেকে আলাদা করেছে
৩	ব্রিজ	পাঠ্যে যে নীতিটি শেখানো হয়েছে
৪	মানচিত্র	নতুন নিয়মের সাথে সম্পর্ক (পুরাতন নিয়মের অংশগুলির জন্য)
৫	আমাদের শহর	আমাদের জগতে নীতিটির প্রয়োগ

এই পাঠের পরবর্তী বিভাগগুলি বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করে। ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে, ব্যাখ্যাকারীদের এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত যা তাদের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এই প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যার নীতির উপর নির্ভরশীল।

[39] ছবি: “Interpreting the Bible” Anna Boggs-র আঁকা, https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52377290578 থেকে প্রাপ্ত, CC BY 2.0 দ্বারা লাইসেন্সকৃত। J. Scott Duvall and J. Daniel Hays, *Grasping God’s Word* (Grand Rapids: Zondervan, 2012)-এর ধারণা থেকে।

প্রক্রিয়ার প্রতিটি পয়েন্টে যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা উচিত তা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণগুলি দেখায় যে প্রশ্নগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং কেন সেগুলি সঠিক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয়।

প্রশ্নের সংকলনকে ব্যাখ্যার জন্য একটি টুলবক্স বা সহায়িকা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ঠিক যেমন একজন নির্মাতার একটি নির্দিষ্ট বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রতিটি সরঞ্জাম ব্যবহার করার প্রয়োজন নাও হতে পারে, ঠিক সেইভাবেই এখানে প্রতিটি প্রশ্ন প্রতিটি প্যাসেজের জন্য প্রযোজ্য হবে না। একটি প্রশ্ন একটি প্যাসেজের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে, যদি এর উত্তরটি সেখানে না থাকে বা এটির কোনো অবদান আছে বলে মনে না হয়।

পর্যবেক্ষণ: ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বোঝা

লেখক

- লেখক কে ছিলেন?
- তাঁর কী ভূমিকা ছিল?
- প্রাপকদের সাথে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল?

১ তিমথি ৫:২০: "যারা পাপ করে, প্রকাশ্যে তাদের তিরস্কার করো, যেন অন্যেরা সতর্ক হতে পারে..."

১ তিমথির লেখক প্রেরিত পৌল ছিলেন তিমথির মেন্টর বা পরামর্শদাতা। এটি একটি নির্দেশনা ছিল যা পৌল এক যুবক পাস্টার তিমথিকে দিয়েছিলেন।

এই বিষয়গুলি বুঝতে পারলে তা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে পৌলের নির্দেশনাটি প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি সরাসরি প্রযোজ্য হতে নাও পারে।

আসল শ্রোতা

- তারা কারা ছিল?
- তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

ফিলীমন পত্রটি একজন ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।

ইব্রীয় পত্রগুলি নির্যাতিত ইহুদি বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য লেখা হয়েছিল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

- পরিত্রাণের ইতিহাসের কোন সময়ে এই শাস্ত্রীয় অংশটি লেখা হয়েছিল?

২ বংশাবলি ৭:১৪: "তখন যদি যারা আমার নামে পরিচিত, আমার সেই প্রজারা নিজেদের নম্র করে ও প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং তাদের পাপপথ ছেড়ে ফিরে আসে, তবে স্বর্গ থেকে আমি তা শুনব, ও আমি তাদের পাপ ক্ষমা করব এবং তাদের দেশকে সারিয়ে তুলব।"

"যদি যারা আমার নামে পরিচিত" – একটি নির্দিষ্ট জাতিকে বোঝায় যারা ঈশ্বরের লোক ছিল। "তাদের দেশকে সারিয়ে তুলব" – এই প্রতিজ্ঞাটি একটি মন্ডলীর জন্য সরাসরি প্রযোজ্য নয়।

- সাংস্কৃতিক বিন্যাস কেমন ছিল? যদি সম্ভব হয়, আসল সংস্কৃতিটি অধ্যয়ন করার জন্য একটি বাইবেল অভিধান ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে তাদের এবং আমাদের সংস্কৃতির সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্যগুলি বুঝতে সাহায্য করবে।

  ২ করিন্থীয় ১৩:১২: "তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও"

  একটি পবিত্র চুম্বন দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো সেই সময়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি রীতি ছিল।

- সেই সময়ে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি কী ছিল?
- মন্ডলীতে কী পরিস্থিতি ছিল? (কেবল নতুন নিয়মের প্যাসেজগুলির ক্ষেত্রে)

পর্যবেক্ষণ: সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট বোঝা

পুস্তকটির এবং প্যাসেজটির সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করুন।

- এই পুস্তকটির/প্যাসেজটির সাহিত্যিক রূপটি কী?
- এই সাহিত্যিক রূপটির বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

  গীত ১২৪:৪-৫

  - সাহিত্যিক রূপ: কাব্য
  - বৈশিষ্ট্য: সমান্তরালতা

  প্রকাশিত বাক্য ১২:৩

  - সাহিত্যিক রূপ: অন্তিমকালীন বিষয়সংক্রান্ত (অ্যাপোক্যালিপ্টিক) সাহিত্য
  - বৈশিষ্ট্য: সমস্ত পশুই প্রতীকী

পর্যবেক্ষণ: পুস্তকটির মূল বিষয়বস্তু বোঝা

- লেখার উদ্দেশ্য কী ছিল? লেখক কীসের উপর জোর দিয়েছেন বা কোথায় লেখক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বা পাঠকদের চ্যালেঞ্জ করেছেন তা দেখুন।

  ১ করিন্থীয় ৭:১: "এখন যেসব বিষয়ে তোমরা লিখেছ…"

  করিন্থীয় মন্ডলী পৌলকে কিছু প্রশ্ন করে চিঠি লিখেছিল এবং তারই উত্তর হিসেবে ১ করিন্থীয় লেখা হয়েছিল।

- প্রাপকদের সমস্যা/প্রয়োজনগুলি কী বলে মনে হচ্ছে?

  ১ করিন্থীয় ১:১০: "ভাইবোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের কাছে নিবেদন করছি, তোমরা সকলে পরস্পর অভিন্নমত হও, যেন তোমাদের মধ্যে কোনোরকম দলাদলি না হয় এবং তোমরা যেন মনে ও চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকো"

  প্রায় সমগ্র চিঠিটি জুড়ে বিভিন্ন *বিভাজন* নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- লেখক পাঠকদের উদ্দেশ্যে কী বলেছেন? লেখকের পর্যবেক্ষণের পর প্রদত্ত যেকোনো আদেশই লেখকের প্রত্যাশার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সেগুলি নির্দেশ করে যে আমাদের কীভাবে প্যাসেজটি প্রয়োগ করা উচিত।

পর্যবেক্ষণ: প্যাসেজটির শুরু এবং শেষ নির্ধারণ করা

প্রায়শই, তবে সবসময় নয়, একটি অধ্যায় বিভাজক একটি অংশের শেষ বা শুরুকে চিহ্নিত করবে। মাঝে মাঝে, একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় একটি একক অনুচ্ছেদ দিয়ে লেখা হতে পারে। অন্য সময়ে, অধ্যায় বিভাজকগুলি ভুলভাবে স্থাপন করা হয় এবং সেগুলিকে অনুচ্ছেদভিত্তিক বিভাজক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিষয় পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করুন, যা সাধারণত পরিবর্তনসূচক বিবৃতি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। আপনি যদি একটি অনুচ্ছেদে খুব বেশি কিছু অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন তবে অনুচ্ছেদটির মূল বিষয়টি অটুট থাকবে না। আপনি যদি অনুচ্ছেদটিতে যথেষ্ট পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত না করেন তবে অংশটিতে সম্পূর্ণ ভাবনা-চিন্তা প্রকাশিত হবে না।

- এই প্যাসেজে কোন কোন পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?

  ২ করিন্থীয় ৭:১: "প্রিয় বন্ধুরা, যেহেতু আমাদের কাছে এসব প্রতিশ্রুতি আছে …"

  এটি শেষ অধ্যায়ের শেষে পাওয়া অনুচ্ছেদের অংশ, ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮।

  যিশাইয় ৫২:১৩-১৫ যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের একই অনুচ্ছেদে রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: প্যাসেজটি কীভাবে পুস্তকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত তা বোঝা

- এটা কি এমন একটি বর্ণনা যা বৃহত্তর বিষয়টির সাথে মানানসই?

  বিচারকর্তৃগণ ১৭:৫: "সেই মীখার একটি মন্দির ছিল, এবং সে একটি এফোদ ও কয়েকটি গৃহদেবতা তৈরি করল ও তার এক ছেলেকে নিজের যাজকরূপে অভিষিক্ত করল"

  একজন ব্যক্তির তার নিজস্ব যাজক এবং দেবতাসকল ছিল। এই পদটি এবং বিচারকর্তৃগণ ১৭-১৮ পদের পারিপার্শ্বিক তথ্য বিচারকর্তৃগণের সামগ্রিক বিষয়বস্তুটি তুলে ধরে, "…প্রত্যেকে, তাদের যা ভালো বলে মনে হত, তাই করত" (বিচারকর্তৃগণ ১৭:৬, বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫)।

- এটি কি পরবর্তী প্রয়োগের জন্য তত্ত্ব প্রদান করছে?
- এটি কি পুস্তকটির আগের অনুচ্ছেদগুলির প্রয়োগ?

  ইফিষীয় ৪-৬ প্রাথমিকভাবে ইফিষীয় ১-৩ পদে শেখানো তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ। ইফিষীয় ৪:১ পদে "অতএব" শব্দটি ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা থেকে ব্যবহারিক প্রয়োগের শিক্ষার দিকে একটি অবস্থান্তর নির্দেশ করে।

  ইফিষীয় ৪:১: "অতএব … প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, যে আহ্বান তোমরা লাভ করেছ, তার যোগ্য হয়ে জীবনযাপন করো …"

পর্যবেক্ষণ: অংশটির পরিকাঠামো লক্ষ্য করা

- কিছু উপাদান কি কেবলমাত্র মূল বার্তাটির জন্য প্রস্তুত করা হয়?

মার্ক ২:২: "...ফলে সেই বাড়িতে অসংখ্য লোক জড়ো হল; এমনকি, দরজার বাইরেও তিল ধারণের স্থান রইল না ...."

এই বিশদ বিবরণগুলি পাঠককে ছাদ দিয়ে নিচে নামানো লোকটির বিষয়ে জানতে প্রস্তুত করে।

- কালানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন ধারণাকে সংযোগ করতে কোন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়?

  মথি ২৪ অধ্যায়ে *তখন* শব্দটির পুনরাবৃত্ত ব্যবহার।

- কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা কি উপস্থাপন করা হয়েছে?

  রোমীয় ৬:১: "তাহলে, আমরা কী বলব? আমরা কি পাপ করতেই থাকব যেন অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়?"

- যুক্তিসঙ্গতভাবে বিভিন্ন ধারণাকে সংযুক্ত করার জন্য কোন শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে?

  যুক্তির ধারাটি দেখানোর জন্য রোমীয় ৬ অধ্যায়ে *কারণ* শব্দটির পুনরাবৃত্ত ব্যবহার।

- সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কি ব্যবহৃত হয়েছে?

  রোমীয় ৬:১৯-২০: "...যেমন তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অশুদ্ধতা ও ক্রমবর্ধমান দুষ্টতার কাছে সমর্পণ করতে, তেমনই এখন সেগুলি ধার্মিকতার ক্রীতদাসত্বে সমর্পণ করো, যা পবিত্রতার অভিমুখে চালিত করে। তোমরা যখন পাপের ক্রীতদাস ছিলে, তখন তোমরা ধার্মিকতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলে ..."

  অতীতের দাসত্ব (অপবিত্রতা এবং দুষ্টতার প্রতি) এবং বর্তমানের দাসত্বের (ধার্মিকতার প্রতি) মধ্যে তুলনা।

- কোনো পুনরাবৃত্তি বা একই ধরণের শব্দের ব্যবহার কি হয়েছে?

  রোমীয় ৬ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্ত/অনুরূপ শব্দসমূহ: *মৃত্যু, মারা গিয়েছিল, মৃত, ক্রুশারোপিত, কবরপ্রাপ্ত, শক্তিহীন*।

  এইগুলি সবকটিই চূড়ান্ত পরিস্থিতিকে বোঝানোর পরিভাষা।

- কোনো তালিকা কি আছে?

  ১ তিমথি ৪:১২: "...কিন্তু কথায়, আচার-আচরণে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও শুদ্ধতায়, বিশ্বাসীদের মধ্যে আদর্শ হয়ে ওঠো"

- কোনো দৃষ্টান্ত বা রূপক অভিব্যক্তি কি ব্যবহৃত হয়েছে?

  রোমীয় ৬ অধ্যায় ক্রুশারোপণকে একটি রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছে।

- লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের উপায়গুলি কি বর্ণনা করা হয়েছে?

  রোমীয় ৮:১৩: "...কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা যদি শরীরের অপকর্মগুলি ধ্বংস করো, তোমরা জীবিত থাকবে"

  "পবিত্র আত্মার দ্বারা" – উপায়
  "শরীরের অপকর্মগুলি ধ্বংস করো" – উদ্দেশ্য
  "তোমরা জীবিত থাকবে" – চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

- বিবৃতি বা দাবির জন্য কি কোনো কারণ দেওয়া হয়েছে?

  কারণ-এর পুনরাবৃত্ত ব্যবহার রোমীয় ৬ অধ্যায়ে দাবিগুলির ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়।

- কোনো চূড়ান্ত (climax) বা কেন্দ্রীয় (pivot) বিষয় কি আছে? এটি হল বর্ণনাগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন।

  মথি ২১:৩৩-৪১ পদে বলা রূপক কাহিনীটীতে, ৩৮-৩৯ পদ হল চূড়ান্ত পয়েন্ট।

- কার্য এবং প্রভাব কি (cause and effect) বর্ণিত হয়েছে?

  গালাতীয় ৫:১৬: "তাই আমি বলি, তোমরা পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করো, তাহলে তোমরা শারীরিক লালসার অভিলাষ চরিতার্থ করবে না"

  কাজ: "তোমরা পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করো"
  প্রভাব: "তাহলে তোমরা শারীরিক লালসার অভিলাষ চরিতার্থ করবে না"

- বিভাগটি কোনো কি এমনকিছুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরে যা আগে ঘটেছে বা পরে দেখা যাবে?

  বিচারকর্তৃগণ ২:১১- ২৩ পদ সমগ্র বিচারকর্তৃগণ পুস্তকটির সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে।

  ইফিষীয় ৫:১ পদ মূলত ইফিষীয় ৪:২৫-৩২ পদের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে।

- বিভাগটি কি কোনো উদ্ধৃতি বা অন্য শাস্ত্রাংশ উল্লেখ করে? নতুন নিয়মের লেখকরা প্রায়শই পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি বা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন।

  রোমীয় ১২:১: "অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা"

  এই পদে, *বলি* শব্দটি এমন একটি চিত্র যা পুরাতন নিয়মের কিছুকে নির্দেশ করে।

পর্যবেক্ষণ: গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলি লক্ষ্য করুন এবং অধ্যয়ন করুন

- এই অংশটির গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলি কী কী?

  ১ করিন্থীয় ২:১৪-১৫ পদের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলি হল:

  - *প্রাকৃতিক মানুষ*
  - *আত্মিক মানুষ*

  রোমীয় ৮ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলি হল:

  - *মাংস*
  - *আত্মা*

- এই প্রসঙ্গে পরিভাষাগুলি কী বোঝাচ্ছে? প্রত্যেকটি শব্দ নিয়ে অধ্যয়ন করুন।

পর্যবেক্ষণ: প্রতিটি বিবৃতি পরীক্ষা করুন

- এর মানে কী? বিবৃতিটি আসলে কী বলছে তা ভাষান্তর (paraphrase) করুন।
- কেন এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং কেন এটিকে এই স্থানে রাখা হয়েছে? বিবৃতিটি এখানে না থাকলে এটি কী পার্থক্য তৈরি করবে তা বিবেচনা করুন।

ব্যাখ্যা: বার্তাটি সারসংক্ষিপ্ত করুন

এখন যেহেতু আপনি পদ বা অনুচ্ছেদের বিশদ বিবরণটি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন, মূল শ্রোতাদের কাছে লেখকের যে বার্তাটি ছিল সেটি সারসংক্ষিপ্ত করুন। **একটি পদের** সারাংশ **একটি বাক্য** হতে পারে। একটি প্যাসেজের সারাংশ হবে **কয়েকটি বাক্য** বা এমনকি **কয়েকটি অনুচ্ছেদ**।

এই পদক্ষেপটির লক্ষ্য হল লেখক প্রথম পাঠকদেরকে কী বলছিলেন তা সহজভাবে বলা। এটি কল্পনাপ্রবণ এবং সৃজনশীল হওয়ার সময় নয়। আপনি সৃজনশীল হতে পারেন যখন আপনি প্রচার বা শিক্ষাদানে বার্তাটি বোঝানোর পন্থাগুলি তৈরি করেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি শাস্ত্রের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। অর্থটি শাস্ত্র থেকে আসা উচিত, আপনার কল্পনা থেকে নয়।

- প্রথম অভীষ্ট পাঠকদের জন্য লেখকের বক্তব্য কী ছিল?

  ১ করিন্থীয় ১:১০-১৩ পদকে এইভাবে সারসংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে: "অনুগ্রহ করে তোমরা একসাথে তোমাদের মতবাদ এবং সহযোগিতায় একমত হও, এবং বিরোধী দলে বিভক্ত হোয়ো না। আমি ক্লোয়ীর পরিবারের কাছ থেকে শুনেছি যে তোমরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছ। তোমরা বিভিন্ন নেতাদের অনুসরণ করা বেছে নিচ্ছ, কিন্তু কেবল খ্রিষ্টই তোমাদের জন্য মরেছেন।"

আপনার সারসংক্ষেপটি পরীক্ষা করুন। আপনার করা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত উপাদানসহ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করুন:

- আমি কি পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখার মূল পরিস্থিতি বিবেচনা করেছি?
- এই প্যাসেজটি লেখার জন্য লেখকের উদ্বেগ এবং উদ্দেশ্য কী বলে মনে হচ্ছে?
- প্যাসেজটি নিয়ে আমার ব্যাখ্যা কি পুস্তকটির মূল বিষয়বস্তুর সাথে মানানসই হচ্ছে?
- আমার ব্যাখ্যা কি পুস্তকটিতে অনুচ্ছেদটির যথার্থ ভূমিকা প্রদান করে?
- অনুচ্ছেদটির পরিকাঠামোতে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তা কি আমার সারাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
- অনুচ্ছেদটির প্রতিটি বিবৃতির অর্থ কি আমার সারাংশটিকে সমর্থন করে?
- লেখক যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন তা কি আমি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করছি?

ব্যাখ্যা: নীতিটি বিবৃত করুন

প্যাসেজটিতে এমন একটি নীতি সন্ধান করুন যা সর্বযুগে এবং সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। (একটি অনুচ্ছেদ বিভিন্ন নীতির শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু অনুশীলনের জন্য একটি বেছে নিন।) একটি বাক্যে সেটি বিবৃত করুন।

ইফিষীয় ৪:২৫ পদে একটি নীতি পাওয়া যায়: "সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলুন।"

এর পরে আপনার নীতিটি পাঠ্যের মূল বার্তাটিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা করুন:

- পাঠ্যে কি এই নীতিটির বিষয়ে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?
- এই নীতিটি কি শাস্ত্রের বাকি অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
- এই নীতিটি কি সর্বযুগে এবং সমস্ত মানুষের জন্য সত্য?

এই নীতিটিকে অন্যান্য সত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করুন:

- এর সাথে সম্পর্কিত কোন সত্যটি শাস্ত্রের অন্য কোথাও প্রকাশ করা হয়েছে?
- কীভাবে এই সত্যটি আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
- আমার ব্যাখ্যা কি সামগ্রিকভাবে শাস্ত্র বিবেচনা করে সংশোধন করা যেতে পারে?
- এই সত্যটি কি অন্য অনুচ্ছেদের বিপরীত বলে মনে হচ্ছে? যদি তাই হয়, তাহলে কি তাদের মিলনসাধন করা যেতে পারে?

প্রয়োগ: সমসাময়িক প্রয়োগ প্রস্তুত করুন

আপনি যে নীতিটি পেয়েছেন তা বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সমসাময়িক প্রয়োগ প্রস্তুত করুন।

- কোন নির্দিষ্ট আধুনিক পরিস্থিতিতে এই সত্যটি প্রযোজ্য হতে পারে?
- কখন, কোথায়, এবং কার/কাদের জন্য এই বিবৃতিগুলি প্রাসঙ্গিক?
- কীভাবে সত্যটিকে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ধারণায় প্রয়োগ করা যেতে পারে?
- আমি যদি সত্যিই প্যাসেজটি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি, তাহলে আমার জীবনে কোন পার্থক্য দেখা দেবে?

দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের বাক্যে জীবন যাপন করতে আপনাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চান।

পত্রগুলির ব্যাখ্যা অনুশীলন করুন

নতুন নিয়মের পত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করার সময়ে, আমরা পত্রটি সম্পর্কে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে শুরু করি, আমরা পত্রর বার্তা নির্ধারণের জন্য অধ্যয়ন চালিয়ে যাই, এবং আমরা আমাদের জগতে নীতিগুলি প্রয়োগ করে শেষ করি। ব্যাখ্যা পদ্ধতির এই যাত্রা আমাদেরকে মূল প্রাপকদের জগৎ থেকে আধুনিক পাঠকের জগতে নিয়ে আসে।

একসাথে অনুশীলন করুন

► ক্লাস হিসেবে একসাথে ১ যোহন ২:১৫-১৭ পদের জন্য ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করুন। উপরে বর্ণিত প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া ছাড়াও, নতুন নিয়মের পত্রগুলির বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাহিত্যিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করতে ভুলবেন না (৬ নং পাঠ দেখুন)।

নিজে অনুশীলন করুন

► প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্যাসেজগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটি নিয়ে কাজ করবে। তারপর শিক্ষার্থীরা গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তাদের উপসংহার ভাগ করে নেবে।

- রোমীয় ১৩:৮-১০
- ইফিষীয় ৬:১৮-২০
- ২ তিমথি ৪:৬-৮
- যাকোব ৩:১৩-১৮
- ১ পিতর ২:৯-১০

পুরাতন নিয়মের বিধানের ব্যাখ্যা অনুশীলন করুন

পুরাতন নিয়মের একটি বিধান ব্যাখ্যা করার সময়ে, আমাদের অবশ্যই প্রথমে বুঝতে হবে যে এটি মূল শ্রোতাদের কাছে কি অর্থ প্রকাশ করেছিল। আমাদের অবশ্যই তাদের পরিস্থিতি এবং আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করতে হবে, বিশেষ করে এমন কোনো পার্থক্য যেটি আমরা যে নতুন চুক্তির অধীনে জীবনযাপন করছি তার সাথে সম্পর্কিত। পুরাতন নিয়মের বিধানে, আমাদের অবশ্যই সেই নীতিটি উপলব্ধি করতে হবে যা সর্বযুগেই সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তবেই আমরা সেই নীতিটি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

একসঙ্গে অনুশীলন করুন

► ক্লাস হিসেবে একসাথে গণনাপুস্তক ১৫:৩৭-৪১ পদের জন্য ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করুন। উপরে বর্ণিত প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া ছাড়াও, পুরাতন নিয়মের বিধানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাহিত্যিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করতে এবং ৬ নং পাঠে দেওয়া প্রশ্নগুলি ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

নিজে অনুশীলন করুন

► প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্যাসেজগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটি নিয়ে কাজ করবে। তারপর শিক্ষার্থীরা গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তাদের উপসংহার ভাগ করে নেবে।

- লেবীয় পুস্তক ১৯:৯-১০
- যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬
- যাত্রাপুস্তক ২২:১০-১৩
- দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১-২

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

১ নং পাঠে আপনি শাস্ত্রের নিম্নলিখিত অংশগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন করেছিলেন।

- দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১-৯
- যিহোশূয় ১:১-৯
- মথি ৬:২৫-৩৪
- ইফিষীয় ৩:১৪-২১
- কলসীয় ৩:১-১৬

ব্যাখ্যা পদ্ধতির পরিক্রমার প্রতিটি ধাপ অনুশীলন করার পর, আপনার নির্বাচিত শাস্ত্রাংশের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করুন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে নিচের পরিকাঠামোগুলির মধ্যে কোনো একটি অনুযায়ী আপনার অধ্যয়নটি প্রস্তুত করুন:

১। আপনি যদি একটি গ্রুপের সাথে এই কোর্সটি করে থাকেন তাহলে আপনি একটি উপস্থাপনা করতে পারেন যেখানে আপনি আপনার স্টাডিটি শেয়ার করবেন। (১) আপনার পর্যবেক্ষণগুলি দেখান, (২) পাঠ্য থেকে যে নীতিগুলি পেয়েছেন সেগুলি শেখান এবং (৩) পাঠ্যটি আজকের বিশ্বাসীদের জন্য কীভাবে প্রযোজ্য তা দেখান।

২। যদি আপনি একা অধ্যয়ন করছেন, তাহলে ৫-৬ পাতার মধ্যে একটি পেপার লিখুন যেখানে আপনি (১) আপনার পর্যবেক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করবেন, (২) পাঠ্য থেকে যে নীতিগুলি শিখেছেন সেগুলি ব্যাখ্যা করবেন, এবং (৩) আজকের বিশ্বাসীদের জন্য প্রয়োগগুলি ব্যাখ্যা করবেন।

পরিশিষ্ট
বাইবেল স্টাডির সহায়িকাসমূহ

ভূমিকা

বাইবেল ব্যাখ্যাকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সহায়ক রিসোর্স আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই স্টাডি রিসোর্সগুলির উপলব্ধতা ভাষার উপর নির্ভর করে। আমরা এখানে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স নিয়ে আলোচনা করেছি, যা আপনার ভাষায় উপলব্ধ নাও থাকতে পারে। কিছু কিছু রিসোর্স হল মুদ্রিত বই, আবার কিছু কিছু রিসোর্স মুদ্রিত রূপের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও উপলব্ধ।

বাইবেল স্টাডি রিসোর্সের প্রকারভেদ

একটি নির্দিষ্ট শব্দ অন্তর্ভুক্ত আছে এমন পদগুলি খুঁজে বের করার বিভিন্ন সহায়ক

কোনো অংশ ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াতে, আপনি গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি চিহ্নিত করেছেন। এই শব্দগুলি অধ্যয়ন করার একটি অংশ হল আপনার অধ্যয়ন করা অনুচ্ছেদে সেগুলির ব্যবহারকে অন্যান্য অনুচ্ছেদে সেগুলির ব্যবহারের সাথে তুলনা করা। এটি করার জন্য, আপনাকে অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলি সম্পর্কে জানতে হবে যেগুলিতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নিম্নলিখিত দু'টি সহায়িকা আপনাকে অন্যান্য পদগুলি খুঁজে পেতে সক্ষম করে, যেখানে আপনার ভাষার বাইবেলের সংস্করণে একটি নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

শব্দানুক্রমিক নির্ঘণ্ট

একটি শব্দানুক্রমিক নির্ঘণ্ট বা কনকর্ডেন্স (concordance) বাইবেলে থাকা শব্দগুলির তালিকা তৈরি করে। প্রতিটি শব্দের নিচে সেই শব্দটি যে পদগুলিতে রয়েছে তা তালিকাভুক্ত করা থাকে।

বাইবেলে পাওয়া প্রতিটি মূল শব্দের প্রতিই বড় কনকর্ডেন্স বইগুলিতে থাকে। কিছু বাইবেলের পিছনে ছোটো কনকর্ডেন্স অন্তর্ভুক্ত করা থাকে। সেগুলিতে কম শব্দ থাকে এবং সেই শব্দগুলির জন্য প্রতিটি পদ অন্তর্ভুক্ত করা থাকে না।

কনকর্ডেন্সগুলি অধ্যয়নের জন্য সহায়ক হতে পারে যদি আপনি সেগুলির শক্তিমত্তা এবং সীমাবদ্ধতাগুলি বুঝতে পারেন। অধ্যয়নের জন্য কনকর্ডেন্স ব্যবহার করার সময়ে যে বিষয়গুলি মনে রাখবেন:

১। হিব্রু এবং গ্রিক থেকে আপনার ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, এমন একাধিক হিব্রু এবং গ্রিক শব্দ আছে যেগুলিকে আপনার ভাষায় একক শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। যদি আপনার বাইবেলে একই শব্দ দু'টি ভিন্ন পদে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার মনে করা উচিত নয় যে এটি উভয় ক্ষেত্রেই একই মূল শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

২। এমনকি আপনার বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত শব্দটি যদি হিব্রু বা গ্রিক ভাষার একই মূল শব্দ থেকে না-ও হয়, তবুও আপনার বাইবেলে এর প্রতিটি ব্যবহার সেই সময়ে শব্দের স্বাভাবিক ব্যবহারের এক উদাহরণ, যখন আপনার

বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছিল। অতএব, আপনার কাছে শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে। যখন আপনি শব্দটির সম্ভাব্য সমস্ত অর্থ তালিকাভুক্ত করেন তখন এটি সহায়ক হবে।

৩। কিছু কনকর্ডেন্স প্রতিটি মূল শব্দের পাশে মূল হিব্রু বা গ্রিক শব্দটি দেখায়। এটি আপনাকে জানতে সাহায্য করে যে আপনার ভাষার শব্দটি বিভিন্ন তালিকাভুক্ত পদে একই হিব্রু বা গ্রিক শব্দ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে কিনা।

৪। যে কনকর্ডেন্স মূল শব্দগুলি দেখায় তা একটি অভিধানের মতো সংজ্ঞা দেয়। তবে, একটি কংকরডেন্স বা অভিধান সাধারণত একটি শব্দের বিভিন্ন সম্ভাব্য অর্থ দেয়, তাই লেখক কোন অর্থের উদ্দেশ্য করেছেন তা নির্ধারণ করতে আপনাকে অবশ্যই প্রসঙ্গটি দেখতে হবে।

বাইবেল সফটওয়্যার/ওয়েবসাইট

যদি আপনার ভাষায় বাইবেল ইন্টারনেটে বা কোনো সফটওয়্যার প্রোগ্রামে উপলব্ধ থাকে, আপনি একটি শব্দ সার্চ করতে পারেন, এবং সেই ওয়েবসাইট বা প্রোগ্রাম আপনাকে সেই সমস্ত পদ দেখিয়ে দেবে যেখানে সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বাইবেল অভিধান

বাইবেল অভিধানগুলি:

১। বিভিন্ন শব্দ, জায়গা, এবং ব্যক্তি সম্পর্কে প্রেক্ষাপটভিত্তিক তথ্য প্রদান করে।
২। মূল শব্দটি যে পদগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির উদাহরণ প্রদান করে।
৩। বিভিন্ন স্থানে শব্দটির যে বিবিধ অর্থ আছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে।

বাইবেল অভিধানগুলি কখনো কখনো বইয়ের মতো মুদ্রিত হয়। বাইবেল স্টাডির জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা একটি বাইবেল সফটওয়্যার প্রোগ্রামে সার্চযোগ্য বাইবেল অভিধানও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাইবেল হ্যান্ডবুক

একটি বাইবেল হ্যান্ডবুক লেখক এবং ইতিহাস সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যসহ বাইবেলের প্রতিটি পুস্তকের একটি ভূমিকা প্রদান করে।

যদি বাইবেল হ্যান্ডবুকগুলি আপনার ভাষায় উপলব্ধ না থাকে, আমরা পরামর্শ দিই যে Shepherds Global Classroom-এর পুরাতিন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের বিনামূল্যে উপলব্ধ সূচনামূলক কোর্সগুলি ব্যবহার করুন। এই কোর্সগুলি বাইবেলের প্রতিটি পুস্তকের প্রেক্ষাপট প্রদান করে।

বাইবেল মানচিত্র

বাইবেল মানচিত্রে বাইবেলে উল্লিখিত প্রতিটি জায়গার ম্যাপ, খনন করা হয়েছে এমন বিভিন্ন শহরের ছবি, এবং প্রাচীন জগতের উপর বিভিন্ন আর্টিকেল থাকে।

ম্যাপ এবং অনুরূপ তথ্য কিছু ওয়েবসাইটেও উপলভ্য।

বাইবেলের অনুবাদসমূহ

যদি আপনার ভাষায় বাইবেলের একাধিক অনুবাদ উপলব্ধ থাকে, তাহলে অধ্যয়নের প্যাসেজটি বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পড়া লাভজনক হতে পারে। বাইবেল ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আপনি পাশাপাশি একাধিক অনুবাদ দেখার মাধ্যমে আপনার অধ্যয়নের অংশটি তুলনা করতে পারেন।

বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন অনুবাদ-দর্শন বা মতাদর্শ দিয়ে তৈরি। কিছু অনুবাদ টিম মূল হিব্রু বা গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ এবং বাক্যের পরিকাঠামো অপরিবর্তনীয় রাখার চেষ্টা করে। যতটা সম্ভব, তারা মূল শব্দের ক্রমটি অব্যাহত রাখে এবং মূল ভাষায় যেভাবে আছে সেইভাবেই বাক্যগুলিকে ভাগ করে।

অন্যান্য অনুবাদ টিম উন্নত বা সমসাময়িক ভাষায় বার্তাটি প্রকাশ করে, কখনো কখনো তারা ধারণাটি আরো ভাবে তুলে ধরার জন্য বাক্যের পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আনে।

আপনার প্যাসেজটি অধ্যয়ন এমন একটি অনুবাদ দিয়ে শুরু করা ভালো যা মূল ভাষার পরিকাঠামোটিকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে। তারপরে আপনি তুলনা করার জন্য আরো উপযোগী অনুবাদগুলি দেখতে পারেন।

এখানে তিনটি বিনামূল্যে উপলব্ধ ওয়েবসাইট দেওয়া হল যেখানে আপনি বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ পাবেন:

- http://www.biblegateway.com
- https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources/bible-is
- https://www.bible.com/

বাইবেলের টীকাভাষ্য

বাইবেলের টীকাভাষ্যগুলি (কমেন্টারি) বাইবেলের প্রতিটি পদ বা অংশের জন্য নোট প্রদান করে। টীকাগুলি মুদ্রিত বই হতে পারে বা বাইবেল স্টাডি ওয়েবসাইটে বা বাইবেল স্টাডি সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কিছু মুদ্রিত টীকার বই বাইবেলের কেবল একটি পুস্তককের উপর হতে পারে, আবার কিছু বই বিভিন্ন পুস্তককে, বা সমগ্র বাইবেলকে কভার করে। যেহেতু টীকাগুলি লেখকদের থিওলজি বা তাত্ত্বিক পক্ষপাত প্রতিফলিত করে, তাই আপনাকে অবশ্যই বিচক্ষণ হতে হবে।

বাইবেলের পটভূমি

বাইবেলের পটভূমির উপর লেখা টীকা এবং বইগুলি বাইবেলের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ প্রদান করে। বাইবেলের জগতের নীতিগুলি ভালোভাবে বুঝলে সেগুলি আপনাকে শাস্ত্রের বার্তা আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

উদাহরণস্বরূপ, যিশুর বলা উপমাগুলি তাঁর সময়কালের সাংস্কৃতিক রীতিনীতির উপর ভিত্তিশীল; মোশির পুস্তকগুলি সাধারণত ইস্রায়েলের প্রতিবেশীদের মূর্তিপূজামূলক প্রথাগুলির প্রত্যুত্তর দেয়; পৌলের চিঠিগুলি বহুঈশ্বরবাদী জগতে বসবাসকারী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য লেখা হয়েছে। আমরা এই প্রেক্ষাপটগুলি যত ভালো করে বুঝব, আমরা শাস্ত্রীয় শিক্ষা তত ভালো করে ব্যাখ্যা করতে পারব।

স্টাডি বাইবেল

একটি স্টাডি বাইবেল হল এমন একটি বই যার মধ্যে বাইবেল, টীকাভাষ্য, বাইবেল হ্যান্ডবুক, কনকর্ডেন্স, এবং মানচিত্র সবকিছু একসাথে আছে। আপনার অধ্যয়ন শুরু করার জন্য একটি স্টাডি বাইবেল খুবই ভালো একটি সহায়িকা। এটি একটি মুদ্রিত উপাদান, কিন্তু আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু বাইবেল স্টাডি ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম একইভাবে বিভিন্ন উপায়ে সহায়ক।

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ

পাঠ ১

এই কোর্স জুড়ে ব্যবহৃত উৎসগুলি এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

Bible. পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ © ২০১৯ Biblica, Inc.

Carson, D.A. *Exegetical Fallacies* (2nd edition). Ada: Baker Books, 1996.

Duvall, J. Scott and J. Daniel Hays. *Grasping God's Word: A Hands-On Approach to Reading, Interpreting, and Applying the Bible.* Grand Rapids: Zondervan, 2012.

Fee, Gordon D. and Douglas Stuart. *How to Read the Bible for All Its Worth*. Grand Rapids: Zondervan, 2003.

Hendricks, Howard G. and William D. Hendricks. *Living by the Book.* Chicago: Moody Press, 2007.

Klein, William W., Craig L. Blomberg, and Robert L. Hubbard, Jr. *Introduction to Biblical Interpretation.* Nashville: Thomas Nelson, 1993.

Virkler, Henry A. and Karelynne Ayayo. *Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation*. Ada: Baker Books, 2007.

Zuck, Roy B. *Basic Bible Interpretation*. Colorado Springs: David C. Cook, 1991.

পাঠ ২

এই উৎসগুলি অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

অডিও বাইবেল www.faithcomesbyhearing.com

বাইবেল অভিধান www.biblestudytools.com/dictionaries/

বাইবেল পাঠের ক্যালেন্ডার www.bible.com

বাইবেল অনুবাদসমূহ www.biblegateway.com

অনলাইন বাইবেল মানচিত্র www.bibleatlas.org

পাঠ ৪

বাইবেলের ব্যাখ্যার উপর এই অনলাইন বক্তৃতাগুলি আপনাকে বাইবেলের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গভীর বোধগম্যতা প্রদান করতে পারে।

Dr. Walter Martin. "Biblical Hermeneutics One by Dr. Walter Martin." Available at www.youtube.com/watch?v=mJQGVzlLN-Y

Seven Minute Seminary. "Why Bible Background Matters." Available at www.youtube.com/watch?v=-wiIK8A2EFk

Seven Minute Seminary. "The Role of Archaeology in Biblical Studies." Available at www.youtube.com/watch?v=Dm3HlLoNOak

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম ____

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে সই করুন। পরীক্ষাগুলি ৭০ হিসাবে বিবেচিত হয় যখন শিক্ষার্থী ‘সম্পূর্ণ‘% বা তার বেশি নম্বর অর্জন করে। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	অ্যাসাইনমেন্ট	
১		
২		
৩		
৫		
৬		
৭		
৯		
১০		

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-এর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।